জ্ঞানাঙ্কুর।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানাঙ্কুর দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকর্ত্তা রায় নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতুল মহাশয় পরলোক গত হওয়ায় তাঁহার নাবালক পৌত্রদিগের পক্ষে এই সংস্করণ কার্য্যের গুরুভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানানুশীলনের সহিত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দ্বারা বালকবৃন্দের চরিত্র গঠন জ্ঞানাঙ্কুর প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য, মহানুভব গ্রন্থকর্ত্তার স্বলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্টে অনুমিত হয়। গ্রন্থমধ্যে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহা পাঠে যে উক্ত মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনা বালকগণের ধর্ম্মজ্ঞানশিক্ষার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা দোষ শূন্য হয়, তদ্বিষয়ে এই গ্রন্থে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। জ্ঞানাঙ্কুরের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর তাহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতি সহ দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানাঙ্কুর উক্ত পরীক্ষার পাঠ্যনির্ব্বাচিত হইবার উপযোগী হইয়াছে। তদুদ্দেশে শিক্ষাবিভাগীয় কতিপয় বহুদর্শী বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের উপদেশানুসারে এই সংস্করণে কিয়দংশ পরিবর্ত্তন ও পূর্ব্ব প্রকাশিত কয়েকটী প্রস্তাব
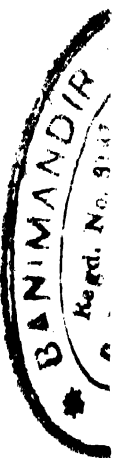
পরিবর্জ্জন এবং স্থান বিশেষে নূতন বিষয় সন্নিবেশ করিয়া ইহা সাহিত্য সমাজে উপস্থিত করিলাম। আশা করি ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সমাদৃত হইবে।

এই সংস্করণ-কার্য্যে যে সকল মহানুভব পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাকে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করতঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা
সন ১৩০৬ সাল

শ্রীহরিলাল মুখোপাধ্যা[illegible]
সম্পাদক।

সূচীপত্র।

বষয়

জ্ঞানাঙ্কুর।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্য।

পৃথিবীতে যত প্রকার জীব জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মনুষ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই অপরাপর জীব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মানবজাতিই জীব-রাজ্যের রাজা; সর্ব্বপ্রকার জীব জন্তুর উপরই তাহার কর্ত্তৃত্ব ও আধিপত্য চলিতেছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বগুণান্বিত মনুষ্যকে ভূদেব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জগদীশ্বর

মানবজাতিকে যে কতদূর পর্য্যন্ত অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যত্ন ও চেষ্টা করিলে মনুষ্য ক্রমাগত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এক এক জন মনুষ্যের অসাধারণ মানসিক বলের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, মানবজাতির অসীম মানসিক বলের সীমা নাই।

কাহারও অদ্ভুত তর্কশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, কাহারও অপূর্ব্ব যুক্তিবলের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়, কোন ব্যক্তির অনুমিতি ও উপমিতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং কোন কোন লোকের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বিষয় অবগত হইলে অবাক্ হইতে হয়। অসামান্য মনীষাসম্পন্ন সার আইজেক্ নিউটন কোন বৃক্ষ হইতে একটি ফল পড়িতে দেখিয়া জড় বস্তুর আকর্ষণ-শক্তি উপলব্ধি করিয়া, সেই সূত্রে অগম্য আকাশের গ্রহ উপগ্রহাদির আকৃতি, স্থিতি ও গতির নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং জ্যোতির তত্ত্ব অবগত হইয়া নেত্রতত্ত্বাদি অপর বিদ্যারও প্রচার করিয়াছিলেন।

অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতবর বেকন্ প্রত্যক্ষ-

সিদ্ধ পরীক্ষামূলক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্রের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইয়া তাহাতে বিদ্যুদগ্নি পতিত হইতে দেখিয়া, নিজ বুদ্ধিবলে তাড়িত বিদ্যার সূত্রপাত করেন। সেই হইতে তাড়িত বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা সংসারের কতই উপকার দর্শিতেছে। এক্ষণে তাড়িতবিদ্যাপ্রভাবে সম্বৎসরের পথ হইতে সদ্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, ঘোর তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রগর্ভে বিচরণোপযোগী তরি প্রস্তুত করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ব্যোমযানের পরিবর্ত্তে তাড়িত সাহায্যে বিপজ্জাল পরিপূর্ণ আকাশ পথে পরিভ্রমণোপযোগী পক্ষবিশিষ্ট যন্ত্র নির্ম্মাণ জন্য কত চিন্তাশীল মহাত্মা বিশেষ চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাড়িতের দাহিকা শক্তির উৎকট ফল অবগত হইয়াও মনুষ্য তদ্বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অনুসন্ধান করিয়া সেই তাড়িতপ্রয়োগে জীব-দেহে জীবনী শক্তি সঞ্চারের চেষ্টায়ও অবস্থাবিশেষে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপ তাড়িতালোক, তাড়িত রথ প্রভৃতি কতই অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া মানবের অসীম প্রতিভার প্রমাণ দিতেছে। সামান্য জল উত্তপ্ত

করিয়া বিস্ময়কর বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় পোত পরিচালন করা এবং সেই বাষ্পীয় কলে নানাবিধ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য সম্পাদন করা মনুষ্যের সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কেপ্‌লার, গেলিলিউ প্রভৃতি যে সকল জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত প্রথমতঃ অসীম আকাশের চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ গণনার সঙ্কেত আবিষ্কৃত করেন, তাঁহাদিগের ধীশক্তি কি বিস্ময়কর!

মনুষ্য জ্ঞান প্রভাবে নিত্য নূতন আবিক্রিয়া দ্বারা জগতের নানা প্রকার মঙ্গল সাধন করিতেছে। বিজ্ঞান-বিশারদ এডিসন্ দূরশ্রবণ "স্বর-লিপি" প্রভৃতি বিষয়ক অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া কি অমানুষী প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য রন্‌ট্‌গেন্ প্রকাশিত এক্সরে (X Ray) নামক আলোক সাহায্যে স্থূল বস্তুর আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল দৃষ্টি করা সম্ভবপর হইয়াছে। ঐ যন্ত্র সাহায্যে চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকপ্রবর সূক্ষ্মদর্শী জগদীশচন্দ্র বসু তারের সাহায্য ব্যতীত

শূন্যপথে ইথর সহযোগে বার্ত্তাবহন বিষয়ে তাড়িত শক্তির অপ্রতিহত গতি প্রতিপাদন করিয়া মানব বুদ্ধির অত্যাশ্চর্য্য ও অসামান্য প্রাখর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এক এক জন মনুষ্যের স্মৃতিশক্তি অসামান্য বিস্ময়জনক! ভারতবর্ষের মধ্যে এতাদৃশ অনেক শ্রুতিধর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিবেণী নিবাসী অসাধারণ ধী-সম্পন্ন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একদা একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসীর মোকদ্দামায় সাক্ষ্য দিতে গিয়া তত্তদ্ ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ ভাষায় যেরূপ গালি দিয়াছিল, তৎসমুদয় স্মরণ পূর্ব্বক বিচারপতিদিগের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি তাঁহার পঠিত দর্শনশাস্ত্রের সমগ্র মূল সর্ব্ব প্রকার টীকার সহিত ইচ্ছা ও আবশ্যক হইলে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

ইটালি দেশীয় মেক্লিয়াবেকিও এইরূপ স্মৃতি-শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার পঠিত সমুদায় গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ

পাঠ করিতে দিয়া পাঠান্তে ফিরিয়া লইলেন এবং একদিন হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই প্রবন্ধটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন কোন অংশ যদি আপনার স্মরণ থাকে, লিখিয়া দিলে চিরবাধিত হই। ইহাতে তিনি সেই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত সমস্ত ভাগ তাহাকে লিখিয়া দিয়া সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইউলর অন্ধ হইয়া একখানি বীজগণিত ও একখানি জ্যোতিষ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ রচনাকার্য্যে তাঁহাকে যে সকল দুরূহ অঙ্ক কষিতে হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই তিনি মনে মনে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বর্জ্জিল-রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সুবিখ্যাত জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব কেবল স্বীয় অনুমিতি ও উপমিতির বলে প্রাচীন পালি ভাষার উদ্ধার করেন।

এক এক জন কবির কল্পনাশক্তি কি অদ্ভুত! তাঁহাদিগের কবিত্ব প্রভাবে অনুপস্থিতকে উপস্থিত ও অবাস্তবকে বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়। মহাকবি কালিদাস, সেক্সপিয়র ও খাজাহাফেজের গ্রন্থ পাঠ

করিতে করিতে অনেক সময় আত্মবিস্মৃতি জন্মে। সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই সকল অসাধারণ কবিদিগের শক্তিকে অমানুষী বলিয়া স্বীকার করেন। এই-রূপ ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তাদি দর্শনকার ও তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ও ধারণাশক্তির ইয়ত্তা করা অসম্ভব। এই সমস্ত দর্শনকর্ত্তা পণ্ডিতগণ অধ্যাত্মতত্ত্বের যে প্রকার সূক্ষ্মতর বিচার ও পর্য্যা-লোচনা করিয়াছেন আর কোন দেশে কোন কালে সে প্রকার বিচার ও অনুসন্ধান হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তির ও ধীশক্তির যেরূপ নিদর্শন প্রদর্শন করা গেল, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও সেইরূপ রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যদিও কেহ কেহ পুরাণোক্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতা ও সত্যপরায়ণতা, যুধিষ্ঠিরের তিতিক্ষা, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃবৎসলতা এবং বীর কর্ণের বন্ধুতা ও বদান্যতা কবি কল্পনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ঐ সমস্ত চরিত্রবর্ণনকর্ত্তাদিগের হৃদয়ের ভাব কত উচ্চ, কত বিশুদ্ধ ও কত পবিত্র তাহা ভাবিলেও মনুষ্যকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈরাগ্য, শাক্যসিংহের ঔদাস্য, শ্রীরূপসনাতন ও জীবগোস্বামীর আত্ম-বিসর্জ্জন, মনুষ্যের অদ্ভুত দৈবীশক্তির পরিচায়ক। এই পৃথিবী মধ্যে কত কত মহাত্মা যে ভক্তিস্রোতে ভাসমান হইয়া তদর্থে আপনার জীবন যৌবন ধনসম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কত পরদুঃখকাতর পবিত্র পুরুষ পরের জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, কত দানশীল ব্যক্তি আপনার ক্ষুধার অন্ন ও মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত অংশ করিয়া অন্যের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ কত শত ব্যক্তির নাম গ্রন্থগত বা লিপিবদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, জন সাধারণের কর্ণকুহর-প্রবিষ্টও হয় নাই। ধর্ম্মানুশীলনজনিত বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিলে, প্রত্যেক ব্যক্তিই জগতীতলে বরণীয় হইতে পারেন। তাদৃশ বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে যাহার বুদ্ধিবৃত্তি উদ্‌ভাসিত হয় নাই তাহার দ্বারা সমাজের যত প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। অজ্ঞানান্ধ অশিক্ষিত লোকে কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সেবাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে এবং ইতর প্রাণীর

ন্যায় স্বীয় সংস্কারের বহির্ভূত কোন কার্য্যেরই আবশ্যকতা বা অপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরাই অপর সাধারণ লোকের নেতা হইয়া থাকেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমধ্যে যেমন মস্তকই উত্তমাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, মনুষ্যজাতিমধ্যে যাঁহারা জ্ঞানোন্নতি সহকারে সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া, অনুপম সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েন, তাঁহারাই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূজার্হ। জ্ঞানোদ্দীপ্ত, মার্জ্জিতবুদ্ধি, পরহিতচিকীর্ষু, বিশ্বপ্রেমিক সেই মহাপুরুষদিগের সহিত অজ্ঞান-তিমিরান্ধ, সংকীর্ণমনা, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের তুলনা করিলে, উভয়কে একজাতীয় বলিয়া বোধ হয় না। অতএব মানবজাতি যদি কায়মনোবাক্যে আত্মোৎকর্ষ-সাধনে যত্ন করে, তাহা হইলে যে কতদূর পর্য্যন্ত তাহার উন্নতি হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

কিন্তু মনুষ্য যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞানধর্ম্মলাভে বঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সে পশুরও অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। জ্ঞানধর্ম্মহীন মনুষ্যকে অনেকে পশ্বাদির সঙ্গে সমান বলিয়া বর্ণন করেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, তাহারা পশু অপেক্ষা

অধম। জ্ঞানহীন মনুষ্য কোন কোন বিষয়ে পশুর সঙ্গে সমান বটে, কিন্তু জগদীশ্বর মনুষ্যকে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিবার শক্তি দিয়াছেন, আর পশ্বাদিকে তাহা দেন নাই, তখন মনুষ্য মনে করিলেই ইন্দ্রিয়গণকে আপনার বশে চালাইতে ও নিগ্রহ করিতে পারে, পশুতে স্বভাবতঃ তাহা পারে না। এই ঈশ্বরদত্ত সংযমশক্তি আর কাহারও নাই। পশুরা ইন্দ্রিয়ের অধীন আর ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্যের অধীন; পশু ও মনুষ্যের মধ্যে ইহাই বিশেষ বৈশিষ্ট; কিন্তু মনুষ্য যখন এই সাধারণ-মানব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হয়, তখনই পশু অপেক্ষা অধমাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পশ্বাদি হইতে যে সমস্ত বিগর্হিত ও নিন্দিত কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, তখন তাদৃশ মনুষ্য হইতে ততোধিক পৈশাচিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাদৃশ দুরাত্মা-দিগের দ্বারা নরলোকের যাদৃশ অনিষ্ট উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি খল জন্তু হইতেও হয় না। তাদৃশ দুরাচারগণ নরকুলের কলঙ্ক-স্বরূপ ও জনসমাজের কণ্টকসদৃশ। তদ্রূপ নরা-কার দৈত্য যে আপন প্রতিবাসী ও পরিজনবর্গের বিঘ্নস্বরূপ হয়, এমন নহে, সমস্ত মনুষ্যকুলই তাহার

উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। তাদৃশ নরপিশা-চের নিদ্রাবস্থা লোকের উপশান্তি এবং মৃত্যু ততোধিক।

পশ্বাদি হইতে নরলোকের বরং অনেক সময় অনেক উপকারের সম্ভাবনা; কিন্তু দুরাচার মানবগণ হইতে অপকার ভিন্ন কখন কোন উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যিনি দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া মানবজাতির এই সমস্ত সামান্য ও বিশেষ অধিকারে বঞ্চিত থাকেন এবং আজন্ম পাশব ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া. কেবল দুই হস্ত ও দুই পদবিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য আপনাকে মনুষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহার তুল্য অদ্ভুত জন্তু জগতে আর নাই, তদ্রূপ নরাকার পিশাচকে দূর হইতে পরিবর্জ্জন করা উচিত।

শিক্ষা।

মনুষ্যজাতির শিক্ষা প্রাপ্তির যত প্রকার উপায় আছে পণ্ডিতগণ তন্মধ্যে এই পাঁচটিকে প্রধান

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, গ্রন্থ অধ্যয়ন, উপদেশশ্রবণ, সাধুসংসর্গ, দেশভ্রমণ ও বিশ্বদর্শন।

প্রথমতঃ গ্রন্থ অধ্যয়ন। বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করা যে শিক্ষালাভের একটি প্রধান উপায়, ইহা কোন যুক্তি বা তর্কদ্বারা বুঝাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ পাঠ দ্বারা আমরা কত শত মহানুভব তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদিগের দুর্ভেদ্য গূঢ় হৃদয়-ভাণ্ডারের দুর্লভ জ্ঞানরত্ন সকল অনায়াসে লাভ করিতেছি, কত যুগযুগান্তরপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত পণ্ডিত মহোদয়গণের অদৃশ্য মনের ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং এক স্থানে উপবেশন করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বিবিধ বৃত্তান্ত অবগত হইতেছি। আদিকাল হইতে এপর্য্যন্ত দেশে দেশে ও কালে কালে যত পণ্ডিত কর্ত্তৃক যত প্রকার গ্রন্থ বিরচিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তত্তাবৎ অধ্যয়ন করিয়া শেষ করা দূরে থাকুক, তাহার সংখ্যা করাও অসাধ্য। কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি ধর্ম্মনীতি, যে কোন বিষয়ক গ্রন্থের কথা আলোচনা করা যায়, তত্তাবৎ সংখ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। কত অনির্দ্দিষ্ট কাল ও অবিজ্ঞাত দেশ সম্ভূত কত

শত অপরিচিত পণ্ডিতের অসীম জ্ঞানজনিত কত গ্রন্থ, হয় ত, কোন লোকের দৃষ্টিগোচর বা কর্ণকুহরপ্রবিষ্টও হয় নাই; পরন্তু বিভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতদিগের প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তত্তাবতের সংখ্যা করাই অসম্ভব।

প্রাচীন মিসরের টলেমি বংশীয় রাজগণ নানা দেশ হইতে বহুকালব্যাপী অনুসন্ধানে নানাবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া যে বিশ্ববিখ্যাত এসেকেন্দরীয় গ্রন্থালয় নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন. তাহার রাশি রাশি গ্রন্থ বারংবার নানাবিধ আকস্মিক কারণে নষ্ট হইবার পরেও সাত লক্ষ গ্রন্থ অবশিষ্ট ছিল। আরবের রাজা ওমার খেলিফ অবশেষে সেই সমস্ত পুস্তক অগ্নিসাৎ করিয়া, ছয়মাস কাল চারি শত স্নানাগারের জল উষ্ণ করাইয়াছিলেন। প্রাচীন আর্য্যেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে শাস্ত্র অনন্ত ও 'বিদ্যা বহুধা, বহু বিঘ্নবিশিষ্ট মনুষ্যের পরিমিত আয়ুতে তত্তাবৎ অধ্যয়ন করা অসাধ্য, অতএব ইহার মধ্যে যাহা সার তাহাই শিক্ষণীয় ও সেব্য। যিনি সঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া একাকী নির্জনে গ্রন্থ অধ্যয়ন করতঃ বহুবিধ জ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানজ্ঞ ও দর্শনবিৎ পণ্ডিতদিগের

সংসর্গসুখ ভোগ করেন ও নানাবিধ সাহিত্য রস পান করিয়া, আপনার চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকেন, যিনি গ্রন্থের সহায়তায় এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও সমগ্র সৌরমণ্ডল পরিভ্রমণ করেন, যিনি গ্রন্থ দেখিয়া, বহুকাল পূর্ব্বে লোকান্তরিত ভাবুকদিগের ভাবে গদ্গদ হইয়া রোগ, শোক ও দুঃখ দরিদ্রতা বিস্মৃত হয়েন এবং যিনি গ্রন্থগত জ্ঞানদর্পণে অপ্রত্যক্ষ পুরুষদিগকে প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই জানেন যে গ্রন্থ অধ্যয়ন, শিক্ষালাভের কিরূপ প্রশস্ত পথ।

দ্বিতীয় উপায়, উপদেশ শ্রবণ। বহুদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ, শিক্ষা লাভের দ্বিতীয় উপায়। যখন কোন গ্রন্থ কিংবা সাঙ্কেতিক বর্ণেরও সৃষ্টি হয় নাই, তখন হইতে লোকে গুরু পরম্পরাগত উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতেছে। ভূমণ্ডলের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদসংহিতা প্রথমতঃ শ্রুতিপরম্পরাগত ছিল বলিয়াই, প্রাচীন বেদসংহিতার নাম শ্রুতি। যে কথা হয় ত বারংবার নানা গ্রন্থে পাঠ করিয়াও তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায় না, সময় বিশেষে কোন সহৃদয় উপদেষ্টার মুখ হইতে

সেই কথা একবারমাত্র শ্রবণ করিলেই যেন সেই বাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম হৃদয়াকাশে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। তখন তাহার অর্থও যেন স্পষ্টাক্ষরে চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে; আর যেন সেই মহামন্ত্রটি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উঠে। গ্রন্থগত বাক্য, যতই টীকা-টিপ্পনীর সহিত লিখিত থাকুক, কখনই উপদেশের সঙ্গে সমান হইতে পারে না। এক একজন হৃদয়বান্ বক্তা, বক্তৃতার সময় আপনার হৃদয়ের ভাব মাখাইয়া মূলবাক্যকে অমৃতময় করিয়া তুলেন। উপদেশ-কালে তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ ভাবভক্তি দেখিয়া, শ্রোতৃ-গণ যে ফল প্রাপ্ত হন, কোন টীকাকারই সে ফল দিতে পারেন না। কোন করুণরসপূর্ণ বিষয়ের উপ-দেশের সময় তদ্বক্তার এক বিন্দু চক্ষুর জল যে অর্থ ব্যাখ্যা করে, কোন টীকা, কোন ভাষ্য, কোন অভি-ধানই সে অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ উপদেশ-শ্রবণসময়ে তাহাতে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে, উপদেষ্টার সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া যেমন তাহার মীমাংসা করিয়া লওয়া যায়, গ্রন্থপাঠের সময় সেরূপ হয় না।

বিশেষতঃ প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইবার নিমিত্ত

যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রত্যেক লোকেরই শিক্ষা করা আবশ্যক, তন্মধ্যে অনেক বিষয় অদ্যাপি গ্রন্থগত হয় নাই। অনেক সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক বিষয় কেবল গুরুজনের উপদেশ দ্বারা শিখিতে হয়। আমরা শৈশবাবস্থায় মাতার ক্রোড়ে বসিয়া, পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া, এবং অপর গুরুজনের মুখে শুনিয়া যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি ও শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তৎসমুদায় কোন গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায় না। যাঁহারা সহস্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও এই প্রকার গুরূপদেশ প্রাপ্ত না হয়েন, অথবা তাহাতে উপেক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে অনেক সময় ও অনেক স্থলে ঘৃণিত, লজ্জিত ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

তৃতীয় উপায়, সাধুসঙ্গ। উৎকৃষ্ট লোকের সংসর্গে সর্ব্ববিষয়ে যে উৎকর্ষ লাভ করা যায়, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। গ্রন্থ অধ্যয়ন বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া, যে ব্যক্তির কোন প্রকার উন্নতি-লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তাদৃশ ব্যক্তিও উৎকৃষ্ট সংসর্গ প্রাপ্ত হইলে, বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায় অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারে; অর্থাৎ যে বালক নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি,

নিতান্ত অনাবিষ্ট, যাহার অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং কোন উপদেশ প্রদান করিলে যে তাহা গ্রহণ ও ধারণা করিতে পারে না, এতাদৃশ জড়বুদ্ধি বালককেও পণ্ডিতের সংসর্গে রাখিয়া দিলে তাহার মূর্খতা দূর হয়। এই নিমিত্ত বঙ্গসমাজমধ্যে এই কথাটি চিরচলিত আছে, যে "না পড়ে পো, তো সভায় নিয়ে থো।" এই প্রাচীন বাক্যটী নিতান্ত নিরর্থক নহে। সৎসঙ্গ শিক্ষালাভের একটী প্রশস্ত পথ। সংসর্গ-গুণে কত মূর্খ যে পণ্ডিত হইয়াছে, কত অসাধু যে সাধু হইয়াছে এবং অধার্ম্মিক যে পরম ধার্ম্মিক হইয়াছে; তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সৎসংসর্গের এমনি গুণ যে, কোন উপদেশ শ্রবণ না করিয়াও কেবল এক সংসর্গ বলে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থপাঠে ও লোক পরম্পরাগত জন-শ্রুতিতে ইহার বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল সংসর্গবলেই শুকসারিকাদি পক্ষী রাধাকৃষ্ণাদি নরভাষা উচ্চারণ করিয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিক বাজি-করদিগের পালিত ও শিক্ষিত ছাগ, ভল্লুক ও বানরাদি পশুও মানব জাতির অনুকরণ এবং অনুসরণ করে।

শিক্ষা লাভের চতুর্থ উপায় দেশ ভ্রমণ। বহুদেশ

পর্য্যটন পূর্ব্বক বহুপ্রকার লোকের বিচিত্র চরিত্র দর্শন না, করিলে যে মনুষ্যের প্রকৃত প্রবীণতা জন্মে না, একথা বলা বাহুল্য। কোন পরিব্রাজক দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নানা সময়ে নানা অবস্থায় পতিত হইয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, গৃহে অধ্যাসীন ব্যক্তি তাহা কোথায় পাইবেন? যে ব্যক্তি কখন সমুদ্র যাত্রা করে নাই, প্রকৃত সমুদ্র যে কি এবং তৎসংক্রান্ত সুখ দুঃখ বিপদ আপদ্ যে কিরূপ, তাহা সে ব্যক্তি মনে ধারণা করিতেও পারে না। পর্ব্বত না দেখিলে পর্ব্বতের শোভা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না এবং মহারণ্যে প্রবেশ না করিলে তাহার স্নিগ্ধগম্ভীরভাব কাহারও বোধগম্য হয় না। একজন পারসীক কবি বলিয়াছেন, যে অক্ষক্রীড়ার গুটিকা যেমন সমস্ত ঘর পর্য্যটন না করিলে পাকে না, মনুষ্যও সেইরূপ বহুস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক বহুদর্শী না হইলে পরিপক্ক হয় না। প্রাচীন আর্য্যেরা দেশাটনকে প্রবীণতার একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চম উপায় বিশ্বদর্শন। এই শেষ উপায়টি শিক্ষা লাভের অতি সহজ ও প্রশস্ত উপায়। যিনি

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর কোন গ্রন্থ পাঠ বা কোন উপদেশ শ্রবণ অথবা কুত্রাপি গমন করিতে হয় না। ইহাতে পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ ও জ্যামিতি প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিহিত আছে। উপরে অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহাদি, নিম্নদেশে অতলস্পর্শ রসাতলের অশেষ তত্ত্ব চতুর্দ্দিকে সাগর, ভূধর, কানন, পশুগণ, বনস্পতি, ওষধি ;—যে দিকে দেখ, সেই দিকেই পুস্তক, সেই দিকেই লেখা, সেই দিকেই জ্ঞান। তুমি কি দেখিবে, কি শুনিবে, কি শিখিবে! দেখিতে দেখিতে চক্ষু কাতর হইয়া পড়িবে, শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে, পড়িতে পড়িতে রসনা অবসন্ন হইবে, ভাবিতে ভাবিতে মন ক্লান্ত হইবে, তবু গ্রন্থের শেষ হইবে না। শত বৎসর পড়! সহস্র বৎসর পড়—অমর হইয়া চিরজীবন পড়—পুত্র পৌত্রাদি পুরুষানুক্রেম পড় তবু গ্রন্থের শেষ হইবে না।

এক একটি মহানুভব মানব-চরিত্র হইতে, এক একটি জীবজন্তু হইতে অথবা এক একটি বৃক্ষ লতা

পুষ্প বা পত্র হইতে তুমি যে জ্ঞান লাভ করিবে, তাহা তোমার চিরজীবনেও শেষ হইবে না। এক একটি লতা পাতা অথবা এক একটি যৎসামান্য তৃণও তোমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিবে, তাহাই তুমি মনে ধারণা করিতে পারিবে না। এই গ্রন্থের গুরু ও উপদেশক ইহার সঙ্গে সঙ্গে। পশু, পক্ষী, জীবজন্তু, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম সকলই তোমার গুরু। কাক তোমার গুরু, বক তোমার গুরু, মক্ষিকা পিপীলিকাও তোমার গুরু, বৃক্ষ তোমার গুরু, মৃত্তিকা তোমার গুরু। কাকের নিকট সাবধানতা শিক্ষা কর, বকের নিকট হইতে ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা কর, মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকার নিকট, কিরূপে সঞ্চয় ও ব্যয় করিতে হয়, শিক্ষা কর, বৃক্ষের নিকট আত্মবিসর্জ্জন ও পরোপকার শিক্ষা কর, মৃত্তিকার নিকট তিতিক্ষা ও শান্তি শিক্ষা কর এবং নবোত্থিত একটি যৎসামান্য তৃণাঙ্কুরের নিকট হইতে একাগ্রতা শিক্ষা কর।

এই বিশাল বিশ্বগ্রন্থমধ্যে না আছে কি? এই অভ্রান্ত অসীম গ্রন্থ পাঠ করিয়াই নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শিক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই আর্কমিডিস

জড়বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব শিখিয়াছিলেন; এই প্রাচীন পুস্তক পাঠ করিয়াই ফ্রাঙ্কলিন তাড়িতের গুণ জানিয়াছিলেন; এই পুস্তকই আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত জ্যোতি-ষের আদর্শ। এই বিশাল গ্রন্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক কাশীরাজ, দিবোদাস ও ধন্বন্তরি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আরোগ্যকর আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন করেন। ইহা হইতেই গৌতমের ন্যায়-সূত্র এবং এই পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াই বাদরায়ণ ব্যাসদেব বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করেন। এই মহাকাব্যের অনুকরণ করিয়াই কলিদাস মহাকবি এবং ইহার প্রসাদেই সেক্সপিয়ারের অমানুষী কবিতা-শক্তি! এই প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক পাঠ করিয়াই বুদ্ধদেব বিবেকী, নিমাই সন্ন্যাসী, নানক, কবির ও তুলসীদাসাদি পরম জ্ঞানী এবং এই অচিন্ত্য ও অসীম গ্রন্থের ভাব ভাবিয়াই হাফেজ পাগল। অধিক কি বলিব এই অপার সমুদ্রে অবগাহন করিয়াই, সোমেশ্বর ও কলানাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সপ্তস্বর, তিনগ্রাম ও উনপঞ্চাশ কোটি তানের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

যিনি জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া এই বিশ্বকোষের

প্রত্যেক পত্র উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বিশিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে পারেন, তাঁহারই শিক্ষা সুসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ; তদ্ভিন্ন জ্ঞানশিক্ষা কখনই পূর্ণ হইতে পারেনা। যাঁহারা সেই আদি কবি অখিলনাথ-প্রণীত এই সজীব গ্রন্থ পাঠ করিবার অধিকারী হয়েন, মনুষ্যকৃত নির্জীব পুস্তক আর তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না। যেমন সজীব মূর্ত্তিমান মনুষ্যের সম্মুখে তাহার প্রতিকৃতি শোভা পায় না, সেইরূপ অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত এই জীবিত গ্রন্থের নিকট মনুষ্য-কৃত বর্ণবিন্যস্ত মৃত পুস্তকাদির কোন প্রভা থাকে না। যাঁহারা এই অশেষ অপার তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থে অবহেলা করিয়া কেবল নির্জীব পুস্তক পাঠ করিয়াই জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগের নয়ন নিরর্থক ও জীবন বিফল। আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে দেশে যে ভাষায় যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তৎ-সমুদয়ের অতিরিক্ত তত্ত্ব এই মহান্ গ্রন্থে বিদ্যমান আছে; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত জ্ঞান কোন গ্রন্থেই নাই। সাধনাবলে যাঁহারা এই বিশ্বগ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত পণ্ডিত। লিখিত অথবা মুদ্রিত, ইতর গ্রন্থের

অধ্যেতারা কোন ক্রমেই তাঁহাদের সহিত একাসনে উপবেশন করিবার যোগ্য নহেন। অতএব যদি সম্পূর্ণরূপে সুশিক্ষিত হইতে ইচ্ছা কর, তবে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানলাভে তৎপর হও।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করা বিদ্যার্থী বালকদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যে বিষয় যতই শিক্ষা করা যায়, ততই ভাল; তথাপি শিক্ষালাভেরও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক। যেমন লক্ষ্য স্থির না করিয়া, উদ্ভ্রান্তভাবে পথ ভ্রমণ করিয়া, কেহ কোন বাঞ্ছিত স্থানে উপনীত হইতে পারেন না, সেইরূপ জীবনগতির লক্ষ্য স্থির না করিয়া, শিক্ষা সংসাধন করিলেও কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যেরা আজ্ঞা করিয়াছেন যে, লোকে যাহাতে পরিণত-বয়সে সুখী হইতে পারে, প্রথম বয়সে সেইরূপ কার্য্য করিবে, এবং যাহাতে পরলোকের মঙ্গল হয়, যাবজ্জীবন সেরূপ কার্য্য সাধন করিবে; কিন্তু অনেক স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ইহজীবনে হয় ত যে বিষয়ের কখনই প্রয়োজন হইবে না, অনেকে যত্নপূর্ব্বক তাহাই শিক্ষা করেন; আর পরক্ষণেই যে বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন হইবে, তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণকার অনেক সুশিক্ষিত ছাত্র চন্দ্রলোকের অবস্থা উত্তমরূপে বলিয়া দিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার স্বদেশ, স্বগ্রাম, কি স্বধামের বিষয়ে কোন্ বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিরুত্তর থাকিবেন। অনেকে সপ্তসমুদ্র-পারের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত, কিন্তু স্বদেশের আচার-ব্যবহারাদি বিষয়ে তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন। আমেরিকার উত্তর প্রান্তরে কি ভাব, কি অবস্থা, সেখানে লোকে কি খায়, কি পরে, তাহা জানিবার পূর্ব্বে স্বদেশের কোন্ শ্রেণীর লোকের কি অবস্থা, বৎসরের মধ্যে কোন্ সময় কি শস্য হয়, তাহা জানিলে কি ভাল হয় না? প্রাচীনকালে লোকে বালকদিগকে অগ্রে আপনার গাঁই, গোত্র ও বংশাবলীর পরিচয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু এক্ষণে অনেকে তাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, সে বিষয়ে শিক্ষা করিতে কিছুমাত্র যত্ন

করেন না ? কিন্তু ভিন্নদেশীয় তদ্বিষয় শিক্ষা করিতে তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। আপনার পিতামহের নাম বলিতে যিনি কষ্ট বিবেচনা করিবেন, তিনি অনায়াসে টলেমি বংশীয় রাজাদিগের দুই শত পুরুষের নাম বলিতে পারিবেন।

শিক্ষা প্রণালীর উক্তবিধ নানা দোষের নিমিত্ত যাহাতে অনেক বুদ্ধিমান বালকের পরিশ্রম বিফল এবং অনেক কৃতবিদ্য ছাত্রকে কোন বিষয়ে লজ্জা পাইতে না হয়, তৎপ্রতি পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের দৃষ্টি রাখা একান্ত বিধেয়। তাঁহাদিগের মনোযোগের অভাবেই এ দেশীয় পারিবারিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিলোপ হইতেছে। কেবল বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ও জ্ঞানোন্নতির সংসাধন করাই শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে জ্ঞানোন্নতির সহিত ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া যায় সকলেরই তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিৎ।

ভক্তি।

ভক্তি মনের একটী বৃত্তি বিশেষ। মনুষ্যের মনে যে বৃত্তি বর্ত্তমান থাকাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সমস্ত চরাচরের নিয়ন্তা জগদীশ্বরকে স্তব করিতে এবং তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয়, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি আপনা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার নাম ভক্তি। যেমন, বাস্প, জল ও বরফ একই পদার্থের অবস্থা বিশেষ মাত্র, সেইরূপ ভক্তি, প্রীতি এবং স্নেহ এই তিনটি মানবমনের একই বৃত্তি; বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত। জল যখন অতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে তখন তাহাকে আমরা বাস্প বলি, যখন তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে জল বলি, আর যখন ঘন ও কঠিন হয় তখন বরফ বা তুষার বলিয়া থাকি, বস্তুত এ তিনই এক পদার্থ। সেইরূপ আমরা যখন ঈশ্বর ও পিতা মাতাদি উচ্চ পদাভিষিক্ত গুরুজনকে ভালবাসি তখন তাহাকে ভক্তি বলি, যখন বন্ধুবান্ধবাদি সমান সম্বন্ধীয় পাত্রে সদ্ভাব প্রয়োগ করি, তখন

তাহাকে প্রীতি বা সখ্য বলি, আর যখন পুত্র কন্যা ও অমাত্য ভৃত্যাদি অধঃস্থানীয় পাত্রকে ভালবাসি, তখন তাহাকে স্নেহ বা বাৎসল্য বলিয়া উল্লেখ করি।

ঈশ্বরে ভক্তি মানব জাতির স্বভাবসিদ্ধ। যে কখন কোন গ্রন্থে ঈশ্বর সংক্রান্ত কোন বিষয় পাঠ করে নাই, ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও মঙ্গল ভাবের বিষয়ে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই, এমন কি, যে কখন ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই, সেও এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কৌশলের মধ্যে তাঁহার অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-শক্তি ও অপার করুণা দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি মহিমা-সাগর ঈশ্বরের তত্বসম্বন্ধে কখনও কোনরূপ উপদেশ লাভ করিবার স্নযোগ পায় নাই, যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে পূর্ব্বে ঈশ্বরের কোন তত্বের আবির্ভাব না থাকে সেও যদি হঠাৎ শরৎকালের নির্ম্মলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের শোভা সন্দর্শন করে, তাহার মনে স্বতঃই এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয়,—আহা! এত মনোহর শোভাসম্পন্ন এ চাঁদ কে করিল? অথবা যদি সে

কোন সরোবর সলিলে বিকশিত শতদল কমলকে হাসিতে দেখে, অমনই তাহার বিমুগ্ধমন বলিয়া উঠে, আহা! কোন্ সুন্দর পুরুষ এই নির্ম্মল জলে এতাদৃশ শোভাধার কমলের সৃজন করিল? নিশাবসানে যখন হিরণ্যকেশী দিবাকরের রশ্মিজাল কোন তুষারমণ্ডিত ধবলগিরির শিখর দেশে পতিত হইয়া বিচিত্র রাগরঞ্জিত অচিন্তনীয় শোভা বিস্তার করে, অথবা যখন সেই লোক-প্রকাশক আদিত্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়া ঊর্দ্ধবাহু তাপসের ন্যায় আপনার কিরণ শিখা উত্থাপিত করিয়া, আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য শোভা দেখিলে কাহার মনে না হয় যে, হায়, হায়! এ সূর্য্য কে সৃষ্টি করিল? এবং কোন্ হৃদয়বিহীন কাষ্ঠের পুত্তলিকারই মনে সে সময় সেই সৃষ্টিকর্ত্তার উপর ভক্তির উদয় না হয়? এইরূপ, সহায়হীন সদ্যোজাত শিশুর রক্ষার জন্য জননীর স্তনে দুগ্ধ ও মনে স্নেহ দেখিয়া, অথবা নিরুপায়ের উপায় ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্বরূপ বিশ্বসংরক্ষিণী দয়ার সৃষ্টি দেখিয়া, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে গগনমণ্ডলস্থিত বৃহত্তর সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত

যাবতীয় পদার্থে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া যাহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার না হয়, তাহার হৃদয় যে, কি প্রকার উপাদানে গঠিত, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। সেই হৃদয়হীন পাষণ্ড মানব কি দানব তাহা স্থির করাও কঠিন।

জগদীশ্বরের জ্ঞান-শক্তি ও করুণার বিষয় আলোচনা করিলে, যেমন মনুষ্যের মনে আপনা হইতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়, সেইরূপ এই মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যক্ষ দেবতার স্বরূপ পিতা মাতার দয়া, মায়া ও স্নেহ, মমতার বিষয় ভাবিয়া দেখিলেও মনোমধ্যে ভক্তিধারা আপনা হইতে প্রবাহিত হয়। আমাদিগের গর্ভবাস হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা যাদৃশ ক্লেশ স্বীকার ও আত্ম-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আমাদিগের লালন পালন ও যত্নাদি করেন, কেহ কখন তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না। এই জন্য ভারতবর্ষীয় মহানুভব আর্য্যপুরুষেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সন্তানের জন্য পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও সন্তান তাহা পরিশোধ করিতে পারে না। পিতা মাতা যাবজ্জীবন সন্তানের জন্য যে

কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা বর্ণনা করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের এক ক্ষণমাত্রেরও স্নেহ, মমতার কথা কেহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। কত সময় কত পিতা আপনার জীবন দিয়াও সন্তানের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর হইতে তাঁহারা সর্ব্ববিধ ভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তখন সন্তানের সুখে সুখ, সন্তানের দুঃখেই দুঃখ ও সন্তানের শুভাশুভে আপনাদের শুভাশুভ জ্ঞান করিয়া থাকেন। গর্ভধারিণী জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি প্রতি দিন, প্রতিক্ষণে, ও প্রতি নিমিষে যে যে রূপ যন্ত্রণা সহ্য করেন, তাহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়।

প্রবাদ আছে গয়া ধামে পিতৃ-পিণ্ড প্রদানের সময় তথাকার পুরোহিতেরা মাতৃষোড়শিকা নামে মনুষ্যের গর্ভাবস্থা হইতে মাতার যে যে প্রকার যন্ত্রণা হয় তাহা পাঠ করাইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া পাষণ্ড ব্যক্তির হৃদয়েও মাতৃ-ভক্তি দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা তুল্য মাতা পিতাকে যে ভক্তি না করে সে নরাকার পিশাচ

পশ্বাদিরও অধম। এই জন্য ভারতবর্ষীয় মহর্ষিগণ পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে আরাধনা ও উপাসনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। কুলপাবন সৎপুত্র সর্ব্বদা পিতা মাতাকে মৃদু ভাষায় সম্ভাষণ করিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞাকারী থাকিবে। যে সন্তান মাতা পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করে, সেই উত্তম পুত্র, যে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে সে মধ্যম, আর যে আদিষ্ট হইয়াও কার্য্য করে না সেই অধম, আর যে পিতা মাতার অসন্তোষজনক কার্য্য করে সে অধমাধম।

পিতা মাতা যে প্রকার শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু প্রভৃতি গুরুজনগণও সেই প্রকার পরম পূজনীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ। পিতা যেমন জন্মদাতা, অন্নদাতা সেই প্রকার জীবনদাতা এবং জ্ঞানদাতা-শিক্ষাগুরুও সেইরূপ জীবনের জীবনদাতা। তাঁহাদিগের ঋণ ইহজীবনে পরিশোধ করা যায় না। যে ব্যক্তি অর্থদান করে অর্থ দ্বারা তাহার পরিশোধ করা যায়; কিন্তু যিনি জীবনের জীবন জ্ঞান দান করেন তাঁহার ঋণ

অপরিশোধনীয়। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যেরা ইহাঁদিগকেও পিতৃ স্বরূপ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

ভূস্বামী রাজাও আমাদিগের ভক্তির পাত্র। রাজভক্তি আর্য্যজাতির ভূষণ স্বরূপ। রাজা যে আমাদিগের কতদূর পর্য্যন্ত হিতকারী, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ বিশেষ যুক্তি ও তর্ক অনুসারে তাহা বারংবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত রাজাকে নরনাথ না বলিয়া নরসেবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিসে রাজ্যের কুশল হইবে, প্রজা সুখে কালযাপন করিবে, প্রজারঞ্জক রাজা কেবল সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই নিযুক্ত থাকেন। উন্নতমস্তক বৃহৎ বৃক্ষ যেমন নিদাঘ কালের খরতর সূর্য্যের উত্তাপ আপন মস্তকে ধারণ করিয়া ছায়াগত আশ্রিতগণকে শীতল রাখে, রাজাও সেই-রূপ সমস্তরাজ্যভার আপন মস্তকে বহন করিয়া প্রজাদিগকে প্রশান্তি প্রদান করেন। বায়ুর যেমন বিরাম নাই, সূর্য্যের যেমন শ্রান্তি নাই, বসুন্ধরা পৃথিবীর যেমন বিরক্তি নাই, প্রজাপালক পুণ্যশ্লোক রাজাও তদ্রূপ সহিষ্ণু। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা রাজার এইরূপ ধর্ম্ম জানিয়াই বারম্বার রাজভক্তি শিক্ষা প্রদান

করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে রাজা দেবতাতুল্য, রাজদর্শনে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এবং শুচি ও পবিত্র হইয়া রাজদর্শন করিবার বিধি দিয়াছেন। অরাজক রাজ্য অনর্থ ও অমঙ্গলের নিদান বলিয়া বারম্বার কীর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দুজাতি পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধকালে রাজাকে তদীয় অগ্রভাগ প্রদান করিয়া থাকেন। রাজবিপ্লব ও ছত্রভঙ্গ, বৎসরের প্রধান অমঙ্গল। রাজভক্তি-শিক্ষার নিমিত্ত, মহাভারত-প্রণেতা, রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ উপাখ্যানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সমিক ঋষি যখন তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীর নিকট রাজা পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিবার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন বিশেষ রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া, স্বীয় সন্তানকে তিরস্কার করি-লেন, এবং নানামতে রাজ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া রাজাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পুত্রকে আদেশ করিলেন। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে রাজার কল্যাণেই রাজ্যের কল্যাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইদানীন্তন দিল্লীর প্রজারঞ্জক যবন-রাজাকেও হিন্দুরা দেবতা তুল্য মনে করিতেন বলিয়া, অদ্যাপি এদেশে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই একটি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

অতএব যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দেবভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি ও রাজভক্তি প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত হইতে কায়-মনোবাক্যে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

অভ্যাস।

কোন বিষয় সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। আমাদিগের দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণাদি প্রকৃতিসিদ্ধ জ্ঞানের মধ্যেও অভ্যাসের যোগ আছে। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই অভ্যাস আরব্ধ হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য যত কার্য্য করে, তন্মধ্যে যে কোন্ কার্য্য কতদূর প্রকৃতি-মূলক এবং কোন্ কার্য্য অভ্যাস-মূলক, তাহা নির্ব্বাচন করা সহজ নহে। বহু-দিনের অভ্যাস স্বভাবের সঙ্গে প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়। আমরা অভ্যাসবলে চলি, বলি, খাই, বেড়াই, দেখি, শুনি, উঠি, বসি। অভ্যাস ব্যতীত পা থাকিতেও ভাল চলা যায় না, হাত থাকিতেও ভাল-

রূপে কার্য্য করা যায় না, বাগ্‌যন্ত্র থাকিতেও সুন্দররূপে কথা কহা যায় না এবং অভ্যাসের অভাবে দর্শন ও শ্রবণ কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পাদিত হয় না।

অভ্যাস বলে মনুষ্য জলচর না হইয়াও অগাধ সমুদ্র তলে গমনপূর্ব্বক বহুমূল্য মুক্তা উত্তোলন করিতেছে, উজ্জ্বল প্রবাল সংগ্রহ করিতেছে, আবশ্যক হইলে ভীষণ কুম্ভীরাদির সঙ্গেও যুদ্ধ করিতেছে, জলমগ্ন পোতস্থিত দ্রব্যাদির উদ্ধার করিতেছে। যিনি বাজিকর-দিগের বাঁশের উপর একটী স্ত্রীলোককে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া কুলাল চক্রের ন্যায় ঘুর্ণিত হইতে দেখিয়াছেন, শূন্যে একগাছি দড়ির উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন, এবং ঘোড়ার নাচ ও অন্যান্য ব্যায়াম ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়াছেন, অভ্যাসের যে কিরূপ অদ্ভুত শক্তি সে কথা তাঁহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য যে, কতদূর পর্য্যন্ত অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। অভ্যাসের অদ্ভুত শক্তি। মনুষ্য অভ্যাসের দাস; ভৃত্য যেমন প্রভুর সেবা করে মনুষ্যও সেইমত অভ্যাসের সেবা করিয়া থাকে।

কি সৎকার্য্য, কি অসৎকার্য্য, যে কোন কার্য্য হউক, একবার অভ্যাস-গত হইলে আর তাহা ত্যাগ করা কঠিন। অভ্যাস-বলে যেমন নানাবিধ শারীরিক অদ্ভুত কার্য্য করিবার শক্তি হয়, সেইরূপ নানাবিধ আশ্চর্য্য মানসিক কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য জন্মে। প্রত্যহ স্থিরচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা করিবার একটি অদ্ভুত শক্তি জন্মে। অভ্যাস দ্বারা ধৈর্য্য, বীর্য্য, তিতিক্ষা, সন্তোষাদি মনের সমস্ত সদ্বৃত্তিই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদিও অভ্যাসদ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পঞ্জাবের একজন যোগী রাজা রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে ছয়-মাস কাল মৃত্তিকার মধ্যে ছিলেন, এবং মাদ্রাজের একটি সন্ন্যাসী কুম্ভক করিয়া শূন্যের উপর নিরবলম্বনে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন, এ সমস্তই অভ্যাসের কার্য্য এবং কোন কোন ব্যক্তিকে মনুষ্য হইয়া যে, পশুর ন্যায়, অথবা কখন কখন পশু অপেক্ষা অধম কার্য্য করিতে দেখা যায়, তাহাও অভ্যাসের ফল। অনেক বুদ্ধিমান্ কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তান প্রথমে হয় ত বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে কি কোন কুসঙ্গে পতিত হইয়া, একবার মদ্যপান করিয়া থাকিবেন, তখন হয় ত

তিনি তাহা কেবল আমোদ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি তিনি ক্রমাগত সেই আমোদে লিপ্ত হইয়া বারংবার তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তখন সেটী তাঁহার অভ্যাসগত হইয়া যায়। একবার অভ্যাস-গত হইয়া পড়িলে, তিনি তাহার সহস্র প্রকার দোষ দেখিতে পাইলেও এবং সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও আর সহজে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। তখন প্রভুর ন্যায় তাঁহাকে সেই অভ্যাসের সেবা করিতে হয়। তিনি দেখিতেছেন যে, সেই পানদোষে তাঁহার ধন, মান, যশ, পৌরুষ প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইতেছে,—জীবন পর্য্যন্ত সংশয়া-পন্ন হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না।

এইরূপে কত সুস্থকায় সুন্দর যুবাপুরুষ রুগ্ন, শ্রীভ্রষ্ট ও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গকে দুঃখ ও শোকসাগরে নিক্ষেপ করিতে-ছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। মনে করিলে অনেকেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যেখানে সেখানে দেখিতে পান।

পানদোষের ন্যায় মিথ্যাকথন, চৌর্য্যবৃত্তি প্রবঞ্চনা,

প্রতারণা, অসূয়া ও দ্বেষ হিংসাদি অপরাপর কুকর্ম্ম সকলও ঐ প্রকারে অনুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাসগত হয় এবং একবার অভ্যাসগত হইলে তাহা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যে সকল চোর অথবা দস্যু আত্মকৃত অপরাধের জন্য নির্ব্বাসনাদি গুরুতর দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, কিংবা যাহাদিগের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়, অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভদ্রসন্তান, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানবান; কিন্তু কোন কারণে কুকর্ম্ম তাহাদিগের অভ্যাসগত হওয়ায় অবশেষে তাহার দোষ জানিতে পারিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না এবং পরিণামে তাহার ফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। অতএব যে কার্য্য একবার অভ্যাসগত হইলে আমাদিগের ধন, মান, যশ, পৌরুষাদি এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে, কি আমোদ, কি ইচ্ছা, কি অনুরোধ কোন কারণেই একবার মাত্রও তাহার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে।

বিশেষতঃ বাল্যকালের অভ্যাস অধিকতর দুস্ত্যজ্য হয় এবং সে সময় বালকের হিতাহিতবিচার করিবার কিছুমাত্র শক্তি থাকে না। অতএব যাহাতে

যৌবনাবস্থায় সন্তানাদি কোন অসদভ্যাসের বশবর্ত্তী হইতে না পারে এবং উৎকৃষ্ট বিষয়ের অভ্যাস করে, পিতামাতা এবং গুরুজনবর্গের সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ভোজন, পান ও শয়ন পরিধানাদি বিষয়ে বালকদিগকে বিলাসী হইতে দেওয়া কদাপি উচিত নহে। যতদূর সম্ভব, তাহাদিগকে কঠোরতা অভ্যাস করান উচিত। সংসার অতি ভয়ঙ্কর স্থান, কখন কাহার ভাগ্যে কি ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে? বাল্যকাল হইতে যাহার কষ্ট সহ্য করিবার অভ্যাস থাকে, তাহার কোন কষ্টেই কষ্ট বোধ হয় না; আর বিলাসাভ্যাসী হইলে অল্প ক্লেশেই ক্লেশ বোধ হয়। বিশেষতঃ অভ্যাসের দোষ ও গুণ এক পুরুষেই শেষ হয় না, উহা বংশ পরম্পরাগত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। অতএব অভ্যাস বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য।
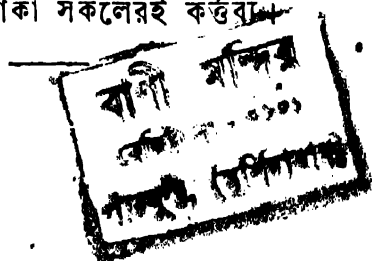
আসঙ্গ-লিপ্সা।

আমাদিগের মনে যে প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকাতে স্বজাতির সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারই নাম আসঙ্গ-লিপ্সা। প্রায় জীবমাত্রেই এই ইচ্ছার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য যেমন মনুষ্যের সহিত একত্র বাস করিয়া সুখী হয়, অনেক পশু পক্ষীও সেইরূপ স্বজাতি-সহবাসে সুখী হইয়া থাকে। বালক বালকের সহিত, যুবা যুবার সহিত এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। অনেক পশু পক্ষী আপন স্বজাতিকে পাইলে সমধিক প্রীতিলাভ করিয়া থাকে। গো সকল স্বজাতির সহিত একত্র থাকিয়া অতি সামান্য আহারেও যেমন বর্দ্ধিত হয়, একাকী কোন তৃণপূর্ণ প্রান্তরে নিরন্তর বিচরণ করিয়াও তেমন হয় না। বাজপক্ষী বাজের সহিত এবং কপোত কপোতের সহিত একত্র থাকিলে যেমন সুখী হয়, তাহাদিগকে আর কোন অবস্থাতেই তদ্রূপ সুখী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিশেষতঃ মনুষ্য জাতির মনে এই ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতেই পৃথিবীতে সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের

মনে আসঙ্গ-লিপ্সা না থাকিলে কখনই এ প্রকার সমাজের সৃষ্টি হইত না, এবং মনুষ্যজাতি কখনই সভ্যতার উন্নতি সহকারে আপনাদের অবস্থার এত দূর উন্নতিসাধন করিতে পারিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে মনুষ্যজাতি এই প্রকার সমাজবদ্ধ হইয়া বাস না করিলে, কোন রূপেই সুখে ও সচ্ছন্দে জীবন যাপন ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইত না। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়াই আমাদের আসঙ্গ-লিপ্সা এত প্রবল। এই জন্যই মনুষ্যজাতি পরস্পরের সাহায্যে চিরদিনই নিরাপদে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে।

হব্‌স্ নামক একজন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন যে, আসঙ্গলিপ্‌সা মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি নহে, মনুষ্য ক্রমে পৃথিবীর ভাব অবগত হইয়া আপন প্রয়োজন বশতঃ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং স্বার্থসাধনের উদ্দেশে স্বজাতির সহবাসে কাল্পনিক প্রীতিলাভ করিয়া থাকে; নতুবা স্বভাবতঃ মানবের স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ ও বিরাগই দেখিতে পাওয়া যায়। হব্‌স্ সাহেব স্বীয় মত সমর্থন মানসে মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বজাতি-বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত

পর্য্যন্ত প্রদান করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন, স্বজাতির প্রতি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বেষ আছে বলিয়াই অপরিচিত লোককে অপ্রিয় বোধ হয় এবং এই হেতু ক্ষুদ্র শিশু অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে ভীত হয়। তিনি আরও কহিয়াছেন যে, প্রীতিই সকল জীবকে পরস্পর সম্বদ্ধ ও সংযুক্ত করে; কিন্তু মানবজাতির মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বিদ্বেষই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রণয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং শত শত প্রকারে তাহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। স্বভাবতঃ মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে কি পর্য্যন্ত অবিশ্বাস ও অসদ্ভাব তাহা দুর্গ নির্ম্মাণ, প্রহরি-নিয়োগ প্রভৃতি প্রথাতেই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্যজাতি যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে স্বজাতির সহিত সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়, সমস্ত পুরাবৃত্ত এবং সমগ্র নরচরিত হইতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রত্যেক মনুষ্য যদি স্বার্থসাধনের উদ্দেশে পরস্পর মিলিত হইয়া সমাজবদ্ধ হইত, তাহা হইলে

কেবলমাত্র উপকার লাভ স্থলেই মনুষ্যের স্বজাতি-সঙ্গ দেখা যাইত। কিন্তু যে স্থলে কিছুমাত্র উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই, আমরা তাদৃশ স্থলেও মনুষ্যের প্রবল আসঙ্গলিপ্সা দেখিতে পাই। কেবল একমাত্র সঙ্গলাভের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য সময় বিশেষে কত জ্ঞানীকে যে কত অজ্ঞানীর নিকট যাইতে হয়, কত সাধুকে যে অসাধুর সংসর্গ করিতে হয়, কত ধনীকে যে দরিদ্রের সহবাস স্বীকার করিতে হয়, কত বৃদ্ধকে বালকের সহবাসী হইতে হয় এবং কত উচ্চ পদবিশিষ্ট মনুষ্যকে নীচ সঙ্গে মিলিত হইতে হয়, তাহার সঙ্খ্যা করা দুঃসাধ্য। যে ব্যক্তি জন্মের মধ্যে এক বিন্দু সুরা পান করে নাই, সুরা স্পর্শ করা দূরে থাকুক, মদিরার নাম শ্রবণে যাহার বিজাতীয় ঘৃণা হয়, সঙ্গাভাবে তাহাকেও কখন কখন অগত্যা প্রসিদ্ধ পানাসক্ত লোকদিগের সঙ্গে উপবেশন করিতে হয়। এইরূপ, কেবল এক আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেককে আপনার অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে নীচ ও অপ্রিয় লোকেরও সহবাস করিতে হয়। সঙ্গলাভের ইচ্ছা যে মানব জাতির কিরূপ স্বভাবসিদ্ধ এবং কীদৃশ প্রবল, তাহা নির্ব্বাসিত ও

কারাবদ্ধ বন্দীরাই বিলক্ষণ অবগত আছে। যে ব্যক্তি লোকসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কখন কোন পর্ব্বত, অরণ্য বা সাগর পরিবেষ্টিত দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, অথবা কোন কারণে রাজদ্বারে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, সঙ্গাভাব যে কি বিষম অভাব তাহা সেই জানিয়াছে। এক এক জন পথিক এক এক সময় স্বজাতির দর্শনাভাবে যে সকল কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়।

এক জন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, "আমি যদি কোন বিজন বনমধ্যে একাকী বাস করিতাম, তথাপি আমি মনের ভাব নিরোধ করিয়া রাখিতে পারিতাম না। আমি অবশ্য কোন তরু বা লতাকে আপন সহচর জ্ঞানে সম্বোধন করিয়া, মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতাম। আমি কুসুমিত লতিকাকে দর্শন করিয়া মনে করিতাম, যেন সে সহাস্যবদনে আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতেছে এবং কুসুমবিহীন অবনত লতিকাকে শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণবদন বোধ করিয়া, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইতাম। আমি কোন সুশীতল তরু-চ্ছায়ায় শয়ন করিয়া, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিতাম এবং কত বৃক্ষের আশ্রয় পাইবার জন্য তাহাদিগের উপাসনা করিতাম। আমি কোন নবপল্লবিত তরুকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বোধ করিয়া, তাহার গাত্রে আপনার নাম অঙ্কিত করিতাম এবং তাহার পত্রাদি শুষ্ক হইলে বিষণ্ণ হইতাম। ফলতঃ মনুষ্য যখন একান্ত চেষ্টা করিয়াও মনুষ্যের সঙ্গ লাভ করিতে না পারে, তখন পশু পক্ষীকেও সহচর করিয়া আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করে এবং পশ্বাদি জীব জন্তুর অভাব হইলে সে বৃক্ষলতাদি অচেতন বস্তুকেও স্নেহ করিয়া কৃতার্থ হয়।

একদা ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই, কাউণ্ট ডি লজন নামক এক ব্যক্তিকে নয় বৎসর এক তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখেন। কারাগারে কাউণ্ট একটি ঊর্ণনাভকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া কালযাপন করিতেন এবং বিবিধ প্রকারে তাহার সুখ সাধন করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। প্রহরীরা এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া, ঐ ঊর্ণনাভকে বধ করিল। ইহাতে কাউণ্ট অতীব শোকার্ত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন, "এই সামান্য কীটের মৃত্যুতে আমার পুত্রশোকের ন্যায় শোক হইয়াছে।"

এইরূপ নিঃস্বার্থ ও প্রগাঢ় আসঙ্গলিপ্সার সহস্র সহস্র উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ স্বজাতি-সহবাসের ইচ্ছা যে মনুষ্যজাতির নিতান্ত স্বভাবসিদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। করুণাকর পরমেশ্বর আমাদিগের পরম কল্যাণ সাধনের উদ্দেশেই উক্ত ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। তিনি যেমন অবয়ব-বিশেষ প্রদান করিয়া জলচর মৎস্যগণকে অক্লেশে জলে সন্তরণ করিবার উপযোগী করিয়াছেন এবং খেচর পক্ষিগণকে গগনমার্গে উড্ডীন হইবার সামর্থ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আকৃতির উপযুক্ত প্রকৃতি প্রদান করিয়া আমাদিগকেও মর্ত্ত্যলোকে বাস করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিয়াই আমরা এপর্য্যন্ত আপনাদিগের উন্নতি সাধন ও সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছি। যে জীবের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা নিতান্ত আবশ্যক, আসঙ্গ-লিপ্সা যে তাহার পক্ষে কীদৃশ উপকারী তাহা বর্ণনাতীত। মনুষ্যের মনে স্বজাতিসহবাসে স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি না থাকিলে, কেবল উপকার প্রাপ্তির আশায় কখনই এ প্রকার সমাজের সৃষ্টি হইত না, এবং মনুষ্য

এরূপ সমাজবদ্ধ না থাকিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে পৃথক পৃথক থাকিলেও কখন তাহার এ প্রকার উন্নতি হইত না। যে সমাজবন্ধন আমাদিগের নানাপ্রকার উন্নতির মূল, আসঙ্গলিপ্সাই তাহার উৎপত্তির কারণ।

কিন্তু এমন শুভকরী বৃত্তিরও অপব্যবহারে অনেকে ঘোর বিপদে পতিত হইয়া থাকে। সঙ্গ লাভ বিষয়ে আমাদের নিতান্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সঙ্গগুণে যেমন মানব জাতির অশেষবিধ উন্নতি হয়, সঙ্গদোষে সেইরূপ অসংখ্য প্রকার দুর্গতিও ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথাযথ রূপে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করে, তাহার যেমন অপরিমেয় কল্যাণ হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি উহাকে অবিহিতরূপে পরিতৃপ্ত করে, সে অসংখ্যপ্রকার বিপদে পতিত হয়। যে প্রবৃত্তি আমাদিগের অশেষবিধ সুখ, সৌভাগ্য ও সম্পদের কারণ, তদ্দ্বারা অমঙ্গল উৎপাদিত হওয়া সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। অতএব যাহাতে উক্তপ্রকার শুভকরী প্রবৃত্তি হইতে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিতে না পারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই সতত সে বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত।

অয়স্কান্ত মণি।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা চুম্বক লৌহকেই অয়স্কান্ত মণি বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইহা কতদিন পূর্ব্বে এ দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

চুম্বক দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক চুম্বক এক প্রকার লৌহ বিশেষ এবং তাহা অনেক দেশেই লৌহ খনির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে নরওয়ে দেশে এবং এল্বা দ্বীপ ও ভারতবর্ষের লৌহখনির মধ্যেই উৎকৃষ্ট চুম্বক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ চুম্বক ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন। পূর্ব্বে বহু পরিশ্রমে খনির মধ্য হইতে ঐ স্বাভাবিক চুম্বক উত্তোলন করিতে হইত, কিন্তু যদবধি কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি কাহাকেও আর উহার জন্য সে প্রকার পরিশ্রম করিতে হয় না। এক্ষণে রাশি রাশি কৃত্রিম চুম্বকের দ্বারা সকলের সর্ব্ব প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কেহ কেহ দুই এক খণ্ড স্বাভাবিক চুম্বক রাখে।

কৃত্রিম চুম্বক কাহাকে বলে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইবে। চুম্বকের যে কয়েকটী গুণ আছে, প্রথমে এক এক করিয়া তৎসমুদায়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

আকর্ষণ।—চুম্বক, লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুকে আকর্ষণ করে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লৌহকেই অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বক এবং লৌহ এই উভয় পদার্থের মধ্যে অপর কোন বস্তু ব্যবধান থাকিলেও চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে।

যদি একখণ্ড কাগজের উপর একটি লৌহময় সূচী রক্ষা করিয়া সেই কাগজের নীচে চুম্বক ধরা যায়, তবে তখনই দৃষ্ট হইবে যে, যে দিকে সেই চুম্বককে লইয়া যাওয়া যায়, কাগজের উপরিস্থিত সূচীও অমনি সেই দিকে গমন করিতে থাকে। এইরূপ কাচাদি অন্যান্য পদার্থ ব্যবধান থাকিলেও চুম্বকের আকর্ষণের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। চুম্বক ও লৌহের মধ্যে যে কোন পদার্থ ব্যবধান থাকুক, চুম্বক লৌহকে যথা নিয়মে আকর্ষণ করিবেই করিবে।

চুম্বকের এই আকর্ষণ শক্তির সাহায্যে পূর্ব্ব-কালে অনেকে অনেক প্রকার কুহকময় ক্রীড়া দ্বারা

জনসাধারণকে বিস্ময়াপন্ন ও বিমোহিত করিত। অনেকে একটি ক্ষুদ্র মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তদ্দ্বারা যথানিয়মে বর্ণযোজনাপূর্ব্বক ব্যক্তি বিশেষের নাম লেখাইয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিত। ঐ কৃত্রিম মনুষ্যের হস্তে একটি লৌহ-নির্ম্মিত লেখনী থাকিত। যে কাষ্ঠফলকে নাম লিখিতে হইবেক, তাহার নিম্নে কোন ব্যক্তি গুপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিত এবং তথা হইতে সে ব্যক্তি চুম্বকের সঞ্চালন দ্বারা সেই কাষ্ঠফলকের নিম্নভাগে প্রয়োজনমত বর্ণ বিন্যাস করিলে ঐ পুত্তলিকাও করস্থিত লেখনী সঞ্চালনে কাষ্ঠফলকের উপরিভাগে লেখন কার্য্য সমাধা করিত।

কেহবা কোন কৃত্রিম মৎস্যের মুখমধ্যে একখণ্ড চুম্বক নিবিষ্ট করিয়া তাহাকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিত। পরে সেই জলে কোন আমিষমুখ লৌহ বড়িশ মগ্ন করিলে, সহজেই আকর্ষণ শক্তি সহকারে সেই মৎস্য-মুখ-মধ্যস্থিত চুম্বক ও আমিষযুক্ত লৌহ-বড়িশ উভয়ে একত্র সংযুক্ত হইত এবং তাহা দেখিয়া সামান্য লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত। পূর্ব্বকালে লোকে এইরূপে চুম্বক দ্বারা নানাপ্রকার

ক্রীড়া ও কৌতুক প্রদর্শন করিয়া কাল হরণ করিত। কিন্তু তদ্দারা কেবলমাত্র তাহাদিগের আমোদই সম্পন্ন হইত; অন্য কোন বিশেষ উপকার দর্শিত না। এক্ষণে তাড়িতপ্রক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত করিয়া, তাহার সহায়তায় বণিকেরা জাহাজ হইতে পেকেকলে ভারী ভারী লোহার দ্রব্য তুলিয়া থাকে এবং অপরাপর শিল্পকরেরাও সোণা রূপার গিল্‌টির কার্য্যাদি করিয়া থাকে। দিল্লীতে যে শূন্যে সিংহাসন থাকিবার প্রবাদ আছে, তাহাও বোধ হয় এই চুম্বকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবেক।

কত পরিমাণের চুম্বক কতদূর হইতে কত বৃহৎ লৌহাদি পদার্থকে আকর্ষণ করিতে পারে, পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। মুসে ব্রোক সাহেব দেখিয়াছেন, যে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণের চুম্বক এক অঙ্গুলি পরিমিত দূর হইতে ১৮ রতি এবং ছয় অঙ্গুলি দূর হইতে ৩ রতি মাত্র লৌহ আকর্ষণ করিতে পারে। ইহাতে তিনি স্থির করিয়াছেন যে, লৌহ চুম্বকের নিকট হইতে যত অধিক দূরে অবস্থিতি করে, চুম্বক তাহাকে তত অল্প বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যতটুকু চুম্বক

এক অঙ্গুলি দূরস্থিত যতটুকু লৌহখণ্ডকে যে বলে আকর্ষণ করে, দুই অঙ্গুলি দূরে তাহার অর্দ্ধেক বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং তিন অঙ্গুলি দূরে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে ইত্যাদি। ইচ্ছা হইলে মুসে ব্রোক সাহেবের এই পরীক্ষা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে পারেন।

শক্তি-সঞ্চালন।—স্বাভাবিক চুম্বকসহযোগে লৌহ চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপে প্রস্তুত করা চুম্বককে কৃত্রিম চুম্বক কহে। কৃত্রিম চুম্বকের গুণের সহিত স্বাভাবিক চুম্বকের গুণের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। যে লৌহ অধিক কঠিন নহে, তাহাতেই শীঘ্র চুম্বকের গুণ সংক্রমিত হইয়া থাকে কিন্তু এই গুণ অল্পদিনেই অন্তর্হিত হয়।

লৌহকে চুম্বকে পরিবর্ত্তিত করিবার কৌশল।—এক খণ্ড চুম্বক লইয়া সূচী, ছুরিকা, কর্ত্তরিকা প্রভৃতি কোন প্রকার লৌহময় পদার্থে কিঞ্চিৎ কাল ঘর্ষণ করিলেই ঐ সূচী প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ চুম্বকের ন্যায় অপর লৌহকে আকর্ষণ করে।

স্বাভাবিক চুম্বকের ঘর্ষণ ভিন্ন অন্য প্রকারেও লৌহকে চুম্বক করা যাইতে পারে। কোন লৌহদণ্ড

সুদীর্ঘ কাল ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত থাকিলে চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই হেতু অতি প্রাচীন গবাক্ষ দ্বারের লৌহ দণ্ডাদিতে কখন কখন চুম্বকের গুণ দৃষ্ট হয়। উক্তবিধ লৌহদণ্ডে কোন সূচী ঘর্ষণ করিলে, সে সূচীও চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি অন্য প্রকার লৌহ শলাকা সুদীর্ঘ কাল ঐরূপ প্রতিনিয়ত ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত থাকে, তবে তাহাও চুম্বক হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বদা সমধিক উত্তাপ লাগিলে আর তাহা চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয় না। যদি উষ্ণ লৌহকে জলে মগ্ন করিয়া শীতল করা যায়, আর তাহা সরলভাবে অবস্থিত থাকে, তবে কখন কখন তাহাতেও চুম্বকের ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদ্যুতিক পদার্থ দ্বারা লৌহ অতি সহজেই চুম্বকের গুণ ধারণ করে। কোন লৌহদণ্ডে বজ্রাঘাত হইলে পর তাহাতে চুম্বকের ধর্ম্ম উপস্থিত হয়।

চুম্বক এবং লৌহ এ উভয় পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কোন তুলাদণ্ডের একদিকে লৌহখণ্ড রাখিয়া অপর দিকে তত্তুল্যপরিমাণ অন্য পদার্থ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার নিম্নে চুম্বক ধারণ

করিলে যেমন সেই লৌহের দিক অবনত হয়, সেইরূপ উক্ত তুলাদণ্ডের এক দিকে চুম্বক স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নদেশে লৌহ ধারণ করিলে সেই চুম্বকের দিক অবনত হয়। রজ্জুতে চুম্বক লম্বমান করিয়া তাহার নিকট লৌহ আনিলে সেই লৌহ ঐ চুম্বককে আকর্ষণ করিবেক, এবং চুম্বক ও লৌহ উভয়কে উভয় রজ্জুতে লম্বিত করিয়া নিকটবর্ত্তী করিলে, উভয়েই উভয়ের আকর্ষণে মধ্যস্থলে আসিয়া একত্র হইবে। ফলতঃ বৃহৎ চুম্বক ক্ষুদ্র লৌহকে টানিয়া আনে এবং বৃহৎ লৌহ ক্ষুদ্র চুম্বককে টানিয়া আনে।

চুম্বককে অগ্নিতে অত্যন্ত উষ্ণ করিলে তাহার আর আকর্ষণাদি কোন গুণই থাকে না।

দিগ্দর্শন।—চুম্বক শলাকার এক প্রান্ত স্বভাবতঃ উত্তরাভিমুখে ও অন্য প্রান্ত দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করে, কদাপি অন্য কোন দিকে থাকে না। জোর করিয়া ফিরাইয়া দিলেও ক্রমে ক্রমে আবার উহা উত্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া থাকে। শলাকার যে দিক নিরন্তর উত্তরাভিমুখে অবস্থিতি করে, তাহাকে চুম্বকের উত্তর মুখ কহে, এবং অপরদিকের নাম

দক্ষিণ মুখ। এই উত্তর মুখ কদাপি দক্ষিণাভিমুখ হয় না এবং দক্ষিণমুখও কখন উত্তরাভিমুখ হয় না, ঐ উভয় মুখ অনবরত যথাস্থানে অবস্থিতি করে।

চুম্বকের যত গুণ আছে, তন্মধ্যে এই দিগদর্শন গুণ থাকাতে সংসারের অশেষ উপকার দর্শিতেছে। ইহার এই গুণ থাকাতে মনুষ্য জাতির যে কি পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না।

অনেকে স্থির করিয়াছেন, প্রথমে চীনদেশে চুম্বকের এই দিগদর্শন গুণ আবিষ্কৃত হয়। অন্যূন ২৯০০ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশীয় লোকে চুম্বকের ঐ অসাধারণ গুণ অবগত ছিল। মার্কোপোলো নামক এক ব্যক্তি চীনদেশ ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াই চুম্বকের ঐ শক্তি প্রকাশ করেন।

চুম্বকের এই দিগদর্শন গুণ কৃত্রিম চুম্বকেও দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহময় সূচীর উপর চুম্বক ঘর্ষণ করিয়া তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহার এক প্রান্ত উত্তর আর এক প্রান্ত দক্ষিণাভিমুখ হয়। কতকগুলি ঐরূপ সূচী চুম্বকে ঘর্ষণ করিয়া

প্রত্যেককে এক এক খণ্ড শোলার মধ্যে বিদ্ধ করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেও সমস্ত সূচী উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অবস্থিতি করে।

সমুদ্র মধ্যে দৈবাৎ জাহাজের কম্পাস নষ্ট হইলে ঐরূপ সূচী দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় হইয়া থাকে।

যদি একখণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মুখ এবং অপর খণ্ডের উত্তর মুখ সংলগ্ন করা যায়, তবে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে। কিন্তু উত্তর মুখে উত্তর মুখ অথবা দক্ষিণ মুখে দক্ষিণ মুখ একত্র সংযুক্ত হইলে, আকর্ষণের পরিবর্ত্তে উভয়েই উভয়কে দূরে নিক্ষেপ করে। এই পরীক্ষা দ্বারা অনেক সময় দিগদর্শন শলাকার উত্তর দক্ষিণ মুখের নির্ণয় হয়।

চারি পাঁচটা সূচীকে চুম্বকে ঘর্ষণ করিয়া পরস্পর উত্তর দক্ষিণ মুখে সংযুক্ত করিয়া রজ্জুর মত ঝুলান যায়।

চুম্বকের উভয় প্রান্তভাগ ব্যতীত, মধ্যদেশে কোন আকর্ষণ শক্তি দৃষ্ট হয় না। কোন কাগজের উপর যদি কতকগুলি লৌহচূর্ণ বিস্তৃত করিয়া তাহার নীচে চুম্বক ধরা যায়, তবে লৌহচূর্ণ ক্রমে বিভক্ত হইয়া ঐ চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকে গিয়া

রাশীকৃত হইতে থাকে। মধ্য স্থানে কিছুমাত্র থাকে না।

চুম্বক যদি অতি দীর্ঘকাল অধিক অপরিষ্কৃত লৌহের নিকট থাকে, তবে তাহার দ্বারা দিঙ্‌নিরূপণ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না; কখন কখন উহা এক কালে পূর্ব্বোক্ত শক্তি বিহীন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দিগ্দর্শন শলাকার উভয় প্রান্তভাগ নিরন্তরই উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। ভূমিকম্পের সময় দিগ্দর্শন শলাকার উভয় প্রান্ত ঠিক উত্তর দক্ষিণাভিমুখে না থাকিয়া একটু এদিক ওদিক হেলিয়া পড়ে। এই ব্যতিক্রম ঘটনা প্রথমতঃ কলম্বস সাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে যাত্রায় আমেরিকা আবিষ্কার করেন, সেই যাত্রায় তাঁহার জাহাজের কম্পাসের এই ব্যতিক্রমদশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহাতে দিঙ্‌নির্ণয় কার্য্যের কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। প্রত্যহ মধ্যাহ্ন কালেই কম্পাসের এই রূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

সর্ব্বত্র এক প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না; কোন

কোন স্থানে শলাকার উত্তর মুখ কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে বক্র হয়, কখন বা পূর্ব্বদিকেও কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকে; কোন্ কারণ বশতঃ যে চুম্বকের কোন্ কার্য্য ঘটিয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই, কালক্রমে এসকল বিষয়ের তথ্য নিরূপিত হইবে।

উপকার।

"নোপকারাৎ পরোধর্ম্মঃ।

যে দেশীয় লোকের বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত হইয়াছে এবং যে দেশের লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই পরোপকার সাধনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগদীশ্বর মনুষ্যমাত্রেরই মনোভূমিতে উক্ত পরম ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে মনুষ্য মাত্রেই উহার ফল লাভে সমর্থ হইতে পারেন। কেবল যে ধনবান ব্যক্তি নির্ধনের উপকার করিতে পারেন, বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপকার সাধন করিতে পারেন, এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞানের

উপকার করিতে পারেন এমন নহে। সকল প্রকার লোকই স্বীয় স্বীয় শক্তি ও অবস্থানুসারে অন্যের উপকার করিতে সমর্থ। ধনী যেমন স্বীয় ধনদ্বারা নির্ধন ব্যক্তির দারিদ্র-দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ নির্ধন ব্যক্তিও কখন কখন আপন বুদ্ধি-কৌশল ও কায়িক বলদ্বারা ধনবানের অন্যবিধ ক্লেশ বিদূরিত করিতে পারে। এইরূপ মনুষ্য জাতির মধ্যে পরস্পর সকলেই সকলের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয় এবং এই প্রকার পরস্পর উপকার সাধন দ্বারাই সমস্ত লৌকিক ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জগদীশ্বর মানব জাতির অশেষবিধ কল্যাণ সাধনোদ্দেশেই তাহাদিগের মনে পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, পরমেশ্বর যে উদ্দেশ্যে মনুষ্য-জাতিকে উক্ত প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কখন কখন অতি সামান্য কারণে তাহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না সুতরাং তাহার সম্ভাবিত ফলও ফলিতে পায় না। অতএব যাহাতে উল্লিখিত পরোপকার সাধন রূপ পরম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারে, তৎপ্রতি

দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত ধর্ম্ম সাধনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আপাততঃ আমাদিগের এইরূপ বোধ হয়, যে কোন ব্যক্তির দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিতে পারিলেই তাহার উপকার করা হয়; কিন্তু কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন দ্বারাই যে সর্ব্বদা লোকের প্রকৃত উপকার সাধন করা যায় তাহা নহে, প্রত্যুত উহা দ্বারা সময়ে সময়ে অনেকের অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রবৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং যাহার যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হয়, তাহাকে তখন সেই বিষয়ে আনুকূল্য করিলে, তাহার সুখোৎপত্তি হয় এবং সে আপনাকে উপকৃত মনে করে। বিদ্যা শিক্ষা যাহার মুখ্য প্রয়োজন, তাহাকে বিদ্যাবিষয়ক কোন উপদেশ প্রদান করিলে, সে যেমন উপকৃত মনে করে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও সেইরূপ আপন অভিলষিত বিষয়ে সহায়তা পাইলে উপকৃত হয়; কিন্তু কেবলমাত্র এইরূপ প্রয়োজন সাধন ও অপ্রতুল মোচন দ্বারা লোকের উপকার সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কুপথগামী অসৎপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের বাঞ্ছিত বিষয়ে

আনুকূল্য করিলে, তাহাদিগের উপকার হইবার পরিবর্ত্তে বিশিষ্টরূপ অপকারই ঘটিয়া থাকে।

প্রায়ই দেখা যায়, অনেক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি অর্থাভাবে অভিপ্রেত সাধনে অসমর্থ হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে; অনেক কোপনস্বভাব ব্যক্তি সামান্য কারণে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্যাতন করিতে না পারিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়া থাকে; এবং কোন পরদ্রোহী দুরাত্মা পরের অনিষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া মর্ম্মান্তিক কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তৎকালে তাহাদিগের মন যে বিষম যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে থাকে, তাহাদিগের কার্য্য দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোপনস্বভাব দুরাচার ইচ্ছামত বৈর-নির্যাতন করিতে না পাইয়া মনস্তাপে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। লোভী আপনার অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে এবং ঐ প্রকার অপরাপর কুক্রিয়াসক্ত জনগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া সহস্র প্রকার বাহ্য লক্ষণ দ্বারা আন্তরিক বেদনা ব্যক্ত করে। কিন্তু ঐ সমস্ত দুরাচারগণের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অর্থ সামর্থ্যাদির

দ্বারা তাহা দূর করিলে উহাদিগের উপকারের পরিবর্ত্তে অশেষ প্রকার অপকারই ঘটিয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন দ্বারা লোকের হিতসাধিত হয় না, বরং কখন কখন কিঞ্চিৎ ক্লেশ প্রদান করিয়াও লোকের উপকার করিতে হয়। কুকর্ম্মী লোকদিগকে দণ্ড প্রদান করিলে আপাততঃ তাহাদিগের কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু সেই দণ্ডই তাহাদিগের মহোপকারের কারণ। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, দুরাচার ও পাপপরায়ণ জনগণ কুক্রিয়ানুষ্ঠানে যতই নিবারিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করে, ততই তাহাদিগের কুপ্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়। কোন চিকিৎসক যখন কোন রোগ শান্তির উদ্দেশে কাহাকেও কটু তিক্ত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করেন, অথবা তাহার কোন বিকৃত অঙ্গ ছেদন করেন, তখন সেই রোগী যে বিলক্ষণ যন্ত্রণা বোধ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা না করিলে কোন ক্রমেই তাহার রোগ শান্তি হইতে পারে না। পরম করুণাকর পরমেশ্বরও আমাদিগকে অনেক সময় দুঃখ প্রদান

করিয়া আমাদিগের অশেষবিধ উপকার সাধন করেন। আমরা যখন তাঁহার কোন নিয়মের অন্যথাচরণ করি, তখন তন্নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু সেই যন্ত্রণা ভোগ করাতেই আমাদিগের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা তাঁহার যে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হই, সে নিয়ম পালন জন্য সর্ব্বদা বিশিষ্টরূপ সতর্ক হইয়া থাকি, এবং তাহার ফলে পরিণামে আর আমাদিগকে প্রায় তাদৃশ নিয়ম ভঙ্গ-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব আমাদিগের চিরকল্যাণের উদ্দেশে যদি কেহ আমাদিগকে ক্ষণিক ক্লেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে ক্লেশদাতা অপকারী না মনে করিয়া পরমোপকারী বন্ধু বলিয়া স্বীকার করাই উচিত। চিরকল্যাণ সাধনই যথার্থ উপকার সাধন। ক্ষণিক সুখ সাধনের জন্য যাহাতে মনুষ্যের নিত্য মঙ্গলের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, উপচিকীর্ষু ব্যক্তির সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

উপকার সাধন স্থলে আর একটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। পরোপকার সাধনার্থ জগৎ-পিতা পরমেশ্বর আমাদিগের মনে যে স্বাভাবিক

ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল উপকারের মূল। সেই নিরপেক্ষ ও নিরবলম্ব সাধু ইচ্ছা হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাই যথার্থ উপকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এবং সেই উপকারই বিশিষ্ট রূপে গৌরবান্বিত। আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, যাহার মনে বিশুদ্ধ হিতসাধনেচ্ছা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতে থাকে, সেই মহানুভব ব্যক্তি যদি কার্য্যদ্বারা অতি অল্পমাত্র উপকারও করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি আমাদের পরমোপকারী বলিয়া সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার পাত্ররূপে বরণীয় হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির মনে তাদৃশী ইচ্ছার কিছুমাত্র সদ্ভাব নাই, অকস্মাৎ তাহার দ্বারা উপকৃত হইলেও আমাদের মনে তাহার প্রতি তাদৃশ কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। কোন ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রকে অন্ন প্রদান করিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন দয়ালু ব্যক্তির হস্ত পদাদি কোন অঙ্গ দ্বারা উক্ত দরিদ্রের দেহে আঘাত লাগে, তাহা হইলে সেই অন্নদাতাকে কদাপি ঐ ক্ষুধিতের অপকারী বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে; সেইরূপ কোন দস্যু অস্ত্রাঘাতে কাহারও প্রাণ বধ করিতে উদ্যত

হইলে, যদি অকস্মাৎ সেই অস্ত্রাঘাতে ঐ ব্যক্তির শরীরস্থ কোন সাংঘাতিক রোগের শান্তি হয়, তাহা হইলে সে দস্যুকে কখন উক্ত ব্যক্তির উপকারী বলিতে পারা যায় না। অতএব শুভসাধনের ইচ্ছাই যে উপকারের প্রাণস্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছা ব্যতিরেকে যেমন উপকারের গৌরব রক্ষিত হয় না, সেইরূপ উপকার সাধন বিষয়ে অপর কোন অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলেও সে উপকারের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। ধনী লোকের প্রসন্নতা লাভের জন্য যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার কোন সন্তোষজনক কার্য্য করে, তাহা হইলে সে ধনী কখন তাহাকে আপন উপকারী বলিয়া মনে করে না; বরং সে তাহাকে প্রত্যাশাপন্ন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া নীচ দৃষ্টিতেই দেখে এবং কোন প্রবঞ্চক যদি প্রচুর অর্থ লাভের প্রত্যাশায় কোন ক্ষুধার্ত্ত পথিককে আপন গৃহে আনিয়া অন্নপানাদি দিয়া তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে, তাহা হইলে ঐ অর্থলোভী প্রবঞ্চককে পথিকের উপকারী বলিতে পারা যায় না। উদার-স্বভাব দয়াবান লোক পরোপকার করিয়া যে অপার

আনন্দ লাভ করেন, তাহাই তাঁহারা পরমলাভ মনে করেন। অপবিত্র স্বার্থপরতার সংযোগে পবিত্র পরোপকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া থাকে।

আমরা ঈশ্বর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ হইতে সর্ব্বদা নিষ্কাম ধর্ম্ম ও নিঃস্বার্থ উপকার সাধনের উপদেশ পাইতে পারি। তাঁহার সূর্য্য প্রতিদিন যথানিয়মে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল আলোক মালায় পৃথিবীর অন্ধকার রাশি বিদূরিত করিতেছে, বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া সকল জীবকে প্রাণ দান করিতেছে এবং তাঁহার সৃষ্ট তরুসমূহ প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণে তাপিত হইয়াও ছায়া দানে আশ্রিত জনগণকে শীতল করিতেছে এবং ফলপুষ্পাদি প্রসব করিয়া অসংখ্য জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব আমরাও তাঁহার সৃষ্ট জীব হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তানুসারেই পরোপকার সাধন করিব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, যৎসামান্য অর্থব্যয় করিলে, মনুষ্যের যাদৃশ উপকার হয়, বিবেচনা না করিয়া প্রচুর অর্থব্যয় করিলেও তাদৃশ ফল দর্শে না। যেখানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না,

তথায় কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিলে তাহার যে প্রকার উপকার বোধ হয়, তাহাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাদান করিলেও তাহার তাদৃশ উপকার বোধ হয় না। শীতার্ত্ত ব্যক্তি প্রচুর সুখাদ্য উপাদেয় দ্রব্য প্রাপ্তির অপেক্ষা শীত নিবারণোপযোগী সামান্য স্থূল বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই অধিক লাভ মনে করে।

যে প্রকারে অর্থব্যয় করিলে দুঃখী লোকের দুঃখ এককালে বিদূরিত হইতে পারে, উপকারী ব্যক্তির সেই রূপেই অর্থ ব্যয় করিয়া পরোপকার সাধন করা উচিত। মানবজাতির মহৎ কল্যাণ সাধনোদ্দেশেই জগদীশ্বর তাহাদিগকে পরোপকার করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই জগৎপিতা পরমেশ্বরের পরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের কর্ম্ম করা উচিত। উপকার করিতে যেন কদাপি মনুষ্যের অপকার না ঘটে; কোন আশু সুখের জন্য যেন কখন কোন লোকের নিত্য কল্যাণের প্রতি বাধা না জন্মে, যেন পরোপকার সাধন রূপ পরম ধর্ম্মের সহিত কদাপি কোন স্বার্থপরতা সংযুক্ত হইয়া তাহার গৌরব নষ্ট না করে এবং কটু ও কর্কশ

বাক্য অথবা শুষ্ক ও বিরস ভাব দ্বারা যেন কখন সুধাসম উপকারের মধুরতা নষ্ট না হয়। উপকার সাধন স্থলে এইরূপ কতিপয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া উপকার করিলে উপকারের গৌরব বৃদ্ধি হয়, অথচ মনুষ্যেরও উপকার সাধন বিফল হয় না, তাহার ফল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হয়। যথার্থরূপে উপকার করিলেই উপকৃত ব্যক্তির হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা আপনাআপনি উত্থিত হইয়া উপকারী ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে। তদ্ভিন্ন করুণাকর জগদীশ্বর উপকার সাধন রূপ অপূর্ব্ব তরুতে আত্মপ্রসাদ রূপ যে এক সুধাময় ফল প্রদান করিয়াছেন, তাহার তুল্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঐ উপকার রূপ সুধাতরু রোপণ করে, সে তাঁহার প্রসাদে অবশ্যই সেই অমৃত বিটপীর ফল ভোগ করে।

ভূমিকম্প।

যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত গন্ধক কি সোরার বাষ্প কোন কারণবশতঃ প্রজ্বলিত হইয়া নির্গত হইবার পথ প্রাপ্ত না হয়, তখন ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। উল্লিখিত গন্ধকাদির বাষ্প বিকৃত ও উত্তপ্ত হইয়া আপনা হইতেই প্রজ্বলিত হইতে পারে, অথবা যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ শূন্যময় স্থানে কোন পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে ক্রমাগত প্রস্তরখণ্ড সকল স্খলিত হইয়া পড়িবার সময় তাহারা পরস্পর ঘৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও উক্ত প্রকার বাষ্প জ্বলিয়া উঠে। ভূগর্ভ মধ্যে উল্লিখিত প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইলে, উক্ত অগ্নি নির্গত হইবার জন্য চতুর্দ্দিকে পথ অন্বেষণ করিতে থাকে এবং কোন দিকে পথ প্রাপ্ত না হইলে উহা সেই স্থানের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়. এবং তদ্দ্বারা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত অগ্ন্যুৎপাদক দ্রব্যাদির পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি না হইয়া তদুপরিস্থিত ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশে অগ্নির উৎপত্তি হইলে তথাকার বায়ু সমধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সে স্থানে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া নির্গমন করিবার পথ অন্বেষণ করাতেও কখন কখন ভূকম্পের উৎপত্তি হয়।

যে সকল দাহ্য পদার্থ আপনার তেজে বিদীর্ণ হইতে পারে, তাহাদিগের দহন ক্রিয়া দ্বারা সমধিক বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং উক্ত বাষ্পাদি সহজেই বিস্তৃত হইতে থাকে। ঐ বাষ্পীয় পদার্থ কোন পর্ব্বত গহ্বর প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইলে, নির্গত হইবার জন্য বিলক্ষণ তেজ প্রকাশ করে এবং তাহা ঊর্দ্ধাভিমুখ না হইয়া পৃথিবীর স্তরে স্তরে শূন্য স্থান দিয়া গমন করিতে থাকে। যে যে স্থান দিয়া ঐ বাষ্পাদি গমন করে সেই সেই স্থানে ভূমিকম্প হয়।

উল্লিখিত বাষ্পাদির পরিমাণ যত অধিক হয় এবং উহা উদ্গত হইবার সময় যে পরিমাণে বাধা পায়, সেই পরিমাণে ভূমিকম্পেরও তেজ বৃদ্ধি হয়। উক্ত প্রকার বাষ্পাদি যতক্ষণ শীতল না হয় অথবা সমধিক রূপে বিস্তৃত হইয়া এককালে নিস্তেজ না হয়,

ততক্ষণ তদ্দ্বারা ভূমিকম্প হইতে থাকে। এক্ষণে ইহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, জল এবং অগ্নির তেজেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি সততই অগ্নি উদ্গিরণ করে এবং যাহা হইতে সর্ব্বদাই ভূতল-নিহিত গন্ধকাদি ধাতু দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই সমস্ত পর্ব্বতের অভ্যন্তরে সমধিক বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং সেই সমস্ত পর্ব্বত-সন্নিহিত স্থানেই সতত ভূকম্প হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প একই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূমিকম্প দ্বারা যে অবনীমণ্ডলে কত কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে এবং উহা দ্বারা যে পৃথিবীর কত স্থানের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সংখ্যা করা অসাধ্য। উহা দ্বারা কত উৎকৃষ্ট নগর রসাতলগ্রস্ত হইয়াছে, কত দূরপ্রসারিত নিবিড়ারণ্য তৃণশূন্য মরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কত গভীর খাতাদি উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে পরিণত হইয়াছে, এবং কত উচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশ গভীর সাগরতলে গমন করিয়াছে। উহা দ্বারা কত প্রশস্ত স্রোতস্বতী শুষ্ক হইয়াছে এবং জলশূন্য উন্নত

ভূমি স্রোতস্বতী রূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত ও ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ দ্বারা ভূকম্প সংক্রান্ত যে সমস্ত অসাধারণ ঘটনার বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহা অতিশয় অদ্ভুত।

ভূমিকম্প কখন কখন অতি সামান্য মাত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াই বিলীন হইয়া যায়, আবার কোন কোন সময় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক এককালে বহুতর গ্রাম, নগর, দ্বীপ ও উপদ্বীপ কম্পিত করিয়া থাকে। কখন কখন উহার প্রভাবে পৃথিবীর এক একটি প্রকাণ্ড ভূখণ্ড আন্দোলিত হইয়া উঠে এবং শত শত যোজন দূরবর্ত্তী নগর ও গ্রামের গৃহ, প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতি ধরাশায়ী হয়।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ঘোরতর ভূমিকম্পের প্রভাবে পোর্টুগালের রাজধানী সুবিখ্যাত লিস্‌বন নগর উৎসন্ন হয়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখকেরা তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত ইমানিউএল কেণ্ট সাহেব উহার সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা ইউরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী সুইডেন্ নামক দেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল এবং

বল্‌টীক সাগরের নিকটবর্ত্তী কোন কোন প্রশস্ত জলাশয়ের জলও আন্দোলিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রায় সহস্র যোজন স্থান ব্যাপিয়া উহার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। উল্লিখিত ভূমিকম্প অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, উহা পাঁচ মিনিট মাত্র ছিল, তাহাতেই অসংখ্য অট্টালিকা ধরাশায়ী হয় এবং উহার প্রভাবে টপ্‌লিজ্‌ নামক স্থানের উষ্ণপ্রস্রবণ এককালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং কত কত দূরস্থ নদীর স্রোত রুদ্ধ হয়। উহার অদ্ভুত শক্তিতে কেডিজ নামক স্থানে সাগরের জল উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল এবং মসী বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ফলতঃ লিস্‌বন নগরের ভূমিকম্প দ্বারা যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং একটি ভজনালয় (গির্জা) ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ১৬২ বার ভূমিকম্প হয়। কিন্তু ১৮৯৭খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে বঙ্গদেশ ও আসাম প্রভৃতি প্রদেশে যে ভীষণ ভূকম্পন হইয়াছিল, তাহার

ন্যায় ভয়ানক ও বিপজ্জনক ঘটনা বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যে ভারতের কোন স্থানেই সংঘটিত হয় নাই। আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও ব্রহ্মপুত্র নদের সন্নিহিত স্থানেই উহার ভীষণ বিক্রম প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থান বিশেষে ভূপৃষ্ঠের অবস্থা এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, তাহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহার প্রচণ্ড প্রভাবে বহুলোকের প্রাণ ও যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে। সুদৃঢ় রাজপ্রাসাদ ও সুবৃহৎ অট্টালিকা হইতে দীন দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ হইয়াছে। কোন স্থানে কোন গ্রাম বিনষ্ট হইয়াছে, কোথায় উর্ব্বর ক্ষেত্র বালুকাপূর্ণ হইয়া শস্যোৎপাদনের অযোগ্য হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ অনেক স্থানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তটভূমির ন্যায় উচ্চতা প্রাপ্ত হওয়ায় বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হইয়াছে। নাটোরের প্রসিদ্ধ দেবীমন্দির ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে ভূভাগ ফাটিয়া বিশাল খাতের উৎপত্তি হইয়াছে। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যদিও উহার তাদৃশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই, তথাপি যতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে অদ্যাপি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

ভূমিকম্প নানা দেশে, নানা সময়ে, নানা প্রকার গতিতে আবির্ভূত হয়। কোন কোন ভূমিকম্পের গতি মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কোন কোন ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবীস্থ মৃত্তিকা চক্রাকারে বিঘূর্ণিত হয়। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, কোন কোন ভূমিকম্প প্রথমতঃ যেস্থান হইতে উদ্ভূত হয়, উহা তৎসন্নিহিত ও সম্মুখবর্ত্তী স্থান অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে সমধিক প্রভাব প্রকাশ করে। ভূমিকম্পের এইরূপ অদ্ভুত গতির কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পূর্ব্বকালীন লোকেরা কোন কোন স্থানকে ভূমিকম্প-শূন্য দৈবস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভূমিকম্পের চক্রাকার গতি অতি অসাধারণ ব্যাপার, এবং উহা দ্বারা অতি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রকার গতি দ্বারা গৃহাদির ভিত্তি পতিত না হইয়া সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকারে জড়িত হইতে দেখা গিয়াছে, এবং সরল বৃক্ষশ্রেণী সকল চক্রাকারে পরিণত হইয়াছে। উহা দ্বারা এক ক্ষেত্রের বৃক্ষাদি ক্ষেত্রান্তরে উপনীত হইয়াছে এবং এক ভূমির মৃত্তিকা অন্য ভূমিতে চালিত হইয়াছে।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাইওবাম্বা নামক স্থানে যে

ভূমিকম্প হইয়াছিল তদ্দ্বারা তৃণ শূন্য প্রান্তর সকল নানা প্রকার বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূরিত হয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হম্‌বোল্ট সাহেব বলেন যে, যৎকালে তিনি উল্লিখিত রাইওবাম্বা নগরের প্রতিরূপ প্রস্তুত করেন, তৎকালে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভূকম্প দ্বারা এক স্থানের দ্রব্য স্থানান্তরে উপনীত হইবার এক চমৎকার উপাখ্যান বর্ণন করে। উক্ত নগরের মধ্যে কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ভূগর্ভে এক ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে অপর এক ভবনের বহুবিধ গৃহসজ্জাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত গৃহ-সজ্জাদি লইয়া দুই ব্যক্তিতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করণার্থে উভয় গৃহস্বামী বিচারপতির নিকট অভিযোগ করেন। ভূমিকম্প দ্বারা যে এক স্থানের বস্তু স্থানান্তরে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার এ প্রকার অদ্ভুত উদাহরণ অতি বিরল।

ভূতত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হম্‌বোল্ট সাহেব লিখিয়া-ছেন যে, যখন ঘোরতর ভূকম্প দ্বারা পৃথিবীরস্তর সকল আন্দোলিত ও স্থানান্তরিত হইয়া এক স্তর হইতে অন্যস্তরে প্রবেশ করে, তখনই এক স্থানের

বস্তু স্থানান্তরে উপনীত হইতে পারে। উল্লিখিত রাইওবাম্বা নগরের যে স্থানে এক ভবনের মধ্যে ভবনান্তরের দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, উক্ত স্থানের শ্লথ মৃত্তিকা সকল ভূমিকম্প দ্বারা জল প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বারংবার উপর্য্যধোভাবে পরিচালিত হওয়ায় উক্ত প্রকার অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

কখন কখন ভুমিকম্পের পূর্ব্বে এবং পরে অথবা সমকালে এক প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। উক্ত শব্দও ভুগর্ভস্থ বায়ু অথবা বাস্পাদি হইতে উৎপন্ন হয়। যে সময় পূর্ব্বোক্ত বাস্পাদি প্রবল বেগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখন যে কেবল তদুপরিস্থিত মৃত্তিকাই কম্পিত হয় এমন নহে, তদ্দারা বিকট শব্দেরও উৎপত্তি হয়। উক্ত বাস্পাদি প্রবল বেগে উদ্গত হইবামাত্র শব্দ উৎপন্ন হয়; এজন্য কখন কখন ভূকম্পন উপস্থিত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও শব্দ শুনা যায়। ভুগর্ভস্থ বাস্পাদির গতিবেগ প্রযুক্ত অগ্রে মৃত্তিকা কম্পিত হইয়া উঠে,এবং শব্দ উক্ত গতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করায় কখন কখন কম্পনের কিছু পরেও শ্রুত হয়। ভূমিকম্প ব্যতিরেকেও কোন কোন সময় পৃথিবীর অভ্য-

স্তর দেশ হইতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় একরূপ শব্দ শুনা যায়। তাহার কারণ এই যে, যখন অতি দূরে শব্দ সহকারে প্রবল ভূকম্প উপস্থিত হয়, তখন কেবল তাহার শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্দারা কম্পনের অনুভব হয় না। দগ্ধ মৃত্তিকা দিয়া শব্দ অধিক তেজে সঞ্চালিত হইতে পারে, এই জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশস্থিত শব্দ অতি দূর হইতেও শুনা যায়।

ভূমিকম্প কখন কখন মাসাবধিও স্থায়ী হয়। আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী নিউ মেড্রিড নামক স্থানে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের সমস্ত শীতঋতু ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়। যে স্থানে ঐ প্রকার দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়, তথায় কোন অভিনব আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জোরালা নামক এক পর্ব্বত ঐ প্রকার তিন মাস ক্রমাগত ভূমিকম্পের পর সহসা ১২২২ হাত উচ্চ হইয়া উঠে, এবং ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গিরণ করে। পণ্ডিতবর হম্‌বোল্ট সাহেব বলেন যে, আমরা যদি প্রত্যহ পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের দৈনিক ঘটনা অবগত হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে

পাই যে, প্রতি দিনই কোন না কোন স্থানে ভূকম্প হইতেছে।

ভূমিকম্পের সময় কখন কখন মৃত্তিকাতে ছিদ্র হয় এবং সেই ছিদ্র পথে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ ও বাস্পাদি বিবিধ বিচিত্র পদার্থ উত্থিত হয়। লিস্‌বন নগরের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পের সময় তথায় স্থানে স্থানে মৃত্তিকায় ছিদ্র হইয়া অগ্নির শিখা এবং ধূম উত্থিত হইয়াছিল। কোথাও বা ভূকম্প-কালে প্রস্তর খণ্ড সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া রাশীকৃত হয়। আমেরিকা খণ্ডের উষ্ণ প্রধান স্থানে কখন কখন ভূমিকম্পের সময় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ভূমিকম্প দ্বারা এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সে সমস্ত ঘটনার কারণ অদ্যাপি সর্ব্ববাদিসিদ্ধ হইয়া নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এক্ষণে কেবলমাত্র ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে ভূমধ্যস্থ অগ্নি জল প্রভৃতি কতিপয় ভৌতিক পদার্থ দ্বারাই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

সরলতা।

সরলতা মানবজাতির এক অতি প্রধান গুণ। ইহার প্রভাবে মানবগণের বহু দোষ বিদূরিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ গুরুতর দোষে দোষী হইয়া অকপটে তাহা নিজ মুখে ব্যক্ত করে, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই দোষরাশির লঘুতা সম্পাদিত হয় এবং ক্ষমা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যেরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, স্বীয় মুখে স্বীয় পাপ কীর্ত্তন করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। সরলতা ক্ষমার চিরসহচর, সত্যের সহোদর, বন্ধুতার জীবন, দয়ার নিদান ও প্রীতির উৎপাদক।

সরলস্বভাব ব্যক্তির নিকট মিথ্যা কখন স্থান পায় না। তাঁহার মন কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় নির্ম্মল; সুতরাং তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলির কোনটীই অব্যক্ত থাকে না। তিনি অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য স্থান, কাল বা পাত্রভেদে বহুরূপীর ন্যায় সর্ব্বদা নানাবেশ ধারণ করেন না এবং লোকরঞ্জনার্থ নটের ন্যায় লোকের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করেন না; তাঁহাকে দেখিলেই তিনি কেমন মানুষ তাহা বুঝিতে পারা

যায়। তিনি কদাপি খলের ন্যায় মনের মধ্যে বিষভাণ্ড রক্ষা করিয়া মুখে অমৃত বর্ষণ করেন না এবং তৃণাচ্ছন্ন গভীর খাতের ন্যায় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিপদ্-গ্রস্ত করেন না। তিনি কিছুই গোপন করিতে ভাল বাসেন না। যাঁহার কিছু গোপন করিবার নাই, মিথ্যা তাঁহার নিকট স্থান পায় না। মিথ্যা খলের আশ্রয় আর সত্য সরলের সুহৃৎ। খল কখন মিথ্যাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং সরলও কখন সত্য ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারেন না।

সরলতা যে সৌহার্দ্দের প্রাণস্বরূপ সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমান অবস্থা, সমান বয়স এবং সমান প্রকৃতি হৃদ্যতার জন্মদাতা বটে; কিন্তু সরলতা উহার জীবনদাতা। যদিও বালকে বালকে, যুবায় যুবায়, পণ্ডিতে পণ্ডিতে, মূর্খে মূর্খে, ধনীতে ধনীতে, দরিদ্রে দরিদ্রে, সাধুতে সাধুতে এবং চৌরে চৌরে সত্বরই বন্ধুতা হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই বন্ধুতার মধ্যে সরলতার অভাব হইলে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। লোভবশতঃ কোন স্বার্থসাধনের উদ্দেশে কপটভাবে অপরের সহিত মিত্রতা করিলে তাহা বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় অস্থায়ী ও

ক্ষণভঙ্গুর হয়। যখনই কপটতারূপ আচ্ছাদনটি কোন কারণে অপসারিত হয়, তখনই অভ্যন্তরের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এবং সে নৈমিত্তিক বন্ধুতারও অন্তিম কাল উপস্থিত হয়। কিন্তু সরলে সরলে যে হৃদ্যতা উদ্ভাবিত হয় প্রাণান্তেও তাহার অন্ত হয় না। সহস্র প্রকার অপরাধ করিয়াও যদি কেহ কোন বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করে, তথাপি তাহাদিগের হৃদ্যতার হানি হয় না; কিন্তু যদি কোন সামান্য বিষয়ও বন্ধুর নিকট গোপন করা যায়, তাহা হইলে সেই সামান্য কারণেই বন্ধুতা আহত হয়। অতএব বন্ধুর নিকট কোন বিষয় গোপন করা উচিত নহে। অতি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি কেহ সরলভাবে বন্ধুর নিকট তাহা ব্যক্ত করে,তবে সরলতা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সেই সদ্ভাব রক্ষা করিয়া দেয়। যিনি আমার দোষ গুণ অবগত হইয়া আমাকে দয়া করেন, অথবা ভাল বাসেন, তাঁহার দয়াই প্রকৃত দয়া এবং তাঁহার ভাল বাসাই প্রকৃত ভালবাসা; এরূপ দয়া এবং ভালবাসার কোন কালেই ধ্বংস নাই।

সরল ব্যক্তিকে বিপন্ন দেখিলে কাহার না দয়ার উদ্রেক হয়? যে দোষ করিয়া সে দোষ স্বীকার করে, কে না তাহাকে দয়া করে? যদিও পরদুঃখ দূর করা

দয়ার প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখে পতিত হইয়াও যদি অন্যের নিকট তাহা গোপন করে, তাহা হইলে সে দুঃখ কেহ জানিতে না পারায় তাহার প্রতি কাহারও দয়ার আবির্ভাব হয় না; আর জানিতে পারিলেও তাহার কপট ব্যবহার দেখিয়া দয়া আপনা হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন। অতএব অপরের দয়ার পাত্র হইতে হইলেও সরল হওয়া আবশ্যক। কোন ব্যক্তি যদি কোন অতর্কিত বিপজ্জালে জড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, আর তাহার উত্তমর্ণদিগের নিকট কাতরভাবে আপনার অবস্থা জানায়, তাহা হইলে সেই উত্তমর্ণ-গণের স্বভাবতঃই তাহার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে এবং হয়ত, তাহাকে তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঋণ-মুক্ত করেন। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন ঋণদায়ে জড়িত হইয়া আপনার সমুদয় সম্পত্তি গোপনে বিনামী করিয়া কপটভাবে তাঁহার উত্তমর্ণদিগের নিকট নিষ্কৃতি পাইবার প্রার্থনা করে, তবে তাঁহারা সেই ছদ্মবেশী কপটের কপটতা জানিতে পারিলে, কখনই তাঁহার প্রতি দয়া করেন না। এইরূপ অবস্থায় কত ব্যক্তি যে সরলতার শরণাপন্ন হইয়া

ঘোরতর সঙ্কট হইতে উদ্ধার 'পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

সরলতা প্রীতির আবাস ভূমি। যাঁহার আচার ব্যবহার, বাক্য, কার্য্য প্রভৃতি সকলই সরল, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে বা তাঁহার সহিত পরিচিত হইলে, কে তাঁহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে ? ঋজুস্বভাব ব্যক্তি কাহারও সহিত একবার প্রফুল্ল বদনে কথা কহিলে, সে তাঁহাকেই আপন ভাবে এবং অতি অল্পমাত্র পরিচয়েই তাঁহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়া থাকে। ফলতঃ কেহ সাধুমতি সরল-চিত্তকে একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারে না। সাধুজনের দয়া, পবিত্র পুরুষের ক্ষমা, মহতের আশ্রয় ও প্রেমিকের প্রীতি—এ সকল অপার্থিব বস্তু, ধনে পাওয়া যায় না, মানে পাওয়া যায় না, এমন কি, হয় ত প্রাণ দিলেও পাওয়া যায় না, কিন্তু সরলতা অতি সহজেই তৎসমুদয় আনিয়া দেয়। প্রাচীন আর্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন, অতি পাপাত্মা দুরাচারও যদি একবার সরলভাবে পবিত্র পরমাত্মাকে কাতর হইয়া ডাকে, তিনিও থাকিতে পারেন না, তাহাকে অবশ্যই আশ্রয় দেন ও ত্রাণ করেন।

কপটতা প্রণয়ের বিষ। খলের প্রীতি জলের রেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মাত্র। সে কেবল কল্পনামাত্র; কার্য্যকালে কখন দেখিতে পাওয়া যায় না। যে স্বীয় স্বভাব গুণে আপনার দোষ সরলভাবে ব্যক্ত করে, তাহার দোষ অচিরাৎ সংশোধিত হইয়া যায়; যে ব্যক্তি কপটতাপূর্ব্বক স্বীয় দোষ গোপন করিয়া রাখে, দীর্ঘকালেও তাহার দোষের পরিহার হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন কোন রোগী রোগ গোপন করিলে, কোন চিকিৎসকই তাহার ঔষধ নিরূপণ ও আরোগ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়েন না, সেইরূপ কোন দোষী ব্যক্তির দোষও অপ্রকাশিত থাকিলে তাহার সংশোধনের কোন উপায় হয় না। লোক-নিন্দা, লোকাপবাদ, গুরুজনের গঞ্জনা, তাড়না প্রভৃতি, দোষ সংশোধনের প্রধান উপায়। অতএব সরলতা নিবন্ধন যাহার দোষ যত শীঘ্র ব্যক্ত হইতে থাকে, ততই তাহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার লোকাপবাদ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হয়; সুতরাং সত্বরই তাহার দোষ সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু কপট ব্যক্তি স্বায় স্বভাবদোষে যতই তাহার অপরাধ সকল গোপন করিতে চেষ্টা পায়,

ততই দোষ সকল সম্যক্ প্রতিবিধানের অভাবে হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া, বরং অধিকতর বদ্ধমূল হইতে হইতে অবশেষে অসাধ্য ও সাংঘাতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যিনি সরলতা নিবন্ধন অন্যের নিকট কোন কথা গোপন করিতে পারেন না, তাদৃশ ব্যক্তি সহসা গোপনে কোন নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হন। তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হয় যে, কি জানি যদি কখন কথা প্রসঙ্গে কোন বন্ধু বান্ধবের নিকট আমার এই দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাকে তাঁহারা সকলে ঘৃণা করিবেন ও আমাকে তাঁহাদিগের অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে ; অতএব স্বভাবতঃ সরল ব্যক্তি সহসা কোন কুকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারেন না। আর যে ব্যক্তি অসরল ও কুটিল, যাহার মনের কথা তাহার নিজের মন জানে কিনা সন্দেহ, সে আপনার কপটতার প্রতি নির্ভর করিয়া অনায়াসে ও অকুতোভয়ে গোপনে গুরুতর পাপ করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। অতএব সরলতা নিজে যেমন একটি গুণ ও বহু দোষের নিবারক, কপটতা তেমনি স্বয়ং একটি দোষ ও বহুতর দোষের প্রবর্ত্তক।

সরল ব্যক্তি আপনার স্বভাব গুণে হঠাৎ অন্যকে আত্মীয় ভাবিয়া, তাহার হস্তে অনাবৃত হৃদয় অর্পণ করেন বলিয়া, যদিও কখন কখন বিলক্ষণ যন্ত্রণা ও ক্লেশানুভব করেন, কিন্তু তাঁহার মুক্তচিত্তের উদারতা তাঁহাকে যে আনন্দে প্রদান করে, তাহাতে তাঁহার সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। সরলের হৃদয় সর্ব্বদা লঘু ও আনন্দময়। তাঁহাকে কপট কাপুরুষের ন্যায় লোক ভুলাইবার জন্য মস্তকে গুরুভার বহুরূপীর সজ্জা বহন করিতে হয় না এবং পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গের প্রতি বিশ্বাসশূন্য হইয়া সংসারকে ভীষণ তমোময় দেখিতে হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণ উজ্জ্বল, হৃদয় প্রশস্ত, বিশ্বাস বলিষ্ঠ এবং আনন্দ অপার।

তুষার দ্বীপ ও তুষারগিরি।

পৃথিবীমণ্ডলে যতপ্রকার আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তুষারদ্বীপ অতি প্রধান বলিয়া গণনীয়। পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তই এই পরমাশ্চর্য্য পদার্থের আধার।

সুমেরু অথবা কুমেরু প্রদেশে প্রভূত তুষাররাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সমুদ্রজলের উপর অতি প্রশস্ত দ্বীপরূপে ভাসমান থাকে; নাবিকগণ ঐ বিস্তৃত তুষার ক্ষেত্রকে তুষারদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করে। হিমের আতিশয্যই উক্তবিধ দ্বীপের উৎপত্তির প্রধান কারণ। যেস্থলে সমুদ্র জল হিমাধিক্য হেতু ক্রমাগত সংযত হইতে থাকে এবং উপযুক্ত উত্তাপা-ভাবে দীর্ঘকালের মধ্যে দ্রবীভূত হইতে পায় না, সেই স্থলেই তুষারদ্বীপের উৎপত্তি হয়; সুতরাং হিমাচ্ছন্ন সুমেরু ও কুমেরুই ইহার উৎপত্তি স্থান।

তুষার দ্বীপ অন্যান্য দ্বীপের ন্যায় সর্ব্বদা এক স্থানে অবস্থিত থাকে না; উহা সমুদ্র স্রোতে অথবা বায়ুবেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ভাসিয়া যায়; এই জন্য উহা দ্বারা অনেক সময় নাবিকগণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ সমুদ্রে কোন কোন সময় এপ্রকার ঘটনাও উপ স্থিত হয় যে, নাবিকগণ নিঃশঙ্কচিত্তে ও নির্ব্বিঘ্নে পোত পরিচালন করিতেছে, এমন সময় স্রোতঃ-সহকারে অথবা বায়ুবেগে কোথা হইতে অনপেক্ষিত তুষাররাশি আগমন করিয়া তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বস্থ

জল আবৃত করিয়া ফেলে। কখন কখন খণ্ড খণ্ড তুষাররাশি সমুদ্র স্রোতে নানা দিক্ হইতে ভাসিয়া আসিয়া কোন স্থানে কোন তুষারদ্বীপ উৎপাদন করে। কোন কোন সময়ে এইরূপে অকস্মাৎ তুষার দ্বীপে পরিবেষ্টিত নাবিকগণকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। গ্রীনলণ্ড নামক উপদ্বীপবাসী ধীবরেরা সর্ব্বদাই এই প্রকার বিপদে পতিত হইয়া থাকে।

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সার হগ উইলোবি নামক একজন সাহেব সহচরগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ এক তুষারদ্বীপে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মল্‌গ্রেব নামক আর একজন সাহেব ঐ প্রকার তুষারদ্বীপে বেষ্টিত হইয়া ঘোরতর বিপন্ন হইয়াছিলেন। লর্ড মল্‌গ্রেব সাহেব তুষারদ্বীপ বিষয়ক অনেক আশ্চর্য্য কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, যে ভাসমান তুষারদ্বীপ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তাহাতে কোন সময়ে আর দুইখানি পোত সম্বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট ও তাহার কুক্ষিগত হইয়াছিল। উক্ত তুষার দ্বীপের কোন কোন অবন্ধুর অবনত স্থান সূর্য্য-

কিরণে দ্রবীভূত হইতেছিল এবং কোন কোন স্থানে সমুদ্রস্রোতোবাহিত তুষারখণ্ড সকল তরঙ্গ দ্বারা উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হওয়াতে তাহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পর্ব্বতাকার হইয়াছিল। নিম্নস্থ তুষারখণ্ড সকল ক্রমে উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হওয়াতে লর্ড মল্-গ্রেব সাহেবের পোত সাগরের জল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি ঐ চতুঃপার্শ্বস্থ তুষারক্ষেত্র ভেদ করিয়া পোত-পরিচালনোপযোগী পথ প্রস্তুত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী সকল সেই সেই বিস্তৃত তুষার ক্ষেত্রের উপর টানিয়া সমুদ্র জলে ভাসমান করিবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে অকস্মাৎ প্রবল বায়ু বেগবশে সেই তুষারদ্বীপ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আপনা হইতেই তন্মধ্যে পোত গমনোপযোগী সুন্দর পথ প্রস্তুত হইল।

প্রসিদ্ধ সমুদ্রযাত্রী কাপ্তেন কুক যৎকালে পোতা-রোহণে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করেন, তৎকালে তিনিও নানাস্থানে নানাপ্রকার তুষারদ্বীপ সন্দর্শন করিয়া-ছিলেন। তিনি একদা অতি প্রকাণ্ড এক তুষার

দ্বীপ অবলোকন করেন, তাহার পরিধি এক ক্রোশের ন্যূন নহে, এবং তাহা চারিশত হস্তেরও অধিক উচ্চ। তিনি যে স্থলে ঐ দ্বীপ অবলোকন করেন, তথাকার সাগরের তরঙ্গ এমনি প্রবল যে, তাদৃশ উচ্চ দ্বীপের উপরেও তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। কুক সাহেব ঐ উচ্চতর তুষারদ্বীপের অপরূপ শোভা অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তদানুষঙ্গিক বিপদ মনে হওয়ায় তাঁহার মনোমধ্যে ত্রাসও জন্মিয়াছিল। তিনি আর এক প্রশস্ত তুষারদ্বীপের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এত প্রকাণ্ড যে তিনি তাহার সীমা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কাপ্তেন কুক এই প্রকার তুষার ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে তুষারময় শ্বেত পর্ব্বত সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল তুষারময় পর্ব্বত সন্দর্শন করেন, তন্মধ্যে কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশ দুইশত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইবে।

কুক সাহেব এই অপরিসীম তুষার ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রতিগমন করেন এবং সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যের গম্যস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উল্লি-

খিত তুষারদ্বীপ অনতিক্রমণীয় না হইলে কুক সাহেব পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতেন সন্দেহ নাই। তিনি কহিয়াছেন যে উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্রের কোন স্থলে সমুন্নত তুষার-দ্বীপ সকল উচ্চতর পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় এবং তৎসমুদায় সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে বিপুল আনন্দের উদয় হয়। তরঙ্গ দ্বারা ঐ সমস্ত পর্ব্বতের নিম্নভাগে সমুদ্রের নীলোজ্জ্বল জলবিন্দু সকল সংলগ্ন হওয়াতে অতি আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পায়। যখন ঐ সমস্ত জলবিন্দুর উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তৎকালে তাহা উজ্জ্বল নীলকান্তমণির রেখাবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং যখন ঐ সমুন্নত তুষার শিখরে অন্য তুষার-খণ্ড সকল প্রবলবেগে গমন করিয়া একত্র সংযুক্ত হয়, তখন তদুৎপন্ন কল কল ধ্বনি শ্রবণ করিলে মনোমধ্যে এক অদ্ভুত আনন্দের উদয় হয়; বিশেষতঃ যে সকল সমুদ্র তরঙ্গ ঐ তুষার পর্ব্বতের পদতলে অনবরত আহত হইয়া ক্রমে সংহত হইয়া যায়, তৎ-সমুদায়ে পরমাদ্ভুত প্রতিরূপ সকল প্রতিভাত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করে। ঐ সকল তরঙ্গজনিত অদ্ভুত প্রতিবিম্বসকল সন্দর্শন করিয়া নাবিকগণের

কখন কখন গ্রাম; নগর, পথ, অট্টালিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যকৃত শিল্পসৌন্দর্য্যের ভ্রম হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত শৃঙ্গেও ঐরূপ তুষার সঙ্ঘাতে শিবলিঙ্গের ন্যায় আকৃতি উদ্ভূত হয় এবং এদেশীয় পরিব্রাজক সন্নাসীরা সেই শিব লিঙ্গাকার তুষারমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

সমুদ্র জলে যেমন তুষারগিরি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ স্থলভাগেও তুষারগিরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তর খণ্ডে তুষার মণ্ডিত দুইটী পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যদেশে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তুষার গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। স্পিট্‌স্‌বর্গেন নামক দ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে সাতটি আশ্চর্য্য তুষারগিরি বিদ্যমান আছে, উহারা প্রত্যেকে পরস্পর সমধিক অন্তরে অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া অপরিজ্ঞাত ও অনির্দ্দিষ্ট দূরদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত তাহা সমুদ্র হইতে ২০০ দুই শত হস্ত উচ্চ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে নীলকান্ত-মণির আভা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ তুষার গিরির উপরি ভাগ সূর্য্যের উত্তাপে দ্রবীভূত হওয়াতে

চতুর্দ্দিকে শত শত জলপ্রপাত আবির্ভূত হইয়া উহার নীলকান্ত মণিতুল্য দেহকে যেন শ্বেতপুষ্প মালায় বিভূষিত করিতে থাকে। সময়ে সময়ে ঐ তুষারগিরির শৃঙ্গ সকল ভগ্ন ও স্খলিত হইয়া জলপ্রপাতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেগে সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয় এবং কখন কখন তদ্দারা অভিনব তুষার দ্বীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লর্ড মল্‌গ্রেব একদা উক্তবিধ এক প্রকাণ্ড তুষার খণ্ডকে মহাবেগে সাগরজলে পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ তুষারখণ্ডের ৯৬ হাত জলমধ্যে মগ্ন ছিল, এবং প্রায় ৪০ হাত জলের উপরিভাগে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

উত্তর কেন্দ্রের স্থানে স্থানে সর্ব্বদাই উক্তপ্রকার তুষারগিরি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্তবিধ গিরিসমূহের উপরিভাগে নিরন্তর তুষার পতিত হইয়া নানাপ্রকার আকার ধারণ করে। কতকগুলি তুষারগিরি দেখিতে অবিকল গির্জ্জার ন্যায়। উহার স্থানে স্থানে দ্বার, বাতায়ন এবং গৃহের অপরাপর অঙ্গ সমস্তও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মল্‌গ্রেব সাহেব কহিয়াছেন, যে ঐ সমস্ত তুষার গিরিতে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার বিদ্যমান আছে,

কোন উপন্যাস কর্ত্তা কল্পনা করিয়া তাদৃশ আশ্চর্য্য বিষয় বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাধর্ম্ম।

কোন্‌টী ধর্ম্ম কোন্‌টী অধর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করা যদিও সহজ নহে বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন, দেশভেদে ও কালভেদে যদিও ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংক্রান্ত আদর্শের বিস্তর বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু দেশ কাল ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের এরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট থাকিলেও সর্ব্বকালপ্রচলিত, সর্ব্বদেশব্যবহৃত, সর্ব্ববাদিসম্মত কতকগুলি ধর্ম্মাধর্ম্মের কখন পরিবর্ত্তন বা বৈশিষ্ট দৃষ্ট হয় না।

নানা পণ্ডিত এই সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মাধর্ম্মেরও নানাবিধ লক্ষণ করিয়াছেন। কেহ সত্যব্রতকে ধর্ম্মের জীবনস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, কেহ পরোপকারকে ধর্ম্ম ও পরানিষ্টকে অধর্ম্ম বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের চরমফল নির্ণয় বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও মতভেদ দেখা যায় না।

কোন্‌টী ধর্ম্ম কোন্‌টী অধর্ম্ম ইহা সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করা সহজ নহে; কিন্তু সত্যকথা, দয়া, ক্ষমা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি যে সকল কার্য্য সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্ম এবং মিথ্যা ব্যবহার, শঠতা, চৌর্য্যবৃত্তি, পরপীড়নাদি যে সমস্ত কার্য্য সর্ব্ববাদি-সম্মত অধর্ম্ম বলিয়া অবধারিত আছে, যদি তা[illegible]ত কাহারও কোন সংশয় জন্মে, তিনি মনে করিলেই স্বকীয় সংশয়চ্ছেদ করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ সমস্ত কার্য্যের উভয় দিক সন্দর্শন করিলেই উহার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মিথ্যা ব্যবহার অধর্ম্ম কি না, যিনি নিঃসংশয়ে ইহা জানিতে চাহেন, তিনি অন্যকৃত মিথ্যা ব্যবহার আপনাতে আরোপিত করিয়া দেখিলেই তাহা জানিতে পারেন। চৌর্য্য-বৃত্তি অধর্ম্ম কি না ইহা জানিতে হইলে, কোন চোর তাঁহার গৃহে চুরি করিলে তাঁহার কি মনে হয়, ইহা ভাবিয়া দেখিলে, তিনি অনায়াসে চৌর্য্যবৃত্তি ভাল কি মন্দ তাহা সহজেই জানিতে পারেন। এইরূপ

দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সর্ব্ববাদি-সম্মত ধর্ম্মগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম কি না, তাহাও উক্ত প্রকার পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতে পারে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিবার আর একটী বড় সরল ও সহজ উপায় আছে। ঘোরতর·মিথ্যাবাদীও এরূপ ইচ্ছা করে না যে, তাহাকে কেহ মিথ্যাবাদী বলে এবং চৌর্য্যব্যবসায়ীকেও চোর বলিলে সে তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়।

যদি কোন বিকৃত-প্রকৃতি মনুষ্য মোহবশতঃ কোন প্রকার অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, সেটি সেই ব্যক্তির চিত্তবিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন বিকারগ্রস্ত লোক যদি তিক্তকে মিষ্ট ও মিষ্টকে তিক্ত বোধ করে, তাহা হইলে অপর ব্যক্তির দ্বারা সেই দুই রসের পরীক্ষা করিলেই সংশয় দূর হইতে পারে। বহুতর মনুষ্যের মুখে যাহা মিষ্ট লাগে, তাহাই মিষ্ট, আর বহুতর মনুষ্যের মুখে যাহা তিক্ত বোধ হয়, তাহাই তিক্ত। সেইরূপ অধিকাংশ লোকের হিতজনক ও কল্যাণকর কার্য্যই ধর্ম্ম, আর অধিকাংশ মনুষ্যের অহিতকর কার্য্যই অধর্ম্ম।

ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল যদিও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করা

যায় না, কিন্তু কালে কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকে না। দেশ কালপাত্রভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি ফলের কখনই কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না।

সাধন দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সরল ও পরিপুষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যপরায়ণতা সহকারে ধর্ম্মপথের পথিক হন, তিনি ক্রমশঃ আপনার চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ লাভ করেন এবং সেই ধর্ম্মপথের নানা সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন ও চরমে পরম গতি লাভ করেন।

প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যব্রত অবলম্বন করিলে, তাঁহার প্রতি অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তিনি কায়মনোবাক্যে সত্যের আরও শরণাপন্ন হন। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে। যিনি একবার অন্যের উপকার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তিনি আর পরোপকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যে ক্ষমাশীল পুরুষ অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনার মহিমাকে মহীয়ান্ করিয়াছেন, তিনি

আর ক্ষমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি তিতিক্ষা, ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনাদি ধর্ম্মসাধন দ্বারা আত্মাকে বলিষ্ঠ করিতে পারেন, কোন ক্লেশেই আর তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় না। আর যিনি বিবেক ও বৈরাগ্য দ্বারা আপনার জ্ঞাননেত্র উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হন, কোন শোকে আর তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মোহেই তিনি মুহ্যমান হন না। তাঁহার হৃদয় দুর্ভেদ্য ধর্ম্মবর্ম্মে আবৃত এবং মন দুশ্ছেদ্য কবচে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। সংসারের কোন বিষদিগ্ধবাণই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না এবং বিষয়ের কোন শাণিত অস্ত্রই তাঁহার মনকে ছেদন করিতে সমর্থ হয় না।

নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শান্তি উপভোগ করেন, সেই উপরতচিত্ত সাধু, দিবসের অষ্টমভাগে শাকান্ন ভোজনে যে সুখ লাভ করেন, ধর্ম্মহীন ব্যক্তি চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ উপাদেয় সামগ্রী আস্বাদন করিয়াও সে সুখ প্রাপ্ত হন না। চীরাম্বর তাঁহার রাজপরিচ্ছদ অপেক্ষাও সমধিক আদরণীয়, পর্ণকুটীর তাঁহার প্রাসাদ

অপেক্ষাও মনোরম! বিপদ তাঁহাকে অণুমাত্র কাতর করিতে পারে না, সম্পদও তাঁহাকে অণুমাত্র উদ্ধত ও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপরায়ণ লোকের সম্পদ যে কেবল স্বকীয় সুখের ও সচ্ছন্দতার কারণ এমন নহে, তদ্দ্বারা অন্যের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানীর জ্ঞানের জন্য তাঁহার জ্ঞান, নির্ধনের উপকারের জন্য তাঁহার ধন, এবং দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য তাঁহার বল। বহুমূল্য রত্নখচিত সুবর্ণালঙ্কারের ন্যায় তদীয় ধনসম্পদ ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করে। তাঁহার সুখের শেষ নাই, আনন্দের পার নাই! সুখদ পদার্থ কোন প্রিয় ব্যক্তির হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলে, তাহা দ্বিগুণিত সুখাবহ হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত সুখ—সমস্ত সম্পদ তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম পরমেশ্বরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া, তিনি সর্ব্বদা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি লোকালয়ে সুখী, বিজনে সুখী, গৃহে সুখী, বাহিরে সুখী, এবং স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্র সুখী। তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও করুণার সুস্পষ্ট নিদর্শন সন্দর্শন

করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার সহিত আর কোন আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। তিনি প্রত্যেক দূর্ব্বাদলে, প্রত্যেক তরুমূলে, প্রত্যেক নদীজলে সেই আদি কবি অখিলনাথের অনুপম কবিত্ব সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। বাহিরে সকল পদার্থ যেমন তাঁহাকে অশেষ সুখ প্রদান করে, সেইরূপ তিনি আপনার অন্তরের মধ্যেও অনুপম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। সর্ব্বতাপনাশিনী শান্তি তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার হৃদয় শীতল করিতেছে, দয়া তাঁহার হৃৎ-পদ্মকে বিকশিত করিতেছে, ক্ষমা তাঁহার উন্নতহৃদয়ে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছে, এবং তিতিক্ষা আপন গাম্ভীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়কে অটল রাখিয়া তদীয় মহিমা বৃদ্ধি করিতেছে। করুণাসিন্ধু জগদ্বন্ধুকে তিনি আপনার বন্ধু ভাবিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত মনে মনে ইষ্টালাপ করিয়া সুখী হয়েন। যে ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ ও মনের মন বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহার সহিত মনে মনে আলাপ করিতে পারেন, পার্থিব কোন সুখই আর তাঁহার ভাল লাগে না।

ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রধান ভূষণ। যদিও বহুজ্ঞান ও বহুদর্শন প্রভাবে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে তাঁহার মনোবৃত্তি কথঞ্চিৎ বিকসিত হয়, কিন্তু যিনি ধর্ম্মরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নহেন, তাঁহার মানসিক বৃত্তি সমূহের পূর্ণবিকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব। ধর্ম্মহীন জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানহীন ধার্ম্মিক সহস্রগুণে বরণীয়। ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন—ধর্ম্মই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান ভূষণ।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেমন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ দুর্লভ সুখের রসাস্বাদন করেন, অধার্ম্মিক ব্যক্তি সেইরূপ অধর্ম্মজনিত নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সে বিপদকে চিরসহচর মনে করে এবং সম্পদেও সুখ প্রাপ্ত হয় না। কিছুতেই তাহার শান্তি নাই, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই, সুতরাং কিছুতেই তাহার সুখ নাই। অধর্ম্মপিশাচ আপাতমনোহর রূপ ধারণ করিয়া ক্ষণিক সুখকর মোহমদে তাহার চিত্তকে এরূপ বিমোহিত করে যে, তাহার হিতাহিত বিবেচনাশক্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়, তখন সে এতাদৃশ কাণ্ডজ্ঞান-বিমূঢ় হইয়া পড়ে যে, অধর্ম্ম তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে

যে পথে লইয়া যায়, সে সেই পথেই যাইতে বাধ্য হয়। উক্ত পিশাচ তাহার জ্ঞানদৃষ্টিকে এমন বক্র ত করিয়া ফেলে যে, তখন তাহার নিকট এক বস্তু অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। ঐন্দ্রজালিকগণ যেমন কুহক প্রভাবে অতি যৎসামান্য অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে বহুমূল্য রত্নরূপে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া প্রতারিত করে, পাপপিশাচও সেইরূপ সেই হতভাগ্য পুরুষকে পদে পদে প্রতারিত ও বিড়ম্বিত করিয়া থাকে।

সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায় যে, প্রবঞ্চকেরা প্রবঞ্চনাকে কার্য্যোদ্ধারের কৌশল মনে করে, মিথ্যাবাদী লোক মিথ্যা কথাকে অতি প্রয়োজনীয় চতুরতা বলিয়া ব্যাখ্যা করে এবং পরদ্রোহী পাপাত্মারা পরপীড়া প্রদান করাকে পুরুষার্থ বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। এইরূপে অধর্ম্মের প্রলোভনে যিনি যে কুকর্ম্ম করেন, তিনি আর তাহার দোষ দেখিতে পান না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অপবিত্র দুর্গন্ধময় মলিন স্থানে বাস করে, সে যেমন সেই দুর্গন্ধের অনুভব করিতে পারে না, পাপাচারী অধার্ম্মিক লোকও সেইরূপ সর্ব্বদা যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান ও আচরণ করে, কিছুতেই তাহার দোষ বুঝিতে পারে

না। তাহার আত্মপ্রসাদ ও বিবেক ক্রমশঃ চির-সঞ্চিত-ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় দিন দিন পরিক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে এককালে তিরোহিত হইয়া যায়।

অধর্ম্মের আর একটী প্রবল দোষ এই যে, সে কখনই স্থিরভাবে একাকী বাস করে না; যাহাকে আশ্রয় করে, তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আপনার প্রসার বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং একাদিক্রমে সহচর-বর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক তথায় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া তাহার সমুদয় সহচর তথায় সমাগত হয়—তাহাদের আবির্ভাবে সৎপ্রবৃত্তি নিচয় ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে। অবশেষে স্বর্গ নরকে পরিণত হয়। সুতরাং লক্ষ্মীও ক্রমে ক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করেন। কেহ জানিতে পারে না যে, তিনি কোন্ পথে কখন প্রস্থান করিলেন।

যেখানে পাপাচার, যেখানে কপটতা, তথায় সুহৃদ্ভেদ ও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দরিদ্রতা, রাজদণ্ড, কারাবাস প্রভৃতি তাহাদের প্রিয় অনুচরবর্গ সকলেই তথায় একে একে আসিতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে সর্ব্বনাশ আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে। তখন আর তাহার নিস্তারের ও উদ্ধারের

কোনও উপায় থাকে না। অধর্ম্ম কখন্ যে কোন্ সূত্রে কাহার শরীরে প্রবেশ লাভ করে, তাহা বলা যায় না। অধর্ম্মের গতি অতি ভয়ানক। উহা অতি নিঃশব্দে পদচারণ করে। উহা এমনই সংক্রামক যে কখন্ কিরূপে একজনের শরীর হইতে আর এক জনের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। এই জন্য অধর্ম্মের প্রথম উপক্রমেই সতর্ক ও সাবধান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যেমন কোন বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম কালে অল্প চেষ্টাতেই তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারা যায়; কিন্তু বদ্ধমূল হইলে বহুচেষ্টা করিয়াও এককালে তাহাকে উন্মূলিত করা সম্ভবপর হয় না, পাপতরুও তদ্রূপ। যদি প্রথমে সাবধান হইয়া অঙ্কুরোৎপাটন করিবার চেষ্টা না কর, তবে বদ্ধমূল হইলে উহা আর কোন ক্রমেই উন্মূলিত করিতে পারিবে না, তখন উহা রক্ত, মাংস ও অস্থি মজ্জার অভ্যন্তর দেশপর্য্যন্ত এমনই মূল চালনা করিবে যে, অধিক বল-পূর্ব্বক উঠাইতে গেলে, দেহের অবসান হইবে, তথাপি এককালে উহা উন্মূলিত হইবে না।

ধর্ম্মশীলের উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে অবন্তীরাজ্যের কোন জনপদে সদাশয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মশীল অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন; একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। ইহাতে অতি অল্প বয়সেই তিনি অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জন করিলেন। তিনি একদিন কোন বন্ধুর ভবনে বেড়াইতে গিয়া তথায় এক খণ্ড ছিন্ন গ্রন্থের মুক্ত পত্রে একটী শ্লোকাংশ পাঠ করিয়াছিলেন; তাহাতে বিষয়ের অনিত্যতা, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা ও ধর্ম্মের মধুরতা তাঁহার মনে জাগরূক হইল। তদবধি তাঁহার মনের ভাব ও আচার ব্যবহার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাঁহার এই প্রকার অবস্থা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পিতা বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিষয়রত ও সংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ধর্ম্মশীলের মন দিন দিন উদাস ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

গৃহে থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সাধনের ব্যাঘাত

হওয়ায় তিনি স্থানান্তরে গিয়া পরমার্থ সংসাধন করিবার মনন করিলেন এবং একদিন নিশাবসানে অন্যান্য লোক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই বিদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন ও নানা স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক অবন্তীপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি ক্রমে লোক-মুখে সেই অবন্তীবাসী সাধু ও পুণ্যশীল জনগণের পরিচয় লাভ করিয়া, তন্মধ্যে একজনের শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বালসুলভ সরলতার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার মনোহর মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহার উপর গৃহস্বামীর পুত্রনির্বিশেষ স্নেহ জন্মিল এবং ক্রমে তাঁহার আচার ব্যবহার ও গুণের পরিচয়ে উক্ত স্নেহ মমতা দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে ধর্ম্মশীল অতি সত্বর তাঁহার পরিচিত সমস্ত লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অনধিককাল মধ্যে তাঁহার আশালতা অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়া গেল।

তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা নিবন্ধন তিনি যাঁহাদিগকে আপনার পরম পবিত্র অকপট মিত্র মনে করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগকে ধর্ম্মের উৎস ও পুণ্যের পয়োধি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বর্ম্মের অভ্যন্তরে

অতি ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভয়ে সে স্থান হইতে অনতিবিলম্বে প্রস্থান করিলেন। বহুদূর গমন করিয়া ধর্ম্মশীল এক আকাশভেদী উচ্চ পর্ব্বতের সন্নিহিত মহারণ্যে উপনীত হইলেন। যদিও অবন্তীবাসী কপট ধার্ম্মিকদিগের বিষদন্তে সরলমতি ধর্ম্মশীলের অনাবৃত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ও বিশেষরূপে আহত হইয়াছিল এবং যদিও তিনি সেই দংশন জ্বালায় অতিশয় কাতর ও সন্তপ্ত হইয়াছিলেন ; তথাপি সেই মহারণ্যের আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিয়া, তিনি তত্তাবৎ ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহার দগ্ধ ও আহত হৃদয় শীতল হইতে লাগিল ; তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই এক এক স্থানে এক এক প্রকার আশ্চর্য্য শোভা দেখিতে পাইলেন।

কোন স্থানে অত্যুচ্চ তরুরাজি যেন বাহু প্রসারিত করিয়া আশ্রয় প্রদানার্থ জীবগণকে আহ্বান করিতেছে ; কোন স্থানে কোন শাখাহীন বৃক্ষস্কন্ধ সুললিত লতিকাচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে ; কোন স্থানে কোন উন্নত মহীরুহের শাখালম্বিত-বল্লীপ্রান্তে মনোহর বল্লরী সকল দর্শকের নয়ন মন হরণ করিতেছে ;

কুত্রাপি অবিরল পত্রযুক্ত মণ্ডলাকার বৃক্ষবীথী নানা-জাতীয় লতাসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া একটী আশ্চর্য্য মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছে; কোন স্থানে বিভিন্ন জাতীয় বনলতার কোমল কিশলয়াগ্রে শ্বেত, রক্ত, নীল ও পীত প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের কুসুমসমূহ বিকশিত হইয়া অতি রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে; কোন স্থানে মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ মলয়ানিল কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অপরিজ্ঞাত বনপুষ্পের অনাঘ্রাত অপূর্ব্ব পরিমল বহন করিয়া বনভূমি আমোদিত করিতেছে; কোথাও মধুপানাসক্ত মধুকরের মধুর ধ্বনি, কোথাও বা কোকিলাদি বিহঙ্গের মনোহর স্বর! কোন স্থানে শাখাবিহারী পতত্রীর শোভা, অন্যত্র বৃক্ষ-চ্ছায়ায় বদ্ধ-কদম্বক রোমন্থনপর মৃগকুলের তথাবিধ মনোহর গোষ্ঠী! কোন স্থানে নির্ঝরের জলধারা, কোন স্থানে সরোবরসলিলে প্রফুল্ল কমলদলের আহ্লাদজনক শোভা! একদিকে ধরাধরের উচ্চশৃঙ্গ, অন্যদিকে সহস্র সহস্র হস্তপরিমিত গভীর খাত।

ধর্ম্মশীল এইরূপ নৈসর্গিক শোভা দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, অনতিদূরে রক্তাম্বরধারী, বিলম্বিতশ্মশ্রু, প্রফুল্লানন

কোনও অদ্ভুত পুরুষ এক নির্ঝরের উপরিভাগে শ্বেতশিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে বংশী-বাদন করিতেছেন। কতকগুলি মৃগ সেই স্থানে সমাগত হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গান শ্রবণ করিতেছে। ধর্ম্ম-শীল সেই ঘোর বিজনবনমধ্যে তথাবিধ মানবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রথমে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনুষ্যের কপটতাজাল স্মরণে ঘৃণা ও ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেই মনোহর বংশীস্বর তাঁহাকে এমনিই মুগ্ধ করিয়াছিল, যে তিনি পাদচারণায় সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সেই গানমুগ্ধ মৃগকুল তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল, এবং সেই শব্দে যোগীর তৎক্ষণাৎ যোগ ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি ধর্ম্মশীলকে দেখিয়া ইঙ্গিত দ্বারা আহ্বান করিলেন, ধর্ম্মশীলও তাঁহার নিকটস্থ হইলেন।

দয়াশীল যোগিবর সেই ঘোরারণ্য মধ্যে অকস্মাৎ এতাদৃশ অল্পবয়স্ক বালককে সন্দর্শন করিয়া কৌতূহলা-বিষ্ট হইলেন এবং স্নেহসহকারে তাহাকে আপনার শিলাতলের একপার্শ্বে বসাইয়া তাহার অকাল-

বৈরাগ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন।

যোগিবর ধর্ম্মশীলের মনোগত ভাব অবগত হইয়া বাৎসল্যবশে তাহার পৃষ্ঠে হস্তামর্ষণপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, "বৎস ধর্ম্মশীল! আমি যাহা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর;—তুমি যে পথ আশ্রয় করিতেছ, তাহা অতি প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; কিন্তু সে পথ অবলম্বনের সময় আছে। তুমি বালক, তোমার গৃহে বৃদ্ধ জনক জননী বর্ত্তমান আছেন; এক্ষণে তোমার বানপ্রস্থ-ধর্ম্মসাধনের অধিকার হয় নাই। তুমি গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা করিলে সেইখানে থাকিয়াই পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে। পিতা মাতার মনে কষ্ট দিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, কিছু মাত্র ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না, প্রত্যুত তাহাতে অধর্ম্ম হয়। তুমি তাঁহাদিগের বৃদ্ধাবস্থার যষ্টিস্বরূপ এবং আশালতার প্রধান অবলম্বন। তোমাকে না দেখিয়া, তোমার শোকে তাঁহারা যতই রোদন করিতেছেন ও কাতর হইতেছেন, ততই তোমার অধর্ম্ম সঞ্চয় হওয়ায় স্বর্গের পথ রুদ্ধ হইতেছে।

"অধুনা তোমার জ্ঞানোপার্জ্জন ও গুরুজন সেবায়

কাল। যেমন বৎসরের মধ্যে কোন একটি ঋতুতে সম্বৎসরের সকল ফল উৎপাদন করা সম্ভব নহে; সেইরূপ মানবজাতির এক অবস্থায় সকল অবস্থার কর্ত্তব্য সাধন করা সম্ভব হইতে পারে না। বাল্যকালে জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক যৌবনে অর্থাদি সঞ্চয় করিয়া পরিণত বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয় না। ধর্ম্ম সকল অবস্থাতেই সেব্য ও সাধনীয়; কিন্তু বালকে বৃদ্ধের ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলে, সিদ্ধ হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পরিজনাদি পোষ্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া বনবাস না করিলে যে ধর্ম্ম সাধন হয় না এমন নহে। গৃহে থাকিয়া গুরুজন-সেবা, পোষ্যবর্গ-প্রতিপালন, প্রতিবেশী ও স্বদেশ বিদেশবাসী জনসাধারণের যথাসাধ্য হিতসাধন—এ সকল সামান্য ধর্ম্ম নহে। যে সৎপুরুষ গৃহস্থ হইয়া আত্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য পরোপকার সাধন করেন, তিনি বনবাসী সন্ন্যাসী অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন। যাঁহার দ্বারা লোকের হিত, দেশের হিত ও রাজ্যের হিত হয়, সেই পরম পবিত্র সচ্চরিত্র পুরুষ জগৎ-পিতার প্রিয়পুত্র ও প্রিয়পাত্র। সেই সাধু যেখানে বাস করেন; সেই

স্থানই তীর্থ; তিনি যে স্থানে গমন করেন, সেই স্থানই পবিত্র। তাঁহার বাক্যই শাস্ত্র এবং আচরণই আদর্শ। এতাদৃশ সাধুকে স্পর্শ করিলে পবিত্রতা জন্মে এবং দর্শন করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

"অতএব তুমি অবিলম্বে গৃহে প্রতিগমন কর এবং সাধ্যানুসারে আপনার অবস্থোচিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে থাক। যাহারা পিতা মাতা ও গুরুজনবর্গের মনঃপীড়া উৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ধর্ম্মরূপ তরুর মূলচ্ছেদ করিয়া তাহার পত্রাদিতে জলসেক করিতে থাকে এবং বিষম ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হইয়া সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি তাহাদিগের অনুসরণ করে, সেও ধর্ম্মের প্রকৃত পথ ভুলিয়া যায়। তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ সামান্য অপ্রসিদ্ধ ও অবিজ্ঞাত লোকের নিকট হইতে যাদৃশ ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করিতে পারিবে, কর্ত্তব্যবিহীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধার্ম্মিকদিগের নিকট হইতে শত বৎসরেও তাহা প্রাপ্ত হইবে না। তুমি অবন্তী নগরের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধার্ম্মিকদিগের নিকট যাহা উপার্জ্জন করিতে গিয়াছিলে, হয়ত তাহা তোমার কোন সামান্য প্রতিবেশীর গৃহে অন্বেষণ করিলে পাইতে

পারিতে। অতএব প্রকৃত ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ কিংবা কোন বেশ বিশেষ ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তুমি যত্ন করিলে সহজে তাহা লাভ করিতে পারিবে। পরদ্রোহ পাপের নিদান ও পরোপকার পুণ্যের সোপান, এই আমার শেষ কথা, এই আমার আদেশ এবং এই আমার উপদেশ।”

হীরক।

ভূমণ্ডলে যে সমস্ত মণি রত্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে হীরকই সর্ব্বপ্রধান। হীরকের তুল্য বহুমূল্য উৎকৃষ্ট রত্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর রত্নগর্ব্ভা বসুন্ধরার গর্ব্ভে যে কত অগণ্য হীরকখণ্ড নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে।

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে কার্ব্বণ নামক যে পদার্থ অকিঞ্চিৎকর পাথুরিয়া কয়লার উপাদান, সেই কার্ব্বণই রাসায়নিক ক্রিয়াবিশেষে বিশোধিত হইয়া

অমূল্য হীরক রত্ন উৎপাদন করে; ইহার তুল্য অদ্ভুত বিষয় আর কি হইতে পারে। যখন কোন রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বহুমূল্য হীরকের উপাদান পৃথক করিয়া দেখেন, যে তদীয় ভৌতিক পদার্থের সহিত সামান্য কয়লার উপাদানের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, তখন তাঁহার মনোমধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবেরই উদয় হয়। তখন তাঁহার মন অবশ্যই বিশ্বরচয়িতা পরম পুরুষের মহিমা-সাগরে একেবারে মগ্ন হইয়া যায়। ফলতঃ পাথুরিয়া কয়লা সদৃশ সামান্য পদার্থের সহিত অমূল্য হীরক রত্নের অভিন্নতা মনে হইলে সকল লোককেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সামান্য ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়া বিশেষে হীরক মণির উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু উহা আর আর খনিজ পদার্থের ন্যায় সুলভ নহে। হীরক মণি যেমন উৎকৃষ্ট তেমনই দুর্লভ। এক্ষণে পৃথিবীর কতিপয় নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত আর কুত্রাপি উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী ব্রেজিল নামক স্থানে ও ভারতবর্ষের অন্তর্গত গলকণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানের কোন কোন খনিতে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বোধ হয়, ভূমণ্ডলের মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাগ্রে

হীরকের আবিষ্কার হয়। যদিও কোন্ সময়ে বা কোন্ ব্যক্তি দ্বারা প্রথমে ভারতখণ্ডে হীরক রত্ন আবিষ্কৃত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এদেশীয় রাজা ও ধনবান ব্যক্তিগণ হীরকময় আভরণাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এতদ্দেশীয় অতি প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে হীরকের কথা উল্লিখিত আছে এবং অতি প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের আভরণ মধ্যে হীরকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, কোহিনূর হীরা প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অধিকারে ছিল, অনন্তর হিন্দুরাজাদিগের অবনতি কালে যবনেরা এই দেশ জয় করিয়া ঐ দুর্লভ রত্ন হস্তগত করে। অনেকে অনুমান করেন যে, পুরাণে যে স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেই অমূল্য রত্নই উত্তর কালে যবন রাজাদিগের হস্তে আসিয়া কোহিনূর নাম ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ ঐ অনুমান নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না।

ব্রেজিল রাজ্যের খনি হইতে প্রথমতঃ যে প্রকারে হীরক উত্তোলিত হয় তাহা অতি অদ্ভুত।

ব্রেজিলের নিকটস্থ মিলহো বর্ডি নামক নদীর তীরে কতিপয় খনি হইতে পূর্ব্বে নিগ্রোগণ স্বর্ণ উদ্ধৃত করিত এবং স্বর্ণের অন্বেষণে নানা স্থান খনন করিয়া বেড়াইত। একদা কতিপয় খননকারী সুবর্ণ অন্বেষণ করিতে করিতে অকস্মাৎ একস্থানে কয়েক খণ্ড হীরক প্রাপ্ত হইল; কিন্তু হীরক যে কি পদার্থ তৎকালে তাহারা তাহার কিছুই জানিত না। কেবল ঐ অপরিচিত হীরক গুলির অসামান্য ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট প্রস্তর বিবেচনা করিয়া রাখিয়া দিল। অনন্তর উত্তম উত্তম রত্নপরীক্ষকেরা ঐ সমস্ত উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ডবৎ পদার্থের প্রকৃত মর্য্যাদা অবগত হইল এবং তদবধি ঐ স্থান হইতে সুবর্ণের পরিবর্ত্তে হীরক উত্তোলিত হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে গলকণ্ডা প্রভৃতি স্থানে যে সকল হীরকের খনি আছে, তৎসমুদায়ের অধিকাংশই পর্ব্বতের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ঐ প্রস্তরময় পর্ব্বতের অন্তরবর্ত্তী খনি খনন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই জন্য খননকারীরা প্রথমতঃ ঐ প্রস্তরে অগ্নি প্রদান করিয়া ঈষৎ কোমল করিয়া লয়, অনন্তর হীরকের

অন্বেষণ করিতে থাকে। ঐ সকল খনির কোন কোন স্থানে ৮।১০ হাত মৃত্তিকার নীচে হীরক পাওয়া যায়; আর কোন্ কোন স্থানে ১০০।১৫০ হাত মৃত্তিকার নিম্নে হীরক থাকে। ঐ খনি খনন করিতে করিতে খননকারীরা এক এক সময় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হীরক পায় এবং এক এক সময় অন্যান্য প্রকার মণি রত্নাদিও লাভ করে।

হীরক যেমন অপরাপর রত্ন অপেক্ষা বহুমূল্য, তেমনি উহা সকল রত্নের অপেক্ষাই কঠিন। হীরা কেবল হীরা দ্বারাই কাটা যায়, আর কোন পদার্থ দ্বারা উহা কাটিতে পারা যায় না। কাটিবার গুণেই হীরক এত পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল দেখায়। হীরককে অপর হীরক দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিলে উহার ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন প্রথমতঃ উহাকে খনি হইতে উত্তোলন করা যায়, তখন উহার তাদৃশ প্রভা বা সৌন্দর্য্য থাকে না। হীরক মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করা অতিশয় নিপুণতার কার্য্য। কাটিবার তারতম্যে উৎকৃষ্ট হীরারও মূল্য ন্যূন হইয়া যায় এবং সামান্য হীরকেরও মূল্যবৃদ্ধি হয়। সংস্কারকারীরা প্রথমতঃ অন্য হীরক দ্বারা অপরিষ্কৃত হীরক ঘর্ষণ

করিয়া মনোমত আকারে পরিণত করে; অনন্তর ঐ ঘৃষ্ট হীরকের চূর্ণ দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা মার্জ্জিত করিয়া উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত করিয়া থাকে।

হীরকের মূল্য কত অধিক হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; বোধ হয়, এক এক রাজার সমস্ত ঐশ্বর্য্যও এক এক খণ্ড উৎকৃষ্ট হীরকের তুল্যমূল্য হয় না। ব্রেজিলস্থ খনি হইতে একদা ১৭৬০ রতি পরিমাণের এক খণ্ড উৎকৃষ্ট হীরক বাহির হয়; পর্টুগাল দেশীয় নৃপতি ঐ অসামান্য উৎকৃষ্ট হীরক প্রাপ্ত হয়েন। রোমি ডিলাইল নামক এক রত্নপরীক্ষক ঐ হীরার ২৪,০০,০০,০০০ চব্বিশকোটী টাকা মূল্য নির্ণয় করিয়াছিলেন। রুসিয়া রাজ্যের রাণী কেথেরাইন ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৮ রতি পরিমিত একখণ্ড হীরক ক্রয় করেন, উহার মূল্য পাঁচ কোটি টাকা অবধারিত হইয়াছিল। আর এক খণ্ড হীরক একশত পঞ্চত্রিংশৎ কোটী টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

কি জন্য যে হীরকের মূল্য এত অধিক, এতদ্বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন যে, হীরকরত্ন দ্বারা যেমন উৎকৃষ্ট

আভরণাদি প্রস্তুত হইতে পারে, আর কোন রত্নাদিতেই তদ্রূপ হয় না। হীরকের জ্যোতিঃ ও উহার সৌন্দর্য্য চির দিনই সমান থাকে, কোন কালে উহা ম্লান বা হীনপ্রভ হয় না। কেহ কেহ কহেন, যে অন্নের মধ্যে যেমন হীরকের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, আর কোন রত্নেরই সেরূপ পায় না; এই জন্যই উহার মূল্য এত অধিক। অন্যান্য রত্ন নিকট হইতে ভাল দেখায়; কিন্তু হীরক নিকটে ও দূরে তুল্যরূপ সুন্দর। এই জন্যই সকল দেশে ও সকল কালে মনুষ্যজাতি অপরাপর সমস্ত রত্ন অপেক্ষা হীরকের মর্য্যাদা ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সৌর জ্যোতিঃ বা অন্য কোন প্রকার জ্যোতিঃ হীরকে প্রতিফলিত হইলে, ঐ জ্যোতির অন্তর্গত বর্ণ সকল বিভক্ত ও বিযুক্ত হইয়া শক্রধনুর ন্যায় শোভা বিস্তার করে। ফলতঃ সৌন্দর্য্য বিষয়ে অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা হীরক সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। কেহ কেহ এমন মনে করেন যে, অন্যান্য সমস্ত রত্ন অপেক্ষা হীরক দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই উহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এক্ষণে তিন প্রকার হীরক প্রচলিত। কমল,

ওলন্দাজি ও পরব। সর্ব্বাপেক্ষা কমলের মূল্য অধিক। যে হীরকের উভয় পৃষ্ঠ উচ্চ তাহার নাম কমল; যাহার এক পৃষ্ঠ চেপ্টা ও অপর পৃষ্ঠ উচ্চ, তাহার নাম ওলন্দাজী ও যাহার দুই পৃষ্ঠই সমান, তাহার নাম পরব।

সন্তোষ।

সন্তোষ সুখের নিদান। যাহার সন্তোষ নাই তাহার সুখও নাই। কি বাণিজ্য, কি রাজকার্য্য, কি কৃষিকার্য্য, সংসার মধ্যে যিনি যে কোন কার্য্য করুন না কেন, সুখ সকলেরই উদ্দেশ্য; কিন্তু যতক্ষণ মনুষ্য সন্তোষকে সঙ্গী করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি সুখের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না। সন্তোষ আমাদিগের নেতা ও পথ-প্রদর্শক হইয়া সুখধামে লইয়া যায়।

সন্তুষ্ট ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই পরমানন্দ উপভোগ করেন। কি সম্পদ, কি বিপদ, সকল অবস্থাতেই সুখ তাঁহার চিরসহচর রূপে বিরাজ করে। গুরুতর বিপদও কখন তাঁহার শান্তি ও সুখ হরণ করিতে পারে না। তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ বা

বিমর্ষ হয়েন না। অসন্তোষ-বহ্নি কখনই তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে প্রধূমিত হয় না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা শান্তিরসে পরিপূর্ণ,—তাঁহার বদনমণ্ডল নিয়তই প্রফুল্ল।

অনুদ্যোগ বা নিশ্চেষ্টতার নাম সন্তোষ নহে। মনুষ্য যাবজ্জীবন আপনার উন্নতির চেষ্টা করিবে। চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে। যিনি সন্তুষ্টহৃদয়ে স্থৈর্য্যসহকারে উন্নতি লাভের চেষ্টা করেন, অসন্তুষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্তের চেষ্টা অপেক্ষা তাঁহার চেষ্টা শীঘ্র ফলবতী হয়। যে বালক আপনার পিতা মাতা অথবা জ্ঞানদাতাদিগের নিকট হইতে সৎকার্য্য বা সদ্ব্যবহারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করে এবং সেইরূপ কার্য্যদ্বারা আরও অধিকতর পুরস্কার লাভের চেষ্টা পায়, পুরস্কারদাতারাও তাহাকে ক্রমে অধিকতর পুরস্কার দিয়া তাহার উৎসাহবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। আর যে বালক কোন পুরস্কারেই সন্তুষ্ট হয় না, তাহাকে পুরস্কার প্রদানেও লোকের তাদৃশ প্রবৃত্তি হয় না। যে সামান্য খাদ্য পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করে, তাহাকে ভাল খাদ্য দিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে।

যে একখানি জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র পাইয়া আহ্লাদিত হয়, তাহাকে সহজেই একখানি উৎকৃষ্ট বস্ত্র দিতে ইচ্ছা হয়। সন্তুষ্ট পুত্র সর্ব্বদাই পিতা মাতার প্রসাদ-ভাজন, সন্তুষ্টা স্ত্রী নিয়তই স্বামীর প্রীতিভাগিনী এবং সন্তুষ্ট ভৃত্য সর্ব্বদা প্রভুর বিশেষ দয়ার পাত্র হইয়া থাকে। সন্তুষ্ট ব্যক্তি সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু অসন্তুষ্টকে কেহই দেখিতে পারে না।

হুগলীর বাঁধাঘাটের উপর এক ভিখারিণী বাস করিত। সে সকলেরই নিকট ভিক্ষা চাহিত; যে ব্যক্তি দিত তাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিত, আর যে কিছু দিত না, বা দিতে পারিত না, তাহাকেও আশী-র্ব্বাদ করিত। ইহাতে যাঁহারা দানশীল নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অবশেষে তাহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। কাশীর রাজঘাটের উপর একজন ভণ্ড ভিক্ষুক কাহারও দানে সন্তুষ্ট হইত না দেখিয়া, ক্রমে লোকে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিল এবং অবশেষে তাহার উদরান্ন চলা কঠিন হইয়া উঠিল। সন্তোষ গৃহীর সম্বল, উদাসীনের বন্ধু এবং ভিক্ষুকের সহায়। প্রাচীন আর্য্যেরা এই জন্য অসন্তোষকে ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের নাশের

কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে গৃহে পরিবার বর্গের প্রত্যেকেই সন্তুস্ট থাকে, কল্যাণ সেই গৃহে অবিচলিত ভাবে বাস করে,—এই মহাবাক্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সফল হইতে দেখা যায়।

অসন্তোষ যে অকল্যাণের কারণ, সে বিষয়ে অণু-মাত্র সন্দেহ নাই। যাহার সন্তোষ নাই, তাহার ধনেই বা কি, মানেই বা কি আর পরিজনেই বা কি? কিছুতেই তাহাকে সুখী করিতে পারে না। সমুদ্র পান করিলেও যদি তৃষ্ণার শান্তি না হয়, তবে সে অগাধ সমুদ্রের অপরিমেয় জলের ফল কি? পরন্তু যাহার তৃষ্ণা একবিন্দু মাত্র জল পান করিলেই শান্ত হয়, সেই জলবিন্দুই তাহার পক্ষে সিন্ধুর কার্য্য করে।

নিঃস্ব অসন্তুষ্ট ব্যক্তি মনে করে, আমি শত মুদ্রা পাইলে সুখী হইব; কিন্তু শত মুদ্রা পাইলে সে সহস্র মুদ্রার আশা করে, সহস্র পাইলে মনে, করে, হাজারে কি হইবে? যদি লক্ষ টাকা পাই, তবেই সুখী হইতে পারি; কিন্তু যদি কোন উপায়ে সে লক্ষ টাকাই পায়, তখন দেখে যে লক্ষ টাকায় তাহার অর্থ-তৃষ্ণার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না বরং তাহা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তখন

সে মনে করে, যদি কোন একটী রাজ্য পাই, তাহা হইলে সুখী হইতে পারি ; যদি কোন সুযোগে সে ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হয়, তখনও সে দেখে যে, তাহার আশাবায়ু আরও প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইয়া তাহার মনকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, তাহার বিষয়তৃষ্ণা পূর্ব্বাপেক্ষা শত সহস্রগুণে বলবতী হইয়াছে। তখন সে বিষয়-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি বাসনায় [illegible]মত্তের ন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া অস্থির ভাবে দুরাশার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে থাকে, লব্ধরাজ্য আর তাহাকে সুখী করিতে পারে না, সে তখন মনে করে, কি প্রকারে আমি একচ্ছত্রী হইব, কিরূপে সসাগরা সমস্ত ধরা আমার শাসনাধীন হইবে ; কিন্তু সে যদি ঘটনাসূত্রে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে, তথাপি সে কখনই সুখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না। সে যতই সুখের জন্য প্রধাবিত হয়, সুখও তাহার নিকট হইতে তত দূরে প্রস্থান করে—কখনই ধরা দেয় না। মরুদেশের মধ্যে তৃষ্ণাতুর পথিকগণ যেমন জলভ্রমে মরীচিকার অনুসরণে বিপন্ন হইয়া থাকে, তাহারও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। সে যাহাকে সুখ মনে করে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সুখ নহে, সুখের

ছায়া মাত্র, সুতরাং তদ্দারা সুখতৃষ্ণার শান্তি হইতে পারে না।

কৃতজ্ঞতা।

কোন ব্যক্তি কাহারও কোন উপকার করিলে সেই উপকার স্বীকার করার নাম কৃতজ্ঞতা। আর তাহা অস্বীকার করার নাম কৃতঘ্নতা। কৃতজ্ঞতা মানবজাতির একটি প্রধান ধর্ম্ম। উহা এমনই স্বভাব-সিদ্ধ যে, পশ্বাদিতেও উক্ত ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যে পরোপকার, মনুষ্যকে পৃথিবীতে দেবতুল্য করিয়া রাখিয়াছে, যাহা পুণ্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, কৃতজ্ঞতা সেই পরোপকার ধর্ম্মের জননী ও পোষণকর্ত্রী। কৃতজ্ঞতা না থাকিলে সংসারে পরোপকারধর্ম্ম ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না। যদি সকল লোকেই কৃতঘ্ন হইয়া উপকারী ব্যক্তির অপকার করে, তাহা হইলে হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিবর্গের উৎসাহানল ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়ে, সন্দেহ নাই। প্রকৃত পর-হিত-ব্রত ব্যক্তি প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় কাহারও

উপকার করেন না; পরন্তু তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র উপচিকীর্ষাপরতন্ত্র হইয়াই লোকের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃতজ্ঞতা যে তাঁহাদের উৎসাহানলের ইন্ধনস্বরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত ইন্ধন যতই অধিকতর নিক্ষিপ্ত হইবে, উপকারী ব্যক্তির উৎসাহানলও তত অধিকতর প্রদীপ্ত হইতে থাকিবে।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি যে কেবল আপনিই অন্যের নিকট হইতে উপকার লাভে বঞ্চিত হয়, এমন নহে—অন্যকেও বঞ্চিত করে। কোন পুত্র যদি পিতার উপকারের অপলাপ করিয়া তাহার বিপরীতাচরণ করে, কোন ছাত্র যদি আচার্য্যের নিকট কৃতঘ্নতা প্রকাশ করে, কোন প্রভুর একজন ভৃত্য কি অমাত্য যদি কৃতঘ্ন হয়, তাহা হইলে কেহ কি আর অন্য পুত্র, ছাত্র বা ভৃত্যকে বিশ্বাস করিয়া তদ্রূপ যত্ন সহকারে লালন পালন, শিক্ষাদান ও মমতাপ্রদর্শন করিতে পারেন? কখনই নহে। তাঁহারা মনে করেন যে, একজন যখন কৃতঘ্নতাচরণ করিল, তখন আর একজনের পক্ষেই বা তাহা অসম্ভব হইবে কেন? এই বিবেচনায় ক্রমে তাঁহাদিগের উৎসাহানল মন্দীভূত হইতে থাকে, আর

সেই একজন অপাত্রের দোষে বহু জনের অনিষ্ট হয়। এইজন্য ভারতবর্ষীয় আচার্য্যদিগের প্রণীত ব্যবস্থাগ্রন্থে অন্যান্য সমস্ত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে; কিন্তু কৃতঘ্নতার কোন নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই।

অকৃতজ্ঞ মনুষ্য প্রকৃত-প্রস্তাবে মনুষ্য-পদবাচ্য হইতেই পারে না। কৃতজ্ঞতা-বিহীন হইলে আমাদিগের আর কোন ধর্ম্মই থাকে না। এই পরমধর্ম্ম রাজা প্রজা, পিতা পুত্র, ধনী দরিদ্র, দুর্ব্বল প্রবল ও মূর্খ পণ্ডিত সকলেরই থাকা আবশ্যক। দরিদ্র যে কেবল ধনীর নিকট হইতেই উপকৃত হয়, এমন নহে, দুর্ব্বল যে কেবল প্রবলের উপকার প্রত্যাশা করেন তাহা নহে, পণ্ডিত ব্যক্তিই যে মূর্খের উপকার করিতে পারেন এমন নহে, প্রভু যে কেবল ভৃত্যের উপকারী হইতে পারেন, এমনও নহে! ইহলোকে পরস্পর সকলে সকলের উপকার করিতে পারেন এবং সকলেই সকলের নিকট হইতে উপকৃত হইতে পারেন। কোন দরিদ্র কর্ত্তৃক কোন ধনীর এক একবার এমন উপকার হইয়া থাকে যে, তাহার তুলনা হইতে পারে না। এক এক সময় কোন দুর্ব্বল কোন বলবানের

এরূপ উপকার করিতে পারে যে, চির-জীবনেও সে তাহা পরিশোধ করিতে পারে না এবং এক একজন মূর্খের দ্বারাও কখন কখন এক একজন পণ্ডিতের এতাদৃশ হিতসাধন হইয়াছে যে, শত পণ্ডিত একত্র হইলেও তাহা সংসাধন করিতে সমর্থ হইতেন না। কখন কখন দাস কর্ত্তৃক প্রভুর ঈদৃশ উপকার হয় যে, চির-জীবনেও তিনি তাহা পরিশোধ করিতে সমর্থ হন না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম প্রভৃতি জড় বস্তু দ্বারাও আমাদিগের উপকার হইয়া থাকে। অতএব আমাদিগের পরস্পরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক। কৃতজ্ঞতা-বিহীন হইলে আমাদিগকে পরস্পরের নিকট কর্ত্তব্য বিহীন হইয়া থাকিতে হয়।

জ্ঞান বিদ্যা ও ধন রত্নাদি দ্বারা যাঁহারা আমাদিগের উপকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা যে কৃতজ্ঞ থাকিব, তাহার ত কথাই নাই; কিন্তু এক এক সময় আমরা পশু পক্ষী ও বৃক্ষ পর্ব্বতাদির নিকট হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। গো, মেষ, মহিষাদির পরিশ্রমে ও দুগ্ধে আমাদিগের কতই উপকার সাধিত হইয়া থাকে!

অনেক জীব জন্তুর মৃত শরীরের অস্থি, চর্ম্ম ও লোমাদি হইতেও আমরা নানারূপে উপকৃত হই। অনেক বিহঙ্গের মধুর রবে অনেক সময় আমাদিগের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইয়া থাকে। কোন কোন পক্ষীর আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া আমরা কত আনন্দ প্রাপ্ত হই। দূরতর গহন কাননের কত শত লতা পাতায় যে আমাদিগের কত শত অসাধ্য ও উৎকট রোগের শান্তি হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। সময়বিশেষে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত মৃতসঞ্জীবনীশক্তি ধারণ পূর্ব্বক কত লোকের জীবন দান করে! আমরা কোন তরুর ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, কোন বৃক্ষের পুষ্পের গন্ধে পুলকিত হইতেছি, কত স্নিগ্ধছায়া-তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা পথশ্রান্তির অপ-নোদন করিয়া থাকি। নিখিল পৃথিবীব্যাপী স্বভাব-পরিশুদ্ধ বায়ু অনুক্ষণ আমাদের জীবনরক্ষা করিতেছে। স্থানবিশেষে কত অদৃষ্টপূর্ব্ব জড়পদার্থ, এবং নদ নদী বৃক্ষ পর্ব্বতাদির পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা পুত্রশোক পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া থাকি। অতএব অচেতন ও নির্জীব পদার্থের নিকটও আমা-দিগের সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ভারতবর্ষ মধ্যে এই পরম ধর্ম্ম চিরদিনই অতি যত্নপূর্ব্বক পালিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আর্য্য সন্তানেরা উপকারী ব্যক্তির জীবনান্তেও তৎকৃত উপকার বিস্মৃত হয়েন না ও হইতে পারেন না। আর্য্যাবর্ত্তের যেখানে যাইবে, সেইখানেই ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, পরোপকারী, স্বদেশহিতচিকীর্ষুদিগের কীর্ত্তি-স্তম্ভ, সমাধিমন্দির, পীঠ, পাট, আখড়া, মঠ ও আসনাদি বহুবিধ স্থান দেখিতে পাইবে; বর্ষে বর্ষে অনেক স্থানে অনেক দেশহিতৈষী মহাজনগণের উদ্দেশ্যে অনেক প্রকার মেলা, মহোৎসবাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশেই আর্য্যেরা শ্রদ্ধাবান হইয়া বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে ও দিন দিন, পিতা মাতা, গুরু আচার্য্যাদির শ্রাদ্ধ তর্পণ ও স্মরণ-মনন করিয়া থাকেন। হিন্দুজাতির শুভাশুভ সকল কার্য্যেই পরলোকগত গুরুজনকে সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চনা ও আরাধনা করিবার রীতি দৃষ্ট হয়। এতাদৃশ শ্রদ্ধাবান ও কৃতজ্ঞতাশীল আর্য্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবিত পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি যাহারা অশ্রদ্ধা অথবা কৃতঘ্নতা প্রকাশ করে, তাহারা মনুষ্যকুলের কলঙ্কস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ কৃতজ্ঞতাধর্ম্মে যেমন দায়াধিকার দেখিতে পাওয়া যায়, আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। একজন ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত কি রোগার্ত্তকে দেখিলে আপনা হইতে যেরূপ দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহার হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র পরিজন বা প্রতিবেশীকে দেখিলে কখন সে প্রকার হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নহে; কিন্তু কৃতজ্ঞতা এমনই পদার্থ যে, উহা বংশপরম্পরা, দেশপরম্পরা ও জাতিপরম্পরাগত হইয়া ব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধ, চৈতন্য, হাউয়ার্ড, হাতেম, লুথর ও রামমোহন প্রভৃতি যে সকল উপচিকীর্ষাপরতন্ত্র মহাপুরুষ পরোপকারের জন্য স্ব স্ব সুখ স্বচ্ছন্দতা, ধন মান, যশঃ পৌরুষ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা পরের জন্য আপনাদিগের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশ, কুল, জাতি ও দেশ পর্য্যন্ত কি আমাদিগের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার স্থল নহে? চৈতন্যের জন্য নবদ্বীপ তীর্থ, বুদ্ধের নিমিত্ত অনেক স্থান পবিত্র হাওয়ার্ড ও লুথরের জন্য ইউরোপ ধন্য, এক রামমোহন রায়ের জন্য এই বঙ্গবাসীরা মান্য ও গণ্য। কোন কোন সদাশয় ইংরেজ আসিয়া আমাদিগের উপকার

করিয়াছেন বলিয়াই, আমরা আজীবন সমগ্র ইংরেজজাতি ও ইংলণ্ডের নিকট কৃতজ্ঞ। অতএব যে ধর্ম্ম মনুষ্যের রক্ত অস্থি মজ্জার সঙ্গে সম্মিলিত, যাহা প্রাণান্তে বিলুপ্ত হয় না, সেই ধর্ম্মে অনধিকারী হওয়া বিশেষ বিড়ম্বনা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়।

জগদীশ্বর পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুকে যে এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অধিকারী করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাঁহারা পশ্বাগারে কি নাট্যশালায় কোন প্রকার পশু-ক্রীড়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। যাঁহারা কলিকাতা গড়ের মাঠে ব্যাঘ্রে ও মনুষ্যে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, ভীষণ-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া একজন মনুষ্যের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে, কখন তাহার হস্ত গ্রাস করে, কখন বা তাহার মস্তক পর্য্যন্ত গ্রাস করে ; কিন্তু কখনই তাহাকে আঘাত করে না। ইহার কারণ কি ? সেই মনুষ্য তাহার আহারদাতা ও রক্ষা-কর্ত্তা বলিয়া সেই হিংস্র শ্বাপদ তাহার অনুগত।

কোন জমিদারের বাড়ীর এক মাহুত হস্তীর দানা হইতে ক্রমাগত তণ্ডুল চুরি করিয়া রাখিত, এজন্য

হস্তীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না; ক্রমে হস্তী দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দানা খাইবার সময় সে সেই লুব্ধ হস্তিপকে নানা প্রকার অসন্তোষ ও ক্রোধের চিহ্ন প্রদর্শন করাতেও তাহার চৈতন্য হইল না। একদিন যখন সেই মাহুত দানা দিতে আসিল, তখন হস্তী অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া শুণ্ডাঘাতে তাহাকে বধ করিল এবং উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ আরও অনেক প্রাণিহত্যা ও দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল; কেহই তাহার নিকট যাইতে পারিল না। এমন সময় সেই মৃত মাহুতের শোকার্ত্ত স্ত্রী, পতি-শোকে উন্মত্তা হইয়া সেই মত্ত হস্তীর সম্মুখে গিয়া ভূপতিত হইল এবং স্বীয় একটি পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে তাহার পদতলে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে সেই মত্ত হস্তী সেই বালককে শুণ্ডে ধারণপূর্ব্বক আপনার পৃষ্ঠের উপর বসাইল এবং তাহার মাতাকে শুণ্ডে ধারণ করিয়া উঠাইয়া দিয়া স্থিরভাব ধারণ করিল। অতঃপর সেই বালক তাহার মাহুত হইয়া তাহার পায়ে শৃঙ্খল প্রদান করিল। সেই মাহুতপত্নীর আর্ত্তনাদ ও রোদন দেখিয়া হস্তীর চক্ষে জলধারা পড়িয়াছিল।

কৃতজ্ঞতার অদ্ভুত প্রভাবের আর অধিক কি পরিচয়

দিব; যে পশুরাজ সিংহ করাঘাতে করিকুম্ভ বিদীর্ণ করিয়া তাহার মস্তিষ্ক ভক্ষণ করে, তাহাকেও আপনার রক্ষক ও প্রতিপালকের পদ লেহন করিতে দেখা গিয়াছে।

অতএব পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীব জন্তু যে ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা উপকারীর অনুগত ও বশীভূত থাকে, সর্ব্বগুণোপেত মানব-সন্তান যদি তাদৃশ পরম ধর্ম্মে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহারা পশ্বাদিকে ইতর প্রাণী বলিয়া ঘৃণা করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ফলতঃ তাদৃশ মনুষ্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাক্ষস পদবাচ্য।

ধূমকেতু।

আকাশস্থ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহের মধ্যে ধূম-কেতু অতি অদ্ভুত পদার্থ। যাহারা উহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেনা, তাহারা কত কথার কল্পনা ও জল্পনা করে। কিন্তু পণ্ডিতগণ এতৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইয়া অনেক তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের মধ্যে যদিও ধূম-

কেতু সংক্রান্ত বিশেষ কোন কথা দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তত্তৎ-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যে পৌরাণিকদিগের ন্যায় উহাকে আধিদৈবীশক্তি-সম্পন্ন অমঙ্গলজনক পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিতবর টাইকোব্রেহী ধূমকেতুর প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের সূত্রপাত করেন তিনি একটি ধূমকেতুর উদয় স্থান পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া পৃথিবী হইতে তাহাকে চন্দ্র অপেক্ষা দূরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার পর তদীয় শিষ্য জ্যোতির্বিৎ কেপলারও উক্ত তত্ত্বের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করেন।

তদনন্তর বিশ্ববিখ্যাত সার আইজ্যাক্ নিউটনের বন্ধু এবং সমকালবর্ত্তী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার হেলী ধূমকেতুর উদয়াস্ত সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব সকল নিরূপণ করেন। ধূমকেতুর কক্ষবৃত্ত অর্থাৎ ভ্রমণের পথ যে অণ্ডাকার তাহা নিউটন প্রকাশ করেন; কিন্তু হেলী উহাদিগের গতির ভাব ও সময় পর্য্যন্ত নির্ণয় করেন।

ধূমকেতুদিগের উ[illegible]স্ত বড়ই অনিশ্চিত ও

অনিয়মিত। কোন কোন ধূমকেতু বহুকালের পর, এমন কি দুই তিন শত বৎসর পরে পরিদৃষ্ট হয়, আবার কোন কোনটা অতি শীঘ্রই উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা কোন কোন ধূম-কেতুর কক্ষের ভাবগতি দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ সকল ধূমকেতু আমরা আর কখনই দেখিতে পাইব না। তাহারা নিরন্তরই অসীম আকাশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। কখনই ফিরিয়া আসিবে না।

গ্রহ উপগ্রহের কক্ষের যে প্রকার আকৃতি, ধূমকেতুর সে প্রকার নহে; উহারা অতি বিশাল বৃত্ত-পথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। ঘুরিতে ঘুরিতে উহারা কখন সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয় এবং কখন বা অতি দূরবর্ত্তী গ্রহের পথ অতিক্রম করিয়াও প্রস্থান করে। অধ্যবসায়শীল জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা এতাদৃশ অনির্দ্দিষ্ট দূরবর্ত্তী পদার্থের মধ্যে অনেকের উদয়াস্তের কাল নিরূপণ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ কোন কোন ধূমকেতুর বিস্তীর্ণ পুচ্ছবিশিষ্ট শরীরের পরিমাণ পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক একটি

ধূমকেতু গ্রহদিগের বিপরীত পথেও ভ্রমণ করে। তাহারা অনেকে অনেক সময় গ্রহদিগের ন্যায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে এবং কখন কখন কোন কোনটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে যায়। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যত ধূমকেতু পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের গতি ঐরূপ দৃষ্ট হয়।

কখন কখন গ্রহদিগের আকর্ষণ বলে কোন কোন ধূমকেতুর গতির নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। গণনায় যখন তাহাদের উদয়কাল অবধারিত হয়, ঠিক সে সময় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এক এক সময় এক এক ধূমকেতু এক এক গ্রহের অতি নিকট দিয়া গমন করে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কখনই তদ্দ্বারা সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত বা বিশৃঙ্খলা ঘটে না। আমাদিগের এই পৃথিবী, সাগর, ভূধর, কানন, জনপদ, গ্রাম, নগর, নদ, নদী ও অসংখ্য জীব জন্তু পৃষ্ঠে লইয়া যে পথে প্রতি ঘণ্টায় সহস্র সহস্র ক্রোশ প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে, কখন কখন কোন কোন ধূমকেতু সেই পথের মধ্য দিয়াও অসীম আকাশমার্গ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় ধূমকেতুরাও জড়-

পিণ্ড; কিন্তু উহারা গ্রহাদি অপেক্ষা কিছু লঘু। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহাদিগের পুচ্ছের আলোক ভেদ করিয়া অষ্টি বা মূলস্থান পর্য্যন্ত দেখা যায়, আর স্পেক্ট্রস্কোপ্ নামক যন্ত্র দিয়া দেখিলে ঐ অষ্টি ভেদ করিয়া নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেখা যায়।

উহাদিগের উদয় ও অস্তকালে পুচ্ছদেশ কিছু কম উজ্জ্বল বোধ হয়; কিন্তু যতই সূর্য্যের নিকট আইসে ততই উহাদের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। ঐ অবস্থায় কোন কোনটার উচ্চ পুচ্ছ আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যাপ্ত হয়।

সকল স্থান হইতে উহাদিগের পুচ্ছের আকার ও উজ্জ্বলতা সমান দৃষ্ট হয় না। যেখানে বায়ু ও বাষ্প যত নির্ম্মল থাকে, সেখানে উহাদের পুচ্ছ তত বৃহৎ ও পরিষ্কৃত দেখায়। যাহা হউক ধূমকেতু যে আকাশের অপরাপর জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের ন্যায় জড়পদার্থ এবং এক নিয়মের অধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনভিজ্ঞ লোকেই উহাদিগকে অমঙ্গলদায়ক অদ্ভুত কাণ্ড বলিয়া প্রত্যয় করে।

ক্ষমা।

ক্ষমা পরম ধর্ম্ম। ক্ষমা তপস্বীর ভূষণ, ধার্ম্মিকের জীবন এবং অপরাধীর শরণ। এই দোষময় মনুষ্য-লোকে ক্ষমা না থাকিলে আর কাহার ও নিস্তার ছিল না। পাপ তাপের আধার পশ্বাচারী পরিমিত-শক্তি মানবগণ ক্ষমার প্রভাবে দেবতুল্য হইয়া থাকে। যিনি কখন কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া কোন সাধুর স্থানে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন যে ক্ষমাবান মনুষ্য দেবতুল্য কি না।

একদা কোন সাধু কোন অপরাধীকে ক্ষমা করিলে সেই অপরাধী সাধুকে বলিল, "আমি আপনাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?" সাধু কহিলেন, "তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তুমি আমার ক্ষমা ভুলিবার পূর্ব্বে আমি তোমার অপরাধ ভুলিয়া যাই।"

কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি নির্ব্বোধ, কি সুবোধ, কি রাজা, কি প্রজা, কি দাস, কি প্রভু, কি ধনী, কি দরিদ্র, ক্ষমা সকলেরই সুহৃদ, সকলেরই শরণ্য ও সকলেরই আশ্রয়।

মনুষ্য যতই পণ্ডিত, যতই জ্ঞানী, আর যতই বুদ্ধি-

মান্ বা ধনশালী হউন না কেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন প্রভৃতি সকলই পরিমিত ও অপূর্ণ, তিনি যাবজ্জীবন যে কাহারও নিকট কোন বিষয়ে দোষী হইবেন না, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কখন কত পণ্ডিতকে কত মূর্খের নিকট অপরাধী হইতে হয়, কখন কত জ্ঞানীকে কত অজ্ঞানের নিকট অপরাধ করিতে দেখা যায়, কত রাজা প্রজার নিকট অপরাধ করেন, আর অধিক কি বলিব, কত গুরুও শিষ্যের স্থানে কৃতাপরাধ হইয়া থাকেন। অতএব পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা না করিলে সংসার মধ্যে কখনই শান্তি, সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আমরা কথায় কথায় রাজবিদ্রোহ, আত্মবিচ্ছেদ, সুহৃদ্ভেদ, গৃহবিচ্ছেদ দেখিতে পাই এবং সমাজ হইতে শান্তি, সৌহার্দ্দ ও সদ্ভাব প্রভৃতি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে।

মানুষে মানুষে যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক, অভিন্ন আকারের দুইজন মনুষ্য কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও সকল মনুষ্যেরই দুই হাত, দুই পা ও দুই চক্ষু এবং নাসিকা, কর্ণ, প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আছে, কিন্তু একজন মানুষ কখনই আর একজনের মত নহে;

কোটী লোকের মধ্য হইতেও আপনার পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিয়া লওয়া যায়। সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধে যদিও সকল মনুষ্যেরই বুদ্ধি জ্ঞান, ও মায়া মমতাদি আছে বটে; ঐ সকল বিষয়ে একজন কদাচ অপরের তুল্য নহে। বাহ্য অবয়বও যেমন সকলেরই বিভিন্ন আভ্যন্তরিক গঠনও সেইরূপ সকলেরই পৃথক। অতএব কি স্বদেশ, কি বিদেশ আমরা যখন যেখানে থাকিয়া কি বাণিজ্য, কি রাজকার্য্য, কি কৃষিকার্য্য যে কোন কার্য্য করি, আমাদিগকে বহুবিধ বিরুদ্ধস্বভাব, বিরুদ্ধপ্রবৃত্তি ও বিচিত্রচরিত্রের লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল কার্য্য সংসাধন ও সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে হয়। একজনের যাহা প্রিয়, আর একজনের তাহা অপ্রিয়, এক ব্যক্তির যাহা ভাল, আর এক ব্যক্তির তাহা মন্দ। এমন কি এক পরিবারের মধ্যেই পিতা পুত্র ও ভ্রাতা ভগিনী এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একপ্রকার রুচি বা এক প্রকার ইচ্ছা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বদাই পরস্পর পরস্পরের ত্রুটি, অপরাধ ও দোষ মার্জ্জনা করিয়া চলিতে হয়; ইহাতে নরলোকে ক্ষমা না থাকিলে কি আর তিলার্দ্ধমাত্র কেহ শান্তির মুখাবলোকন করিতে

পাইত! কখনই নহে; কেবল ক্ষমাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া এই সমস্ত বিষম বৈষম্যের সমতা সাধন করিয়া দেন। প্রাচীন আর্য্যেরা এই বসুন্ধরার ভার-সহিষ্ণুতা-শক্তি দেখিয়া তাহার একটী নাম ক্ষমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং হিন্দুজাতি তাঁহাদিগের মতে দুর্গমে রক্ষাকর্ত্রী দুর্গাদেবীকে ক্ষমা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

ক্ষমাশীল সাধু ব্যক্তিরা আপন হৃদয়ে যে বিমলানন্দের উপভোগ করেন, দণ্ডদাতা প্রতিহিংসাকারীরা তাহা কখন স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারেনা।

কোন ব্যক্তি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কাহারও কোন অনিষ্ট সাধন করিলে লোকে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে হয় তাহাকে উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রদান করে, নতুবা তাহাকে ক্ষমা করে। যে দণ্ড প্রদান করে, তাহার প্রতি সেই অপরাধীর বিশেষ বিদ্বেষ জন্মে এবং তাহাকে প্রতিদণ্ড দিবার চেষ্টা পায় আর সেই দণ্ডদাতার প্রাণের মধ্যেও "কি জানি এই দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সময় পাইলেই আমাকে ইহার প্রতিদণ্ড প্রদান করিবে" এইরূপ একটী আশঙ্কা আসিয়া প্রবেশ করে, এবং ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। যদি সেই ব্যক্তির মনে

কিছুমাত্র দয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বৈর-নির্য্যাতন জন্য তাঁহার মনে অবিলম্বে কতই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। এরূপ আত্মগ্লানি যে কিরূপ অসহ্য ও যন্ত্রণাদায়ক তাহা যাহার হয় সেই জানে। অনেক মনুষ্য ঈদৃশ আত্মগ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া, অনেক সময় উন্মাদ-গ্রস্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছে। অনেকে এই অসহ্য যন্ত্রণাতে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যে, ক্ষমাশীল পুরুষ আপনার প্রকৃতিগুণে কোন অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তাঁহার প্রতি সেই অপরাধীর যাবজ্জীবন ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে এবং সে যাবজ্জীবন সেই সাধুর প্রত্যুপকারের চেষ্টা করে। সেই ক্ষমাশীল ব্যক্তিও সেই দোষমার্জ্জ-নার জন্য চিরদিন আপনার মনে অননুভূতপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ-সুখ ভোগ করিয়া আনন্দিত হন। তাদৃশ বিমলানন্দ যে কি প্রকার, তাহা ভোগ না করিলে জানা যায় না।

যদিও ইহ-সংসারের বর্ত্তমান বিকৃত অবস্থায় সমাজের শান্তি রক্ষার জন্য দণ্ডবিধান রাজধর্ম্মানু-মোদিত, কিন্তু ক্ষমা যে সাক্ষাৎ শান্তি, সাক্ষাৎ দেবী ও সাক্ষাৎ সুখ সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উদ্যোগ।

উদ্যোগ আমাদিগের সমস্ত শ্রী সৌভাগ্য ও উন্নতির মূল। যেমন ঘৃত, লবণ, তৈল ও তণ্ডুলাদি সমস্ত উপকরণের সদ্ভাব থাকিলেও অগ্নির সহায়তা ভিন্ন কোন ক্রমেই অন্নাদি প্রস্তুত হইতে পারে না, সেইরূপ আমাদিগের বুদ্ধি, সাধ্য, সহায়, সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত উপায় সত্তেও যদি কোন কার্য্যে আমাদিগের যত্ন ও চেষ্টা না থাকে; তাহা হইলে কখন আমরা সে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি না।

যে কার্য্য বহু চেষ্টায় সিদ্ধ হয় এবং যে বস্তু অনেক যত্নে লাভ করা যায়, তাহা অতিশয় সুখকর ও সন্তোষজনক হয় বলিয়া জগদীশ্বর আমাদিগের প্রায় সকল প্রয়োজনই যত্ন-সাপেক্ষ করিয়াছেন। বিনা যত্নে আমাদিগের প্রায় কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। আমরা কত অজ্ঞাতপূর্ব্ব খনি হইতে বহুবিধ বহুমূল্য রত্ন লাভ করিয়া কত প্রকার গৃহের সজ্জা ও অঙ্গের ভূষণ প্রস্তুত করিতেছি, অতলস্পর্শ সমুদ্রের গভীর গর্ভ হইতে মুক্তাফল সঞ্চয় পূর্ব্বক কত কর্ণাভরণ ও কণ্ঠাভরণ প্রস্তুত করিতেছি, কত

যৎসামান্য বনচর পশু এবং নগণ্য ও জঘন্য কীটাদির ঊর্ণা তন্তু ও লোমাদি দ্বারা কত প্রকার বহুমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছি, কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে খনির হীরক রত্নাদি খনিতেই থাকিত, সমুদ্রের মুক্তা সমুদ্রেই থাকিত এবং এই সমস্ত শাল, বনাত, সাটিন, মখমলাদি নানাবিধ বস্ত্রাদি কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না।

আমরা যদি চেষ্টাশূন্য হইয়া কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম. তাহা হইলে এই সকল চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ খাদ্য দ্রব্য আমরা কোথায় পাইতাম, বৃক্ষ হইতে আমরা ফল পাইয়া থাকি এবং ক্ষেত্র হইতে ধান্যাদি শস্য পাইয়া থাকি বটে; কিন্তু তাহাও যত্ন সাপেক্ষ। বিনা যত্নে বৃক্ষ কখন ফল আনিয়া আমা-দিগের মুখমধ্যে প্রদান করে না, ক্ষেত্র কখন আমা-দের গৃহে শস্য আনিয়া দেয় না। অবঘাত পূর্ব্বক ধান্যকে নিস্তুষ না করিতে পারিলে তণ্ডুল পাওয়া যায় না। ঘূর্ণিতে পেষণ না করিলে সর্ষপ হইতে তৈল নির্গত হয় না, দুগ্ধ ও দধি, মন্থন না করিলে কখন তাহা হইতে নবনীত ও মাখন উৎপন্ন হয় না।

বিশেষতঃ এক এক ফলের রসে যে অমৃতোপম খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়, এক এক শস্য হইতে যে সমস্ত উপাদেয় পিষ্টকাদি হইয়া থাকে, আমরা কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া যত্ন-শূন্য থাকিলে তৎসমুদয় কিরূপে আমাদিগের হস্তগত হইত? আমরা যদি যথাসময়ে ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন না করি, তাহা হইলে সেই উর্ব্বরা ভূমি ও শস্যোৎপাদক বীজ সত্তেও আমাদিগকে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। মনুষ্য যদি চেষ্টা-বিহীন থাকিত, তাহা হইলে দেশ দেশান্তরে ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে নানাজাতীয় বৃক্ষ লতাদি থাকিতেও কেহ এই-রূপ নেত্ররঞ্জন উদ্যানের শোভা দেখিতে পাইত না এবং একস্থানে বসিয়া নানা স্থানের নানা জাতীয় ভোগ্য বিষয় ভোগ করিতে সমর্থ হইত না। কি বাণিজ্য, কি রাজকার্য্য, কি কৃষিকার্য্য, উদ্যোগ না থাকিলে সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। উদ্যোগই এই সমস্ত কার্য্যের মূল ও জীবনস্বরূপ।

যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত অচেতন ভৌতিক পদার্থ পর্য্যন্ত অনুক্ষণ ঈশ্বরের

নিয়মের অধীন থাকিয়া আপন আপন কার্য্য করিতেছে, কেহই বসিয়া নাই, তখন জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্যগণের নিশ্চেষ্ট থাকা কখনই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমোদিত নহে।

যত্নশীল উদ্যোগী পুরুষ কিছুই অসাধ্য মনে করেন না। দুঃসাধ্য তাঁহার নিকট সুসাধ্য হয়, দূরকে তিনি নিকট দেখেন এবং দুর্গমকে সুগম মনে করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ম্মস্থান, সকল সময়ই তাঁহার শুভদিন, যথায় তথায় তাঁহার অর্থ ও সকল স্থানই তাঁহার উপার্জ্জন স্থান। তিনি মৃত্তিকাকে সুবর্ণ করিতে পারেন এবং জঘন্য ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে সমধিক সুন্দর ও মূল্যবান করিতে সমর্থ হয়েন। এই জন্য "চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই" এই একটী কথা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। কত উদ্যোগী পুরুষসিংহের প্রযত্নে কত অপরিজ্ঞাত দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কত দূরারোহ পর্ব্বতের শিখর পর্য্যন্ত পরিমিত হইয়াছে, অগম্য আকাশের দূরস্থিত গ্রহ উপগ্রহাদির আকৃতি, গতি ও পরিমাণাদি অবধারিত হইয়াছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত কত গূঢ় খনি হইতে কত বহুমূল্য রত্নের উদ্ধার হইয়াছে এবং কত শত প্রস্তরের হৃদয়-নিহিত

অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্র বিচিত্র আসিয়া মনুষ্যচক্ষুর গোচর হইয়াছে। যত্নদ্বারা সামান্য লৌহও স্বর্ণতুল্য মূল্যবান হইতে পারে, মৃত্তিকাও স্পর্শমণির গুণ ধারণ করে এবং সামান্য প্রস্তরখণ্ডও রত্নের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়।

এক এক জন মনুষ্যের যত্নে ও চেষ্টায় পৃথিবী-মধ্যে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদিত ও সুসিদ্ধ হইয়াছে, প্রত্যক্ষ না করিলে তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বলিয়া বোধ হইত। একমাত্র চৈতন্যদেবের চেষ্টায় এই বঙ্গদেশ ধর্ম্মবিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, অদ্যাপি সেই প্রেমের হিল্লোলে নবদ্বীপাদি স্থান টলমল করিতেছে। প্রবুদ্ধ বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশের অধিক স্থানকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এক রামমোহন হইতে বঙ্গের খ্যাতি অদ্যাপি সুশিক্ষিত ইউরোপের মধ্যে গভীর নাদে নিনাদিত হইতেছে। যে মহম্মদীয় জয়পতাকা এক সময় ইউরোপের অন্দলুস (স্পেন) হইতে মহাচীনের কূটস্থান পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়াছে, কেবল এক মহম্মদের ঐকান্তিকী চেষ্টাই তাহার মূল। যে বজ্রদংষ্ট্র মহারাষ্ট্রের নামে এক সময় ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছে, যাহাদিগের শাসনে জলের কুম্ভীর ও অরণ্যের

ব্যাঘ্রও আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, একমাত্র নর-শার্দ্দূল মহাপ্রতাপ শিবাজীর যত্নে সেই রাজ্যের উৎপত্তি হয়। শিখ সম্প্রদায়ের কালান্তক-যম-সম আকালি ও খালসা সৈন্য কেবল মহাবীর রণজিৎ সিংহের চেষ্টাতেই সম্ভূত হইয়াছিল।

যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এক এক সময় মূর্খকে পণ্ডিত হইতে দেখা যায়, কত দরিদ্রকে ধনী হইতে দৃষ্ট হয়, দুর্ব্বলকে সবল হইতে দেখা যায় এবং চিররোগীকেও সুস্থ শরীরের আদর্শ হইতে দৃষ্ট হয়।

গ্রীস দেশীয় ডিমস্‌থিনিস কেবল স্বীয় চেষ্টায় জগদ্বিখ্যাত বক্তা হইয়াছিলেন। মিয়া তানসানের দৌহিত্র, গর্দ্দভস্বর বাজখাঁ আপন যত্নে অদ্বিতীয় গায়ক হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, নৈষধ-প্রণেতা শ্রীহর্ষ ও মহাকবি কালিদাস কোন কারণবশতঃ একমাত্র অধ্যবসায়ের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া অতি মূর্খের অবস্থা হইতে অসামান্য পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

যত্নশীল ও উদ্যোগী পুরুষ কোন বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও তাহাতে নিরু-

দ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া এককালে চেষ্টাশূন্য হয়েন না। চেষ্টাই তাঁহার আনন্দ, উদ্যোগই তাঁহার লাভ। যত্নদ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও তাহাতে যে দোষ নাই, এ প্রাচীন মহাবাক্যের মূল্য উদ্যোগী যত্নশীল পুরুষই বুঝিতে পারেন, নিশ্চেষ্ট অলসের ইহাতে কোন অধিকার নাই।

হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক কায়িক পরিশ্রম স্বীকার না করিলে যে, কোন কার্য্যে যত্ন করা হয় না এমন নহে। উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধনের জন্য ধন দ্বারা, জন দ্বারা, এবং বাক্যদ্বারা যত্ন ও চেষ্টা করা যাইতে পারে। যাহার যে প্রকার অবস্থা সে সেই প্রকার যত্ন করিবে এবং সকলেই আপন আপন সময়ানুসারে কার্য্য করিবে, মহর্ষিদিগের এই আদেশ, এই উপদেশ।

বৈষয়িক উন্নতির জন্য যেমন বৈষয়িক চেষ্টা করা আবশ্যক, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের নিমিত্ত সেইরূপ আধ্যাত্মিক চেষ্টার প্রয়োজন। পর্ব্বতগুহাদি মধ্যে যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া যোগ সাধন করেন, তাঁহারাও নিশ্চেষ্ট নহেন। তাঁহারা যে বিষয় লাভের অভিলাষ করেন, চেষ্টাও তদনুরূপ করিয়া থাকেন।

জড় জগতের উন্নতি যেমন আমাদিগের যত্ন-সাপেক্ষ, আমাদিগের হৃদয়-রাজ্যের উন্নতিও সেইরূপ চেষ্টার অধীন। বাহিরে যেমন কেবল উন্নতির উপাদান মাত্র আছে, অন্তরেও সেইরূপ দয়া ধর্ম্ম ভক্তি শ্রদ্ধাদি সমস্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তি অঙ্কুররূপে নিহিত আছে। যত্ন সহকারে তাহাদিগের উন্নতি ও পরিপুষ্টিসাধন করিলে যে তাহারা কতদূর পর্য্যন্ত উন্নত ও পরিপুষ্ট হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করা অসাধ্য। এই মানুষই যত্ন সহকারে আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়া দেব-তুল্য হইয়াছে। যত্নে দস্যু রত্নাকর রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকি হইলেন, দুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাই বৈষ্ণব চূড়ামণি হইয়া উঠিলেন। গৌড় বাদসাহের উজীর দবিরখাস ও সাকের মল্লিক বঙ্গবিখ্যাত গোস্বামী রূপ-সনাতন হইয়া সকল লোককে বৈরাগ্যের শিক্ষা দিলেন; কিন্তু আমরা যদি নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আত্মোৎ-কর্ষ সাধন না করি, তাহা হইলে আমরা জানিতেও পারি না যে, মনুষ্যের কতদূর পর্য্যন্ত অধিকার। চেষ্টাশূন্য অপরিমার্জ্জিত-প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের সহিত অধ্যবসায়শালী ও পরিমার্জ্জিতপ্রকৃতি লোকের তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়কে এক জাতীয় জীব

বলিয়াই বোধ হয় না। উহাকে মনুষ্য বলিলে ইহাকে দেবতা বলা উচিত, আর ইহাকে মনুষ্য বলিলে উহাকে এক প্রকার পশু বলা কর্ত্তব্য।

উদ্যোগ ও যত্ন যেমন মনুষ্য জাতির সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধির ও সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূল, আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা সেইরূপ সর্ব্ববিধ অনর্থ ও অবনতির কারণ। আলস্য হইতে রোগ, শোক, দরিদ্রতা, পাপ, তাপ, মূর্খতা, প্রভৃতি সকলই উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব আমাদিগের সকলেরই আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্যোগ ও চেষ্টা পরতন্ত্র হওয়া উচিত।

বন্ধুতা।

জগতে যতপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে বন্ধুতার তুল্য প্রিয় সম্বন্ধ আর কিছুই নাই। বন্ধুতা যে কিরূপ মধুময় পদার্থ, কাহার সাধ্য তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করে। 'বন্ধু' শব্দের উচ্চারণ যেমন মধুর, বন্ধু নাম' শ্রবণ সেইরূপ শ্রবণ-পরিতোষকর এবং বন্ধুর রূপ তেমনি নেত্র-তৃপ্তিকর। এইজন্য লোকে পরমোপকারীকে পরম বন্ধু বলে, প্রাণদাতাকেও

প্রাণের বন্ধু বলিয়া থাকে এবং আমাদিগের সর্ব্বসুখ-দাতা জগৎকর্ত্তাকেও জগদ্বন্ধু বলিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করে। যে যাহাকে বড় ভাল বাসে সে তাহাকে বন্ধু ভিন্ন আর কোন নাম দিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এ জগতে যাহার বন্ধু নাই, তাহার কিছুই নাই; বন্ধুহীন সংসার অরণ্য তুল্য।

কিন্তু বন্ধুতার লক্ষণ কি এবং প্রকৃত বন্ধু কাহাকে বলা যায়? কাহাকেও বন্ধু বলিয়া ডাকিলেই কি তিনি বন্ধু হয়েন? না মুখে দুইটা মিষ্ট কথা বলিলেই তাঁহাকে বন্ধু বলিতে হইবে? সুপ্রসিদ্ধ পারসিক গ্রন্থকার পরম পণ্ডিত মকদুম্ সেখ সাদী তাঁহার প্রণীত গোলেস্তান নামক গ্রন্থের একস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

সম্পদ দেখিয়া হাসে, ভাই বন্ধু বলি ভাষে,
সে তো নয় সুহৃদের প্রকৃত লক্ষণ।
বিপদে পতিত হ'লে, হাত ধরে টেনে তোলে,
প্রকৃত সুহৃদ্ বটে হয় সেই জন।

এ দেশীয় প্রাচীন আচার্য্যেরাও বলিয়াছেন যে, উৎসব, ব্যসন, দুর্ভিক্ষ, শত্রুবিগ্রহ এবং রাজদ্বার ও শ্মশানাদি স্থানই বন্ধুর পরীক্ষাস্থল। ফলতঃ আপৎ-

কালের সহায়ই প্রকৃত বন্ধু, এবং লোভবশতঃ যে মিত্রতার উৎপত্তি হয়, সে মিত্রতা মিত্রতা নহে। বস্তুতঃ অগ্নি যেমন সুবর্ণের পরীক্ষার স্থল, বিপদও সেইরূপ সৌহার্দ্দের পরীক্ষার স্থান। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরাও এ কথা বার বার স্বীকার করেন।

সংসারে যাঁহাদের নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই আমাদের বন্ধু। ভাবিতে গেলে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি সকলেই বন্ধু, সকলেই সুহৃদ্।

বয়ঃক্রম এবং বৈষয়িক ও মানসিক অবস্থাদি কতকগুলি বিষয়ের সমানতাই সৌহার্দ্দের নিদান। এই জন্য বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার, বৃদ্ধের সহিত বৃদ্ধের, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, মূর্খের সহিত মূর্খের, ধনীর সহিত ধনীর ও দরিদ্রের সহিত দরিদ্রেরই শীঘ্র সৌহার্দ্দ হয়। কিন্তু কখন কখন এই নিয়মের ব্যভিচারও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ কখন কখন বালকে যুবায়, পণ্ডিতে মূর্খে এবং ধনী দরিদ্রেও মিত্রতা হইয়া থাকে। তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিলে, সমানতা ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্যের মধ্যে কোন একটি প্রধান

বিষয়ে সমানভাব থাকিলেই বন্ধুতা জন্মিতে পারে। শত প্রকার মিল আছে, তাহার মধ্যে মনের মিলই প্রধান মিল, যদি দুই ব্যক্তিতে মনে মনে মিল হয়, তাহা হইলে ধন, মান, বয়স, বিভবাদি আর কিছুই মিত্রতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের নামই হৃদ্যতা।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও স্ত্রী পুত্রাদি যেমন নৈসর্গিক সম্বন্ধ, সুহৃদ্‌ও সেই প্রকার স্বাভাবিক সম্বন্ধ। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে উহার উৎপত্তি হয়। আজীবন যাহাকে কখন দেখি নাই, জানি নাই, চিনি নাই, এরূপ লোককেও হঠাৎ একবার দেখিলে কি তাহার সহিত একবার আলাপ করিলে, হয় ত তাহাকে ভাল লাগে, ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে ও তাহার কথা শুনিতে ও কাছে থাকিতে অভিলাষ হয়; আবার চিরদিন কোন লোকের সহিত একত্র থাকিলেও হয় ত সেরূপ হয় না। ইহার কারণ নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক সূত্র। সেই সুত্রে যাহার সহিত বদ্ধ হওয়া যায়, তাহারই সহিত প্রকৃত বন্ধুতা হয়, তদ্ভিন্ন হয় না। যেমন গর্ভধারিণী জননী ভিন্ন আর কাহাকেও মা বলিয়া ডাকিলে, তাহার মনে কখনই সেই অসদৃশ মাতৃস্নেহের উদয় হওয়া

সম্ভব নহে, সেইরূপ যাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকার নৈসর্গিক সূত্রে বদ্ধ না হওয়া যায়, তাহাকেও কেবল মুখে বন্ধু বলিয়া ডাকিলে, তাহারও মনে প্রকৃত বন্ধুত্ব-জনিত কপট প্রীতির উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। পরন্তু মনে মনে মিল হইয়া উভয়ের মনে হৃদ্যতা জন্মিলে, তাহাদের পরস্পরের মন যেন একটী অদ্ভুত সেতু দ্বারা সংযুক্ত হইয়া থাকে। একজনের মনে যে ভাব উঠে, অপরের মনেও সেই ভাব গিয়া উপস্থিত হয় এবং একের মনে যে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেই স্রোত অপরের মনেও প্রবাহিত হইতে থাকে; সুতরাং দুই হৃদয় এক হইয়া সেতারের তারের মত এক সুরে বাজিতে থাকে, এক গান গান করে এবং এক লয় প্রাপ্ত হয়। তখন দুই দেহে এক প্রাণ বসতি করে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে এই প্রকার হৃদ্গত-ভাব-সংক্রম-জনিত সুখ অনুভব করিয়াছেন, প্রকৃত বন্ধুতা যে কি তাহা তিনিই জানিয়াছেন!

পিতা মাতা ও ভ্রাতা ইত্যাদি আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় বন্ধুর প্রতিও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিহিত আছে। বন্ধুর শারীরিক বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতি সাধন করা, তাঁহার ধন মান যশ পৌরুষাদি প্রাণপণে রক্ষার চেষ্টা

করা ইত্যাদি যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহার এবং তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম রক্ষা করাই প্রধান। সমানতা যেমন সৌহার্দ্দের জন্মদাতা, সরলতা তেমনি তাহার পোষণকর্ত্তা। প্রকৃত বন্ধু ও মর্ম্মসখার হৃদয়ই বিশ্বাস-ভাণ্ডার ও বিশ্রাম স্থান। যাহা পিতার নিকট, মাতার নিকট, ভ্রাতার নিকট, পুত্রের নিকট এমন কি পতিব্রতা স্ত্রীর নিকট পর্য্যন্তও প্রকাশ করিতে পারা যায় না, প্রকৃত সুহৃদের নিকট তাহাও অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারা যায়। আপনার পাপ তাপ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকল বিষয়ই প্রকৃত বন্ধুর নিকট অকপটে প্রকাশ করিয়া আমরা শান্তি বোধ করিয়া থাকি। বন্ধুর নিকট অকপটে মনোভাব ব্যক্ত করার অশেষ গুণ। প্রকৃত বন্ধু, বন্ধুর দুঃখ জানিতে পারিলে, তাহা অপনোদনের চেষ্টা করেন এবং দোষ জানিতে পারিলেও তাহা গোপনে সংশোধন করিয়া দেন। বিশেষতঃ আমার সমস্ত দোষ গুণ জানিয়া আমার প্রতি যাঁহার মনের যে রূপ ভাব হয়, সেই ভাবই স্থায়ী, আর যে ব্যক্তি আমার সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত না হইয়া আমাকে তাঁহার নিজ ভাবে গঠিত করিয়া ভালবাসেন, তাঁহার সে ভালবাসা অধিক-

ক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমার নিজ মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-গোচর হইলেই সে ভাব আতঙ্কে দূরে পলায়ন করে। অতএব অকপট সৌহার্দ্দই নীরোগ দেহের ন্যায় বহু-কাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

বন্ধুর ধর্ম্ম রক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন করা যে কিরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। এ বিষয়ে অণুমাত্র অমনোযোগী হইলে একতঃ কর্ত্তব্যের হানি, দ্বিতীয়তঃ স্বকীয় স্বভাবমালিন্য সংঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহার সহিত যত অধিক ঘনিষ্ঠতা হয় ও সংস্রব জন্মে, তাহার দোষ গুণ যে অজ্ঞাতসারে আপনা হইতে আসিয়া আমাদের প্রকৃতিগত হয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সমস্ত পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই মতের যাথার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংসর্গই দোষগুণের প্রধান কারণ। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ, সদুপদেশ শ্রবণ, সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনাদি জ্ঞান লাভের ও চরিত্রোন্নতির যত প্রকার উপায় আছে, সজ্জনসঙ্গতি তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সাধুসঙ্গে সাধুর সাধুত্ব পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অসাধুও সাধু হয়। ভক্তপ্রধান তুলসীদাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

তুলসী সৎসঙ্গ কর্লিজো দেখোতো তিল সে তেল।
ফুল কা সঙ্গৎ সে নাম ভয়া ফুলেল ॥

"তিল হৈতে তেল হয় সকলেতে জানে।
ফুলের সংসর্গ হেতু ফুলেল বাখানে ॥
অতএব প্রাণপণে কর সাধু সঙ্গ।
হে দাস তুলসী ইথে নাহি দিবে ভঙ্গ ॥

মহানুভব কবীর সংসর্গবশে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, শতবার পরিধৌত করিলেও অঙ্গারের যে মলিনত্ব বিদূরিত হয় না, ক্ষণকাল অগ্নির সহবাসে তাহাও নষ্ট হয়।

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভাবতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কয়লাকি ময়লা ছুটে যও আগ করে প্রবেশ ॥

অঙ্গারের মলিনতা কিছুতে না যায়।
অগ্নি প্রবেশিলে কিন্তু স্থান নাহি পায় ॥

বন্ধুর দোষগুণানুসারে বন্ধুর চরিত্র দোষান্বিত বা গুণান্বিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। পতি ও পত্নী পরস্পর সাতিশয় নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা একত্র বাস করিতে হয় বলিয়া, হিন্দুশাস্ত্রে উভয়ে উভয়ের পাপপুণ্যের অর্দ্ধাংশভাগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং প্রকৃত

প্রস্তাবেও অনেক স্বামীর দোষ গুণ অনেক স্ত্রীতে, ও অনেক স্ত্রীর দোষ গুণ ও অনেক স্বামীতে দেখা যায়। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন করিবেন এই উদ্দেশেই হিন্দুশাস্ত্রে উক্তরূপ অনুশাসন বিহিত হইয়াছে। অতএব বন্ধুর ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন না করিলে যে সে ফল আপনাকেও ভোগ করিতে হয়, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বন্ধুতার গুণ কেহ কখন কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। বন্ধু সম্পদের সহায়, বিপদের আশ্রয় এবং আপৎকালের অবলম্বন। প্রকৃত বন্ধু আমাদের দুঃখের অংশ গ্রহণ করেন এবং আমাদের সুখ শতগুণে বৃদ্ধি করেন। যখন আমাদের মন প্রাণ দুর্বিসহ দুঃখানলে দগ্ধ করিতে থাকে, তখন প্রকৃত বন্ধুর অশ্রুবারিই সেই অগ্নি নির্ব্বাণের একমাত্র শীতল জল। সংসারে বন্ধুর সমান আর কেহই নাই।

স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কি দুগ্ধপোষ্য শিশু কি অশীতিপর প্রাচীন, সকলের মনেই স্বাধীনতার তৃষ্ণা দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশুও আপনার ইচ্ছামত জননীর স্তন্যপান করিতে চায় এবং তাহার ব্যাঘাত হইলে অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে। ক্রীড়াসক্ত বালকের হস্ত হইতে কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সে তাহাতে বিরক্ত হয় এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা পায়। মনুষ্য কেন? পশু পক্ষী আদি অপর জীব জন্তু পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়। কোন পশু পক্ষীকে পিঞ্জরবদ্ধ করিলে সেও মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। মনুষ্য ধনজনাদি সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা স্বাধীনতাকে অধিক মূল্যবান মনে করে। স্বাধীনতা যে কি সম্পদ, তাহার যে কত মূল্য, কারাবদ্ধ বন্দীরাই তাহা বিলক্ষণ অবগত আছে। স্বাধীনতার অভাব বিশেষ কষ্টকর বলিয়াই গুরুতর অপরাধীদিগকে বিচারপতিরা কারাদণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য

সর্ব্বস্বান্ত হইতে সম্মত হইতে পারে; কিন্তু স্বাধীনতা হারাইতে সম্মত হয় না। এজন্য যখন কোন লোক কারাদণ্ড পাইবার উপযুক্ত কোন অপরাধ করে, তখন সে স্বাধীনতা হারাইবার আশঙ্কায় আপনার প্রিয়তম পরিজনবর্গ ও ধন সম্পদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। স্বাধীনতার জন্য একাকী অরণ্য-বাসও অনেকে শ্রেয়ঃ মনে করে; কিন্তু স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া বহুলোকের সঙ্গে অট্টালিকায় থাকিতেও চায় না।

পরমপিতা পরমেশ্বর বিশেষ কল্যাণের জন্য মনুষ্যজাতিকে এই স্বাধীনতার স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু সে স্বাধীনতা কি? এই দেহের স্বাধীনতাই কি সেই স্বাধীনতা? জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাঁহাকে কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না, যিনি অনেক দাস দাসী ও অমাত্য ভৃত্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, যাঁহার পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হইতে বহুতর অর্থাগম হইয়া থাকে, আমরা তাহাকেই স্বাধীন মনে করি; কিন্তু সেরূপ স্বাধীনতাও প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। মনের স্বাধীনতা,—আত্মার নিঃসঙ্গতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

আমরা যদি একটু মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করি, তবে প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই যে, যিনি শত শত দাস দাসী ও অমাত্য ভৃত্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, সহস্র সহস্র লোক, লক্ষ লক্ষ লোক, কোটি কোটি মনুষ্য যাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেছে ; যাঁহার ভ্রূভঙ্গিতে বিস্তীর্ণ রাজ্য, দূরপ্রসারিত দেশ কি সসাগরা পৃথিবী চলিতেছে ও টলিতেছে : রাজ্যেশ্বর রাজাদিগের রাজমূকুট যাঁহার সিংহাসনতলে নত হইতেছে ; যিনি ইচ্ছা করিলে একজন দরিদ্রকে রাজা করিতে পারেন, ও রাজাকে রাজসিংহাসন হইতে পরিচ্যুত করিয়া পথের ভিখারী করিতে সমর্থ হয়েন ; যাঁহার মনের ইচ্ছা দরিদ্রের ন্যায় মনেতে বিলীন না হইয়া কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, এরূপ একচ্ছত্রী সমগ্র ধরিত্রীর অধীশ্বরও কখন কখন কতকগুলি যৎসামান্য নিরাকার পিশাচের অধীন ! তাহারা যা বলে তিনি তাই করেন—তাই শুনেন—তাই মানেন। তাহারা কে ? তাহারা তাঁহার রিপু বা ইন্দ্রিয়। তাহাদিগের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। কাম কখন তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া আপনার অনুজ্ঞা পালন করাইতেছে, ক্রোধ কখন